তবলীগ জামাত-এর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

২

তবলীগ জামাত-এর

অতীত
বর্তমান
ও
ভবিষ্যৎ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মৌলভী মুহাম্মদ ইব্রাহীম

খোশরোজ কিতাব মহল : ঢাকা

www.pathagar.com

তবলীগ জামাত-এর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, দ্বিতীয় খণ্ড ।। প্রকাশনায়ঃ মহীউদ্দীন আহমদ, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১ ।। মুদ্রণেঃ জাতীয় মুদ্রণ, ১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১ ।। প্রথম সংস্করণঃ জুলাই, ১৯৭৬ ।। মূল্যঃ পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পেঁৗছে দেওয়াই তবলীগের মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম একটি প্রচারমূলক ধর্ম। প্রচার তথা তবলীগের মাধ্যমেই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলাম বিস্তারিত হয়েছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থে ইসলাম প্রচারে তবলীগের সেই ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আফ্রিকা থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত দুনিয়ার দুরধিগম্য জনপদ সমূহে শুধু প্রচারের দ্বারা ইসলাম কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। ইসলাম প্রচারের এ ইতিহাস এদেশে অনেকেরই অজানা। এদিক থেকে এ গ্রন্থটি পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের এক অজানা দিককে বাংলা-ভাষী মুসলমান পাঠকদের নিকট উদঘাটিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আধুনিককালেও ইসলামের শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তবলীগের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে তো যায়ইনি, বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে তবলীগ জামাতের কর্মতৎপরতা দেশে-বিদেশে সর্বত্র যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। তবলীগের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিরাট সারা জেগেছে এবং দ্বীনী এলেমের প্রতি মানুষের আগ্রহ নতুন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আগ্রহকে সংহত ও জোরদার করে তোলার কাজে এই গ্রন্থটি সহায়ক হলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয়তালিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের বিকাশে তবলীগের ভূমিকা ।। ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার ।। ৫

ইসলাম প্রচারের কাজে আফ্রিকায় নবজাগরণ ।। ৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দূরপ্রাচ্যে ইসলাম প্রচার ।। ১২

মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রবেশ ।। ১৪

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচার ।। ১৫

জাভায় ইসলামের প্রবেশ ।। ১৭

ইসলাম প্রচারের বিশিষ্ট মুজাহিদ রাডান রহমত ।। ১৮

মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম বিস্তার ।। ২০

বোর্নিও দ্বীপে ইসলাম প্রচার ।। ২১

সিলিবিস দ্বীপে ইসলামের প্রবেশ ।। ২২

ফিলিপাইনে ইসলামের প্রচার ।। ২৩

নিউগিনিতে ইসলামের প্রবেশ ।। ২৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের অবিস্মরণীয় ইতিহাস ।। ২৭

দেশে দেশে প্রচারাভিযান ।। ৩০

একটি দৃষ্টান্ত ।। ৩১

আফ্রিকার কয়েকটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা ।। ৩৪

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তেলাওয়াতে কালাম পাক ॥ ৩৯
কোরআন তেলাওয়াতকারীর বিশেষ মর্যাদা ॥ ৪৮
কোরআনবিহীন অন্তর শূন্য ঘরের সমতুল্য ॥ ৫২
নফল ইবাদত থেকে তেলাওয়াত শ্রেষ্ঠতর ॥ ৫৩
কোরআন উম্মতের গৌরব ॥ ৫৬
চরম হতভাগ্য মুসলিম সন্তান ॥ ৭০
কালাম পাকের দ্বারা অর্থোপার্জন ॥ ৮৩
মহব্বতের উপকরণ ॥ ৮৬
নিরক্ষর লোকদের মাঝে প্রচারের ভূমিকা ॥ ৯৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আল্লাহর যিকির ॥ ৯৭
হাদীস শরীফে যিকিরের তাকিদ ॥ ১০৭
কবর-আযাব থেকে নাজাত দানকারী ॥ ১১৭
আল্লাহর যিকিরের পুরস্কার ॥ ১১৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তবলীগের কাজের বিস্তৃতি ॥ ১২৪
সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ॥ ১২৫
মুসলমানদের জীবনের উদ্দেশ্য ॥ ১৩০

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের বিকাশে তবলীগের ভূমিকা

সত্যের সাধনায় নিবেদিত-প্রাণ মুসলিম দরবেশ, মুসাফির, পরিব্রাজকদের অক্লান্ত প্রয়াস ও প্রচারের ফলেই ইসলাম সারা দুনিয়ায় বিস্তারিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এই বিষয়টি লক্ষ্য করেই অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার বলেছিলেন যে, ইসলাম মূলতঃ একটি প্রচারমূলক ধর্ম। তবলীগ বা প্রচারের উপরই এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রচারের বলেই ইসলামের অগ্রগতি ও বিকাশ সাধিত হয়েছে এবং প্রচারের উপরই তার অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণের প্রশ্ন নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও উপদেশাবলী পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম মানে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো এবং মুসলমানদের জীবনের উদ্দেশ্য সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন :—

"তোমাদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জাতি করে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দান কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।"

মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ পাকের উপরোক্ত নির্দেশের অর্থ অতি পরিষ্কার। শুধু আল্লাহ ও নবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়, অধিকন্তু আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার মধ্যেই প্রকৃত মুসলমানী জিন্দেগীর সার্থকতা নিহিত রয়েছে। এই

www.pathagar.com

দুনিয়ায় মুসলমানদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তাও এরই জন্য। কেননা আল্লাহ পাক বলছেন :—

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি গোষ্ঠী তৈরী হওয়া চাই যারা কেবল কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

আল্লাহ চান যে, মানব জাতির মধ্যে মুসলমানরাই হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা জনসমাজের কল্যাণদূত হিসেবে কাজ করবে। মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো, সৎকর্মশীল হওয়ার জন্য নির্দেশ দান এবং অসৎ বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার দায়িত্বই আল্লাহ পাক মুসলমানের উপর ন্যস্ত করেছেন।

পবিত্র কোরআনে বারংবার তাকিদ দেওয়া হয়েছে :—"তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাও কুশলতা ও সদুপদেশ সহকারে।"

এই নির্দেশের অর্থও অতি পরিষ্কার। এখানে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় চলার জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত আহ্বান জানাবার পবিত্র দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর এ দায়িত্ব তাদেরকে পালন করতে হবে যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার দ্বারা সদুপদেশ বিতরণের মাধ্যমে। এখানে তবলীগের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই আল্লাহ্ পাক আবারও বলেন :—

"কোরআনের সাহায্যে সেই ব্যক্তিকে উদ্দীপিত করুন, যে আমার হুঁশিয়ারীতে ভীত হয়।"

আরও বলা হয়েছে :---

"আপনি উদ্দীপিত করুন। উদ্দীপিত করা ছাড়া আপনার আর কোন দায়িত্ব নেই।"

পাঠক দেখতে পাচ্ছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে আহ্বান জানানো, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য মানুষকে উদ্দীপিত করা বা আকৃষ্ট করাই হচ্ছে মুসলমানের দায়িত্ব। কারণ আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রসূলকে বলছেন : "আপনি উদ্দীপিত করুন। উদ্দীপিত করা ছাড়া আপনার আর কোন দায়িত্ব নেই।" রসূলের প্রতি যে দায়িত্ব আল্লাহ ন্যস্ত করেছেন,

www.pathagar.com

তাঁর পরে সে দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই ন্যস্ত হয়েছে তাঁর উম্মতদের উপর। তাই তো আল্লাহ ব'লে দিয়েছেন : "তোমাদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জাতি ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দান কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।"

আল্লাহ পাকের এই সব শিক্ষার প্রভাব রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনে সর্বাধিক প্রবল ছিল এবং এই শিক্ষাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছিল। তাঁদের পবিত্র জীবন কেবল দাওয়াত ও তবলীগের কাজে সর্বদা নিয়োজিত ছিল। তাঁদের উঠাবসা, চলাফেরা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি প্রতিটি কাজেরই মৌল লক্ষ্য ছিল আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর বান্দাগণকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে চালিত করা।

মুসলমানদের জীবনে যতদিন পবিত্র কোরআন ও রসূলের (সঃ) আদর্শের এই সমস্ত শিক্ষার প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল, ততদিন প্রতিটি মুসলমান ছিল একজন প্রচারক ও মুবাল্লীগ। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা, কৃষিকাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনা সহ দুনিয়ার যাবতীয় কাজই করেছেন, কিন্তু তাঁদের মনে সব সময়ই এই প্রেরণা ও চেতনা সক্রিয় থাকতো যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের আকারে যে মহান নেয়ামত ও অমূল্য সম্পদ তাঁদেরকে দিয়েছেন তা সমগ্র মানব জাতির নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। তাঁরা সত্যিকারভাবে ইসলামকে বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোত্তম নেয়ামত মনে করতেন। তাই, যে ব্যক্তি যখন যে অবস্থায় থাকতেন, তিনি সেই অবস্থাতেই এই দায়িত্ব পালন করতেন। সওদাগর ও ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসায়ী কাজকর্ম ও লেনদেনের সময়, পর্যটকরা তাঁদের সফরের সময়, কয়েদীরা জেলখানার অভ্যন্তরে, চাকুরেরা অফিসে এবং কৃষকরা ক্ষেত-খামারে বসেই এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেন। প্রচার ও তবলীগের প্রেরণা এতটা চরমে পৌঁছেছিল যে, মহিলারা পর্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ইসলাম প্রচার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রচার-উদ্দীপনাই ছিল ইসলামের শক্তির মূল উৎস। আজ যে পৃথিবীতে ৮০ কোটি মুসলমান সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত সর্বত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং দুনিয়ার অনেকগুলো দেশে যে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা মুসলমান সাধকদের এই প্রচারধর্মী চরিত্রেরই ফলশ্রুতি।

www.pathagar.com

পুরনো ইতিহাসের পাতা খুললে এই প্রচারের অত্যন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনা-বিবরণী আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে কিভাবে অধঃপতিত বর্বর জাতির জনগণের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচার করে অত্যন্ত দুর্গম জনসমাজেও সত্য ধর্মকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করেছেন, সে বিবরণ পড়লে অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত গভীর উদ্দীপনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের মত মুসলমানদের মধ্যে কখনও ইসলাম প্রচারের জন্য কোন সংগঠিত নিয়মিত দল ছিল না। এর প্রধান কারণ এই যে, মুসলমানরা ধর্মপ্রচারের কাজকে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত রাখেনি, বরং প্রত্যেক মুসলমানের উপর এটা সমানভাবে অপরিহার্য করে দিয়েছে যে, তারা যেন ধর্মের সেবায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যেমন বিশেষ বিশেষ দল ছাড়া কোন ব্যক্তি বা দল ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণ করে না বা সে ব্যাপারে কোন দায়িত্বও পালন করতে পারে না, তেমনিভাবে যদি মুসলমানদের মধ্যেও কোন বিশেষ 'পাদ্রী গোষ্ঠী' সৃষ্টি করা হতো, তা হলে হয়ত-বা ইসলাম প্রচারের আগ্রহ শুধু মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমিত থেকে যেত এবং সাধারণ মুসলমানরা তা থেকে একেবারেই বঞ্চিত থেকে যেত।

ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক চরিত্র একে এক অনন্য মহিমায় পরিমণ্ডিত করেছে। ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী একমাত্র সৎকাজ ও নিষ্কলুষ চরিত্রই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। সুতরাং ইসলাম কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দুয়ারও সকলের জন্য উন্মুক্ত না রেখে পারে না। এ জন্য সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার অনুসারীদের মধ্যে নিজ ধর্মকে প্রচার করার আগ্রহ সবচেয়ে বেশী ও প্রবল এবং যার অনুসারীদের মধ্যে অসংখ্য সাধক ইসলামের পয়গাম নিয়ে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্রাজকের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিভাবে এই সর্বাত্মক প্রচারাগ্রহ দেশের পর দেশে পথভ্রান্ত মানুষের হৃদয় জয় করেছে, তার প্রাণস্পর্শী ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় বিধৃত রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর ও আরব জাহানের কথা আপাতত মুলতবী রাখছি। কারণ এই সব জায়গায় মুসলমানরা এক সময়

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং অনেক দেশে এখনও অধিষ্ঠিত আছে। তাই ইসলামের শত্রুরা বলতে পারে যে, হয়ত বা ঐ সব দেশে ইসলামের প্রসারে শক্তি প্রয়োগেরও কিছু কিছু ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা আফ্রিকা, চীন ও মালয়েশিয়ার ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত করব। এ সব দেশে ইসলাম যে কখনও শক্তি প্রয়োগের সুযোগ পায়নি, সে কথা ইসলামের চরম শত্রুরাও স্বীকার করবেন। সর্বোপরি তাতার জাতির দেশ সমূহ এবং তুর্কীস্তানের দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার। কেননা এই সব দেশ সম্পর্কে ইতিহাসের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, এখানে নিরস্ত্র ইসলাম সশস্ত্র কুফরীর মোকাবিলা করে তাকে পরাজিত করেছে। এ সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমরা দেখাতে চাই যে, অপূর্ব ধর্মীয় নিষ্ঠার অধিকারী ইসলামের সত্য-সাধকরা এই পবিত্র ধর্মের সেবায় কিভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর বর্তমান জামানায়ও আমরা যদি অনুরূপ নিষ্ঠার সাথে তবলীগের কাজে লেগে যাই, তা হলে আমরা অনেক সহজেই ইসলামের প্রসার ও হেফাজতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারি। প্রসঙ্গতঃ সর্বপ্রথম আফ্রিকায় ইসলামের প্রসারের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করছি।

ইসমাল ধর্মে নব-দীক্ষিত যে সব 'বারবার' জাতীয় লোক বাণিজ্য উপলক্ষে পশ্চিম সুদানে আসা-যাওয়া করতেন, তাঁরাই সর্বপ্রথম আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার করেন। এই 'বারবার' গোত্রগুলির মধ্যে লামতোনা ও জাদ্দালা নামক গোত্রদ্বয় ইউসুফ বিন তাশফিনের আমলে প্রায় সমগ্র পশ্চিম সুদানকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করেন। হিজরী পঞ্চম শতকে এই 'বারবার' বণিকরাই নিগ্রো রাজ্য ঘানাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এরপর সুদানের প্রাচীনতম রাজ্য সাংঘাইও তাঁদের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত হয়। হিজরী ষষ্ঠ শতকে তাঁদের প্রভাব আশপাশের অন্যান্য জনপদ সমূহে পেঁাছে যায়। এই সময় প্রখ্যাত বাণিজ্যিক শহর টামবাকটো ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়। নিগ্রোরা বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে আসতো এবং 'বারবার' ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ইসলামের অমূল্য বাণী নিয়ে সমগ্র সুদানে ও নাইজেরিয়ায় ছড়িয়ে দিত। এ সব লোকের মধ্যে ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এত বেশী ছিল যে, অদ্বিতীয় ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতা যখন সেখানে পেঁাছেন, তখন তাদের সম্পর্কে লেখেন:—

"এরা কোরআনের প্রেমিক। আর নামাজের প্রতি তারা এমন

www.pathagar.com

নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত-প্রাণ যে, জুময়ার দিন সকাল বেলায় গিয়ে মসজিদে না বসলে জায়গা পাওয়া অসম্ভব।"

আফ্রিকার এই নও-মুসলিম জাতি সমূহের মধ্যে সর্বাধিক সক্রিয় ইসলাম প্রচারক জাতি ছিল মণ্ডেদু জাতি। নিজেদের চাল-চলন, রীতিনীতি ও সদাচরণের জন্য এরা ছিল সমগ্র আফ্রিকায় অত্যন্ত খ্যাতিমান জাতি। এদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো মধ্য-আফ্রিকার সবচেয়ে প্রতিভাবান কর্মঠ ও ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে পরিচিত হাউসা জাতি এদেরই চেষ্টার ফলে ইসলাম গ্রহণ করে। হাউসা জাতি প্রায় সমগ্র সুদান ও নাইজেরিয়ার ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর একক কর্তৃত্বশীল ছিল এবং গায়েনা থেকে কায়রো পর্যন্ত এদের বাণিজ্যিক কাফেলার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ইসলামের প্রসারে এই ব্যবসায়ী জাতির মূল্যবান অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরে এ সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

পূর্ব-সুদানে ইসলাম প্রচার করেন মিশরীয় বণিকরা। বিশেষভাবে মিশরে যখন ফাতেমী খেলাফতের পতন ঘটে, তখন বহু আরব পালিয়ে গিয়ে সুদানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা এই অঞ্চলের দূর-দূরান্তে ইসলামের পয়গাম বহন করে নিয়ে যান এবং জনসমাজের মাঝে ইহার আলোকবর্তিকা তুলে ধরেন। তিউনিস ও তানজানিয়ার আরব বণিকগণও এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম সুদানে ইসলাম প্রচার তাঁদেরই একক অবদান। পরবর্তী সময়ে আহমদ নামক একজন আরব 'দারাকোর'-এ ইসলামী হুকুমতও প্রতিষ্ঠা করেন—যা কয়েক শত বছর পর মুহম্মদ আলী পাশা নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া পর্যন্ত বহাল থাকে।

ইসলাম প্রচারের কাজে আফ্রিকায় নব জাগরণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মধ্য আফ্রিকায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়। সর্বপ্রথম শেখ ওছমান দানফোদিও'র পক্ষ থেকে এ জাগরণের ডাক আসে। তিনি শেখ আবদুল ওয়াহাব নাজদীর শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে "আমর বিল মা'রূফ" ও "নাহি আনিল মুনকার" (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা) এর সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বিশেষতঃ ফুল্‌বী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি এমন আলোড়ন ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন

www.pathagar.com

যে, তারা ইসলামের খেদমতের জন্য আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে বিস্ময়কর উদ্যমের সাথে তবলীগের কাজ শুরু করে। তারা প্রাচীন 'গোবার' রাজ্য থেকে শির্ক ও মূর্তি পূজার উচ্ছেদ সাধন করে সমগ্র হাউসাল্যাণ্ডকে কুফরীর পংকিলতা হতে মুক্ত করে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ওছমান দানফোদিও ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি হাউসাল্যাণ্ড-এর সার্বভৌম শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যের কোথায়ও শির্ক ও মূর্তিপূজার নাম-নিশানা পর্যন্ত ছিল না।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এই ইসলামী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়; কিন্তু ফুলবী ও হাউসা জাতির ইসলাম প্রচারের স্পৃহা তাতে বিন্দুমাত্রও ম্রিয়মাণ হয়নি। এর জলন্ত প্রমাণ এই যে, এই বিংশ শতাব্দীতেই তারা 'ইউরোপ' অঞ্চল থেকে মূর্তি পূজার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেখানে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়। তারা নাইজার নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত সত্য ধর্মের প্রসার ঘটায়। ১৮৯৪ সালে তারা 'উজিবু' অঞ্চলে প্রথম প্রচার কার্য শুরু করে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই এত অগ্রগতি অর্জন করে যে, ১৯০৮ সালে সেখানকার এক শহরে বিশটি এবং অপরটিতে বারোটি মসজিদ নির্মিত হয়। এইভাবে নাইজার নদীর দক্ষিণ তীরে তারা ১৮৯৮ সালের পর ইসলাম প্রচার শুরু করে এবং ১৯১০ সালের মধ্যেই প্রায় সব কয়টি গোত্র ইসলামের সুশীতল ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের অপর একটি প্রচার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। গায়েনা, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া ও মাণ্ডি প্রভৃতি উপকূলীয় অঞ্চলে আজ থেকে প্রায় সোয়া শ' বছর আগে মুসলিম বণিকরা ইসলাম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন এবং এভাবে তাঁরা অল্পদিনের মধ্যে সেখানকার অন্ধত্ব ও মূর্খতাকে সভ্যতায় রূপান্তরিত করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সিয়েরা লিওনের এক ইংরেজ কোম্পানী বৃটিশ কমন্স সভায় একটি আবেদন পত্র পেশ করে। ঐ আবেদনপত্রে লেখা হয়েছিল—

"এখান থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে আজ হতে ৭০ বছর আগে কতিপয় মুসলিম বণিক এসে বসতি স্থাপন করে। অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদের মত তারাও এখানে মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন ক'রে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার করতে আরম্ভ করে এবং এরূপ সংকল্প গ্রহণ করে যে,

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে দাস (Slave) হিসেবে বিক্রি করা হবে না। অল্পদিনের মধ্যেই এখানে উন্নত মানের কৃষ্টি ও সভ্যতার চিহ্ন পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করে। লোকসংখ্যা বেড়ে যায় এবং সেই সাথে প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পায়। ক্রমে এই এলাকায় ইসলামের প্রভাব সব কিছুর উপর বিজয়ী হয়ে উঠে। লোকেরা দলে দলে মুসলমানদের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, শীঘ্রই গোটা অঞ্চল ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাবে।"

সিয়েরা লিওনে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে ডঃ ভেমার লিখেছেন:—

"এখানকার মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন বিশেষ দল নির্দিষ্ট নেই, বরং এদের প্রতিটি ব্যক্তি ইসলাম প্রচারকারী। যেখানেই ৫।৬ জন মুসলমানের বসতি হয়েছে, সেখানেই একটা মসজিদ হয়ে গেছে। আর সেই ক্ষুদ্র গৃহটিই ঐ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এদের নিয়ম-কানুনও খুব সহজ। যে ব্যক্তি কলেমা পড়ে এবং নামাজ পড়া ও মদ ত্যাগ করার অঙ্গীকার করে, সে তাদের বিশ্বজোড়া পরিবারের সদস্য হয়ে যায়।"

হাউসা সম্প্রদায়ের বণিকগণই ছিলেন গায়েনায় ইসলাম প্রচারের সবচেয়ে সক্রিয় প্রচারক। তাঁদের মার্জিত সামাজিক আচার-পদ্ধতি ও শিষ্ট রীতি-নীতি অসভ্য গোত্রগুলিকে তাঁদের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে এবং বিস্ময়কর সাফল্যের সাথে তাঁরা তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। দাহোমী ও আশানতিতে সাম্প্রতিক কালে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। এ জন্য সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকায় শুধুমাত্র এই দুটি অঞ্চলেই এখনও পর্যন্ত সামান্য কিছু কুফ্‌র ও মূর্তি পূজার চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে। লাগোসে ইসলাম প্রচারের বদৌলতে মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এখানে তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হবে। এদের মধ্যে ফুল্‌বী, হাউসা ও মণ্ডেদু—এই তিন সম্প্রদায়েরই কিছু না কিছু লোক রয়েছে। বাণিজ্য উপলক্ষে তাদেরকে দূর-দূরান্তে গমন করতে হতো। এজন্য তাদের কল্যাণেই সমগ্র নাইজেরীয় উপকূল ও গোল্ডকোস্ট ইসলামের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। সেনেগালের মোহনা থেকে লাগোস পর্যন্ত দীর্ঘ দুই হাজার মাইল ব্যাপী উপকূলীয় অঞ্চলে বসতে গেলে এমন একটি বসতিও নেই যেখানে অন্ততঃপক্ষে একটি মসজিদ ও একজন মৌলবী নেই। এই সব এলাকায় বসবাসরত প্রতিটি মুসলমান—তা সে ব্যবসায়ী হোক কিংবা বৃটেন, ফ্রান্স বা বেলজিয়াম সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীই হোক—যে

www.pathagar.com

কোন কাফের ও মূর্তিপূজকের সাথে সাক্ষাৎ হলেই সবার আগে তার কাছে কোরআনের দাওয়াত পেঁৗছে দেওয়াকে নিজের প্রথম কর্তব্য বলে মনে করতো। এদের এমন প্রচণ্ড প্রচার-স্পৃহা খ্রীষ্টান মিশনারীদের সমস্ত আশা-আকাঙক্ষাকে চূর্ণ করে দিয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকার অধিবাসীরাও আরব বণিকদের ধর্ম প্রচারের ফলে ইসলামের মত শ্রেষ্ঠ নেয়ামত লাভ করে। উক্ত বণিকরা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র মাঞ্চ উপকূলে ইসলামের আলো বিস্তার করেন এবং স্থানে স্থানে মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রচার কার্য শুরু হয় তখন, যখন ইংলণ্ড, জার্মানী ও ইটালী প্রভৃতি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ সব দেশে উপনিবেশ কায়েম করে এবং দেশের অভ্যন্তরে পেঁৗছুবার মত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। সে সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ঐসব উপনিবেশের মুসলমানদের সাহায্য নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ফলে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজস্ব প্রতিটি বিভাগে মুসলমানদের ভর্তি করা হয়। তারা আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগে পেঁৗছে ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তারা বোগদী ও ভদেণ্ড গোত্রকে প্রায় পুরোপুরিভাবে ইসলামে দীক্ষিত করে। ১৯০৫ সালের পর তারা পশ্চিমে টাঙ্গানাইকা, উত্তরে ওসাম্বরা ও দক্ষিণে নায়াসা পর্যন্ত কোরআনের শিক্ষা বিস্তারের কাজে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯১ সালে ওসাম্বরাতে একজনও মুসলমান ছিলো না, বরং একজন মুসলমানের উপস্থিতিকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। কিন্তু নিয়মিত সরকার প্রতিষ্ঠা হতেই এবং মুসলিম অফিসারদের সেখানে যাওয়ার পর থেকেই লোকেরা উক্ত মুসলমান অফিসারদের সংস্পর্শে একে একে মুসলমান হতে আরম্ভ করল। এই সব মুসলিম অফিসারদের এমনই চরিত্র মাধুর্য ছিল যে, তাদের কথা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে এবং অল্প দিনের মধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত ছিল, সেখানেও ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে নায়াসাল্যাণ্ডেও অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা স্বীকার করেছেন যে, এ সব এলাকায় মুসলমান হওয়া মানেই মনুষ্যত্ব অর্জন করা।

www.pathagar.com

কেপ উপনিবেশে ইসলাম প্রচার করেছেন মালয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম বণিকগণ। এরা ওলন্দাজ সরকারের কর্তৃত্বাধীন বলে অনেকদিন ধ'রে ওখানে থেকেছেন এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ইসলাম প্রচার করেছেন। ১৮০৯ সালে কোল্‌রুক লিখেছিলেন :

"আমাদের মিশনারীদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম প্রচারকরা কৃষ্ণকায় দাসগণকে ও স্বাধীন লোকদেরকে সাফল্যের সাথে মুসলমান বানিয়ে ফেলছে। আমাদের প্রচারকরা বহু সময় ও প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে অতি কষ্টে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোককে খ্রীষ্টান বানায়। কিন্তু মুসলিম প্রচারকরা বিনা পরিশ্রমেই বিপুল সংখ্যক লোককে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হচ্ছে।"

বিগত ৮০/৯০ বছরে বাইরের মুসলমানরাও ঐসব এলাকায় পৌঁছে গেছে এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তির মধ্যেও ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তারা বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। ক্লেরামতিস্টে সহ ঐ সব এলাকায় ইসলাম প্রচারের গতি অত্যন্ত বেগবান হয়ে ওঠে। বিপুল সংখ্যক এতিম ও অনাথ বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরী সেখানে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে আফ্রিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের অবস্থা অনেক বেশী সংহত। সর্বত্রই ইসলামের আলোক বিকীর্ণ।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দূরপ্রাচ্যে ইসলাম প্রচার

আফ্রিকার পর ইসলামের সাফল্যজনক প্রচার অভিযানের দ্বিতীয় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটি হলো দূরপ্রাচ্য। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের বিভিন্ন দেশে শুধু বণিকগণ, সিপাহীগণ ও বিবিধ পেশার সাধারণ মুসলমানরা নিজ নিজ স্বভাবসুলভ প্রচারস্পৃহা, ধর্মীয় আবেগ ও কর্তব্যনিষ্ঠার বশেই ইসলামের পয়গাম প্রচার করেন। তাঁরা কখনও কোনরূপ আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ না করেও, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনমূলক আক্রমণের শিকার হয়েও ইসলামের প্রচারে ও প্রসারে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন। সেই সাফল্যের ফলশ্রুতিতেই বর্তমানে চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোনেশিয়ায় সব সমেত প্রায় বিশ কোটি মুসলমানের বাস। বিগত তিন দশক যাবৎ চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদের মত মুসলমানরাও নাস্তিকতাবাদী কম্যুনিজমের দাস ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে; সুতরাং বর্তমানে চীনে মুসলমানদের ঈমানের উপর কম্যুনিজমের প্রমত্ত হামলা এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলাফল মুসলমানদের জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ। তবলীগ জামাতকে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় অত্যন্ত দৃঢ় কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

চীনদেশে ইসলামের প্রথম সূচনা হয় বনু উমাইয়ার যুগে। অবশ্য আরব সাগর থেকে শুরু করে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত যে আরব বণিকগণ ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীনের পুণ্যময় যুগেই চীন দেশে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে চীনারা ইসলামের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হয় বনু উমাইয়ার শাসনামলে—যখন চীনের সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে যখন জনৈক ষড়যন্ত্রকারী

www.pathagar.com

সম্রাট সোয়ানসোংকে সিংহাসনচ্যুত করে তখন তাঁর পুত্র খলিফা মনসুর আব্বাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। খলিফা তার সাহায্যার্থে চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরই বাহুবলের কল্যাণে সম্রাট সোয়ানসোং পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এই সৈন্যরা ইসলামের সত্যিকার প্রচারক ছিলেন। তাঁরা এর পর আর দেশে ফিরে যাননি। তাঁরা চীনদেশেই স্থায়িভাবে বসবাস করেন এবং সেখানেই বিবাহ করেন। তাঁরা সাধারণ চীনা জনগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ চালু করেন। ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ক্যান্টন অঞ্চল ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়।

এই ঘটনার ছয়শ' বছর পর আর একবার বাইরে থেকে ইসলাম প্রচারকরা চীনদেশে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এরা ছিলেন আরব, ইরান ও তুরস্কের মোহাজের। হিজরী সপ্তম শতকে তাঁরা মঙ্গোলীয় হানাদারদের আক্রমণের শিকার হয়ে দেশত্যাগ ক'রে চীনে গমন করেন। এঁদের কারণে এক শ' থেকে দেড়শ' বছরের মধ্যে চীনের অধিকাংশ প্রদেশে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। বিশেষ ক'রে উত্তর ও পশ্চিম চীনের বড় বড় অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামে দীক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলো লিখেছেন যে, প্রায় সমগ্র উনান প্রদেশ মুসলমান হয়ে গেছে। চতুর্দশ শতকের আরেকজন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, 'তালিফোর' সমস্ত অধিবাসীরা মুসলমান। দক্ষিণ চীন সম্পর্কে ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, সব শহরগুলিতেই মুসলিম মহল্লা রয়েছে। এই সব মহল্লার অধিবাসীরা মুসলমান এবং তারা তাদের শিষ্টাচার ও পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। বহিরাগত মুসলমানরা চীনা মেয়েদেরকে বিয়ে করে এবং তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। এজন্য খুব দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে। পঞ্চদশ শতকে আলী আকবর নামক জনৈক মুসলিম বণিক লিখেছেন যে, পিকিং শহরে প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলিম পরিবার বাস করে। সপ্তদশ শতকের শুরুতে চীনা ইহুদীদের একটি বিরাট দল মুসলমান প্রচারকদের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতকে কিন লুং জিঙ্গারিয়ার বিদ্রোহ দমন করার পর সেখানে দশ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসিত করেন। এই দশ হাজার পরিবারের সকলেই পার্শ্ববর্তী মুসলিম জনবসতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। শানতুং অঞ্চলে এক দুর্ভিক্ষের সময় মুসলমানরা দশ

www.pathagar.com

হাজার চীনা বালক-বালিকাকে আশ্রয় দেয় এবং তারা সকলেই পরে ইসলামে দীক্ষিত হয়। অপর একটি দুর্ভিক্ষের সময় কোয়ান তুং অঞ্চলে প্রায় দশ হাজার চীনা বালক-বালিকা মুসলমানদের আশ্রয় লাভ করে এবং তাদের সকলকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে লালন-পালন করা হয়।

এই ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা ছাড়াও সাধারণ অবস্থায়ও মুসলমানরা এত বেশী প্রচারকার্য চালাতেন যে, সৈয়দ সোলায়মান নামক জনৈক চীনা মুসলমানের বর্ণনা মতে প্রতি বছর ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা কঠিন।

বিংশ শতাব্দীতেও চীনা মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের তথা তবলীগের ধারা অব্যাহত থেকেছে। ব্যবসায়ী ও কারিগর ছাড়াও সাবেক চীন সরকারের মুসলিম কর্মচারীরা নিজ নিজ পরিচিত মহলে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেছেন। তৎকালীন চীনা সেনাবাহিনীর মুসলমান সিপাহী ও অফিসাররাও এ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। চীনা মুসলমানরা ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব ও দায়িত্ব ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করেন। এজন্য প্রথমে কানসু প্রদেশে এবং পরে আরও দশটি প্রদেশে ইসলামী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনে বহিরাগত মুসলমানদের সংখ্যা হয়ত এক লাখের বেশী হবে না। কিন্তু এই বিশ্বজনীন প্রচার-স্পৃহার বদৌলতে আজ চীনা মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচ ছয় কোটিতে পেঁছেছে (বিগত তিন দশক যাবৎ নাস্তিকতাবাদী কম্যুনিষ্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকার ফলে বর্তমানে চীনা মুসলমানদের অবস্থা কি রূপ পরিগ্রহ করেছে তা বলা কঠিন। এ সম্পর্কে বিশ্ব তবলীগ জামাতকে সচেতন হতে হবে)। চীনে ইসলাম প্রচারের দ্রুত সাফল্য দেখে কিছুকাল পূর্বে জনৈক রুশ পর্যবেক্ষক উদ্বেগের সাথে বলেছিলেন যে, ইসলাম প্রচারের এই গতি অব্যাহত থাকলে একদিন হয়ত মুসলমানরা দূরপ্রাচ্যের রাজনৈতিক কাঠামোটাই পালটে ফেলবে। (চীনে ইসলাম প্রচারের উক্ত গতি ১৯২৫—৩০ সালের। কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখলের পর ঐ গতির অগ্রযাত্রা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব তবলীগ জামাতের এ বিষয় সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।)

মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রবেশ

আরব ও ভারতীয় মুসলিম বণিকগণের প্রচেষ্টায় মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। সমুদ্রপথে পর্তুগালের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই উক্ত

www.pathagar.com

আরব ও ভারতীয় বণিকরাই ছিলেন চীন ও সমগ্র পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর একক কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁরা স্প্যানিশ ও পর্তুগীজদের মত যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসেননি, কিংবা তাঁরা তরবারীর জোরে ধর্মপ্রচারেও ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁদের কাছে এমন কোন শক্তিও ছিল না যার কল্যাণে তাঁরা পরাক্রান্ত শক্তি হয়ে থাকতে পারতেন। তাঁদের ছিল শুধু ঈমানী শক্তি। তাঁরা সাথে নিয়ে এসেছিলেন মানব জাতির ইহ-পারত্রিকের মুক্তির সত্য ও ন্যায়ের বাণী। এই সত্যবাণীর অমোঘ হাতিয়ার দিয়েই তাঁরা মালয় দ্বীপপুঞ্জের মানব গোষ্ঠীর হৃদয় জয় করেন। এর দ্বারাই তাঁরা তথাকার সরকার সমূহকে পরাভূত করেন। এই ঈমানী শক্তির বলেই তাঁরা এতটা প্রভাব বিস্তার করেন যে, ছয় শ' বছরের মধ্যে গোটা দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ সমগ্র মালয়েশিয়ায় ও ইন্দোনেশিয়ায় অন্ততঃ বারো কোটি লোক ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় এসেছে। এই বারো কোটি মুসলমান হচ্ছে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। অথচ উক্ত বণিকরা ইসলাম প্রচার না করলে কিংবা অন্য কেউ ইসলামের পয়গাম বহন করে না নিয়ে গেলে ঐ অধিবাসীরা এখনও পর্যন্ত কুফরীর অন্ধকারে ডুবে থাকত। এদেরকে মুসলমান বানাতে ইসলাম প্রচারকদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। ওদের প্রাচীন পৌত্তলিক ধ্যানধারণা পদে পদে তাঁদের পথ অবরোধ করে। স্পেন ও পর্তুগালের প্রমত্ত ঔপনিবেশিক লালসা বারবার তাঁদের উপর খড়গ তুলেছে। আর হল্যাণ্ডের খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের মনোবল ভাঙতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু তাঁদের ইসলাম প্রচারের তথা তবলীগের দুর্বার বাসনাকে কোন কিছুই পরাস্ত করতে পারেনি। তাঁরা আপন আপন প্রতিভা, যোগ্যতা ও ধন-সম্পদকে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কাজে না লাগিয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় গত ছয় শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র মালয় দ্বীপপুঞ্জের জনপদ সমূহে যেভাবে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে, সে ইতিহাস অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচার

ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রথমে সুমাত্রায় ইসলাম প্রচারিত হয়। সেখানে আবদুল্লাহ আরিফ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইসলামের আওয়াজ সোচ্চার করে তোলেন। তারপর তাঁর মুরীদ বুরহানুদ্দীন পারিয়ামাব পর্যন্ত গোটা পশ্চিম উপকূলে ইসলামের বিস্তার ঘটান। ১২০৫

www.pathagar.com

খ্রীষ্টাব্দে গোটা ইতজা রাজ্য ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাজাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁকে 'জাহানশাহ' উপাধি দেওয়া হয়। এখান থেকে বণিকদের বদৌলতে ইসলাম উত্তর সুমাত্রায় পৌঁছে। পারলিক ও পাসুরীতে মুসলমানদের বাণিজ্যিক কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে শেখ ইসমাঈলের নেতৃত্বে মক্কার কতিপয় সাধক আলেম সুমাত্রায় আসেন এবং তাঁরা লামবেরি থেকে আরু পর্যন্ত গোটা উপকূল অঞ্চলকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করেন। অবশেষে সামুদরা রাজ্যের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে 'আল্-মালিকুছ ছালেহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর চেষ্টায় পারলিক রাজাও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে বতুতা তাঁর ভূ-পর্যটনের সময় যখন এখানে পৌঁছেন, তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন আল্-মালিকুছ ছালেহ্-এর পুত্র 'আল্-মালিকুজ জাহের' এবং সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের সাথে তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

পালমবাং-এর অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। জাভার শ্রেষ্ঠ ইসলাম প্রচারক রাডান রহমত এখানে ইসলাম প্রচার করেন এবং তার পরেও ইসলামের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে। পরে যখন এই অঞ্চলে ওলন্দাজদের ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রতিরোধের জন্য মুসলমানরা অক্লান্ত প্রচেষ্টা শুরু করে দেন, তখনই সত্যিকারভাবে এখানে ইসলামের প্রসার ঘটতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এখানকার পৌত্তলিক অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

দক্ষিণ সুমাত্রায় ইসলামের বিস্তার ঘটে সবার শেষে। এখানে ইসলামের প্রথম প্রচারক ছিলেন জাভার অধিবাসী জনৈক সরদার। তাঁর নাম মিনাক কুমালা বুমী। ইনি বাটনামে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে মক্কা শরীফে গিয়ে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন এবং লাম্পাং-এ বহু সংখ্যক পৌত্তলিক গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এই অঞ্চল যখন চারদিক থেকে মুসলিম রাজ্যে ঘেরাও হয়েছিল, তখন ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়নি। কিন্তু মুসলিমপীড়ক ওলন্দাজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর অধিবাসীরা দ্রুত ইসলামে দীক্ষিত হয়। হল্যাণ্ড শক্তির জোরে ইসলামের প্রসার ঠেকাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এতে মুসলমানদের প্রচার-স্পৃহা তীব্রতর হয় এবং তাঁরা খ্রীষ্টান প্রচারকদের পরাভূত করেন। একজন খ্রীষ্টান মিশনারী বর্ণনা করেছেন যে, একবার পুরো একটা গ্রাম খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েও পরে তাড়াতাড়ি ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণ করে। এমনিভাবে মসজিদের ইমামের চেষ্টায় সেপরুফ নামক একটি জেলার সব লোকেরা মুসলমান হয়ে যায়। অপর একজন ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে খ্রীষ্টান মিশনারীরা বলেছেন যে, তিনি দশ বছর ধরে চেষ্টা করে একটা পৌত্তলিক গোত্রকে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামে দীক্ষিত করেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, স্বয়ং হল্যাণ্ড সরকারের বেতনভুক্ত মুসলিম কর্মচারীরাও ইসলাম প্রচার করেন এবং সরকার তা অপছন্দ করা সত্ত্বেও ঠেকাতে সক্ষম হয়নি।

সুমাত্রা দ্বীপ থেকে ইসলাম পেঁছে মালয় উপদ্বীপে। ১২ শ' শতাব্দীতে সুমাত্রার বহু সংখ্যক মুসলিস বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে সিঙ্গাপুরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এক শতাব্দী পর তাঁরা মালাক্কা বন্দরের নিকট উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁদের চেষ্টায় উপকূলের অধিকাংশ বাণিজ্যিক জনপদ ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাঁদের মাধ্যমে মালয়ের অভ্যন্তর ভাগে ইসলাম বিস্তার করে। ১৪ শ' শতাব্দীতে এখানকার রাজাও আবদুল আজীজ নামক জনৈক আরব বণিকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর নাম বদলে রাখা হয় সুলতান মুহম্মদ শাহ। ১৬ শ' শতাব্দীর প্রারম্ভে মালয়ের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কোয়েডাও ইসলামের প্রভাবাধীনে এসে যায় এবং ১৫০৫ সালে সেখানকার রাজা পেরাওং মহাওংসা শেখ আবদুল্লাহ নামক জনৈক মুসলমান আলেমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম পাল্টে রাখা হয় সুলতান মুজ্‌লাফ শাহ। এই রাজা তাঁর সমগ্র জীবন ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে কোয়েডা রাজ্যের একটি বিরাট অংশকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন।

জাভায় ইসলামের প্রবেশ

ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম প্রধান অঙ্গরাজ্য জাভায় পৌত্তলিকতা ও হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছিল। ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় আগত মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও নানা রকমের বাতিল আকিদা-বিশ্বাস ও অলীক ধ্যানধারণা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু শাস্ত্রকার মনু'র ধর্মশাস্ত্র সেখানে প্রচলিত ছিল ব'লে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের সত্য সাধক নীরব প্রচারকরা কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সেই সব গভীর প্রভাব নির্মূল করে দেন। এটা তাঁদের প্রগাঢ় ধর্মনিষ্ঠা ও অবিরাম

www.pathagar.com

প্রচারেরই ফলশ্রুতি। তাই আজ দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ছাড়া সমগ্র জাভাদ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে। অধিকন্তু জাভার মুসলমানদের ইসলামী নিষ্ঠা সাবেক পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

সেখানে এই কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনার সূচনা করেন জাভারই একজন বণিক হাজী পুরওয়া। তিনি পাজা জারনের রাজার পুত্র ছিলেন। তিনি রাজমুকুট ও সিংহাসন—যা উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর প্রাপ্য ছিল—নিজের ছোট ভাইয়ের জন্য রেখে দেন এবং নিজে বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। এখানে এসে পার্থিব সামগ্রীর পরিবর্তে তিনি আখেরাতের অমূল্য সামগ্রী পেয়ে যান। তারপর নিজের দেশবাসীকে ঐ অমূল্য সম্পদ পেঁৗছে দেয়া তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তিনি একজন আরব আলেমকে নিয়ে জাভায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সারা জীবন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর আরব ও ভারতীয় বণিক ও পর্যটকদের দৃষ্টি ঐ দ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা ব্যাপকভাবে এখানে আসেন এবং উপকূল এলাকায় ইসলামের আলো বিস্তার করতে থাকেন। এ ধরনের পর্যটকদের সবচেয়ে বড় দলটি আসে চতুর্দশ শতাব্দীতে মওলানা সৈয়দ ইবরাহীমের নেতৃত্বে। তাঁরা গ্রীস্ফ নামক স্থানে অবস্থান করেন। এই দলটির প্রচার কার্যের কল্যাণেই বর্মন রাজ্যের রাজা ইসলাম কবুল করেন এবং সেখান থেকে আশ-পাশের রাজ্যগুলিতে ইসলামের প্রসার ঘটতে আরম্ভ করে। জাভার ইতিহাসে এতবড় সাফল্য সর্বপ্রথম এই দলটির ভাগ্যেই ঘটে।

ইসলাম প্রচারের বিশিষ্ট মুজাহিদ রাডান রহমত

জাভা দ্বীপের সবচেয়ে বড় ইসলাম প্রচারক রাডান রহমত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই এই অঞ্চলে ইসলামকে দারিদ্র্যের পর্ণ কুটীর থেকে তুলে রাজকীয় প্রাসাদে কর্তৃত্বের আসনে পেঁৗছে দেন। তিনি লালিত-পালিত হন রাজসিক আভিজাত্য ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেও কোন সিংহাসনের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু আত্মসেবার পরিবর্তে ইসলামের খেদমত করার প্রচণ্ড আবেগে তাঁর হৃদয় ছিল ব্যাকুলিত। এজন্যে ইসলামের প্রচার ও

www.pathagar.com

প্রসারকেই তিনি নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন। "নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও"—আল্লাহর এই নির্দেশ অনুসারে সর্বপ্রথম তিনি নিজের পরিবারের মধ্যে থেকেই প্রচারের কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর নানা চম্পার রাজাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারপর পালপবাং গিয়ে সেখানকার গভর্নর ও নিজের জ্ঞাতিভ্রাতা আর্যদামিরকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। অতঃপর মওলানা জুমা দাল কুবরাকে সঙ্গে নিয়ে 'মাজা পাহিত' রাজ্যে যান এবং সেখানকার রাজা তথা নিজের খালুকে ইসলামের দাওয়াত দেন। রাজা নিজে ইসলাম কবুল করেননি বটে, তবে তাঁকে এম্পল অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ করে পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে ইসলাম প্রচারের সুযোগ দেন। তিনি গভর্নর থাকাকালে এম্পলের প্রায় তিন হাজার পরিবারকে মুসলমান বানান এবং ইসলাম প্রচারকদের একটি বিরাট দলকে পার্শ্ববর্তী সকল দ্বীপে ও রাজ্যে ছড়িয়ে দেন। 'মুদোরা'কে যিনি ইসলামের আলোকে আলোকিত করেন সেই শেখ খলিফা হোসাইন ছিলেন রাডানেরই প্রেরিত। বালমিঙ্গন রাজ্যে যিনি ইসলাম প্রচার করেন, সেই মওলানা ইসহাকও ছিলেন তাঁরই শিষ্য। গ্রিস্‌ফ অঞ্চলে যে রাডান পৌত্তলিকতা নির্মূল করেন, তিনিও তাঁরই ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁর দুই পুত্রও জাভায় খ্যাতনামা ইসলাম প্রচারক ছিলেন। তাঁর দু'জন নিকট আত্মীয় রাডান পাট্রা ও রাডান হোসাইনের সবচেয়ে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা হিন্দু ধর্মের সর্বাধিক শক্তিশালী দুর্গ 'মাজা পাহাত'কে চূড়ান্তভাবে ইসলামের নিকট নতিস্বীকার করান। রাডান হোসাইন মাজা পাহাতের সেনাপতি হিসেবে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং রাডান পাট্রা ১৪৭৮ সালে কুফরী মতবাদকে শেষ বারের মত পরাভূত করে মাজা পাহাতকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিম জাভায় ইসলাম প্রচারের কাজ ছিল আরও কঠিন। কারণ সেখানকার অধিবাসীরা ছিল হিন্দু এবং সাধারণ জাভাবাসীদের অপেক্ষা অনেক বেশী গোঁড়া। যুগ যুগ ধরে তাদের অস্থি-মজ্জা মূর্তিপূজার ধ্যান-ধারণায় মিশেছিল। কাজেই তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার এবং এতে সফলতা অর্জন করা যে কি দুরূহ ব্যাপার ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

এ সত্ত্বেও মওলানা হাসানুদ্দীন চায়রিবুনীর মত ইসলামের সত্য

www.pathagar.com

সাধক প্রচারকরা ব্যাপকভাবে আল্লাহর বাণী ও রসূলের (সঃ) সুন্নত প্রচার করেন। এ সত্ত্বেও হিন্দুরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইসলামের মোকাবিলা করতে থাকে। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে সত্যের জয় চূড়ান্ত হয় এবং হিন্দু রাজ্য 'পজাজারান' পুরোপুরিভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়। কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ ও রক্তপাত ছাড়াই শুধুমাত্র প্রচারের তথা তবলীগের জোরেই হিন্দুধর্মানুসারীরা ইসলামের নিকট নতিস্বীকার করে।

মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম বিস্তার

জাভার পর ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র ছিল মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ। ওখানে ইসলাম প্রচারিত হয় অনেক পরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ বাণিজ্য এবং ইসলাম একসঙ্গে পেঁছায়। মুসলিম বণিকরা জঙ্গীবাদী খ্রীষ্টানদের মোকাবিলায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাফল্যের সঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেখানে জাভা ও মালয়ের মুসলিম বণিকরা ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাঁদের প্রচার কার্যের কল্যাণে অল্পদিনের মধ্যেই ইসলাম সমগ্র মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারটি শক্তিশালী ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ছিল 'টার্নেট'-এর সরকার। এর সুলতান টার্নেট আল-মাহেরার একটি বিরাট অংশে শাসন চালাতেন। দ্বিতীয়টি ছিল, 'টেডোরের সরকার'। সমগ্র টেডোর, আল-মাহেরার একটি অংশ, সিরামের একটি অংশ এ শাসনের আওতায় ছিল। তৃতীয়টি ছিল, সুলতান গুলুলুর—যাঁর শাসনাধীন এলাকার মধ্যে ছিল মধ্য আল-মাহেরা ও উত্তর সিরাম। আর চতুর্থটি ছিল তেজান দ্বীপের সরকার। এর শাসন তেজান দ্বীপ এবং ওবি দ্বীপমালার উপর বিস্তৃত ছিল। এ চারটি রাজ্যই কিছুদিন জৌলুস প্রকাশের পর খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদের পদানত হয়। তবে ইসলামের অস্তিত্ব এই সব সরকারের করুণার উপর নির্ভরশীল ছিল না, তাদের করুণায় তাদের আবির্ভাবও হয়নি। পরে ওলন্দাজ (হল্যাণ্ড) প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এগুলিকে গ্রাস ক'রে নেয়ার পরেও মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচারে ভাটা পড়েনি এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে সেখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে —এবং এটা সম্ভব হয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের (সঃ) প্রেমে পাগলপারা মুসলিম সাধকদের যুগ-যুগব্যাপী সাধনার ফলশ্রুতিতে।

www.pathagar.com

উক্ত দ্বীপগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম টেডোর দ্বীপ ইসলামে দীক্ষিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শেখ মনসুর নামক জনৈক আরব বণিক এখানকার রাজাকে ইসলামে দীক্ষিত করে তাঁর মুসলমানী নাম রাখেন জামালুদ্দীন। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্পেনীয় বণিকদের দ্বিতীয় দল এখানে আসে, তখন শাসক ছিলেন জামালুদ্দীনের পুত্র সুলতান মনসুর এবং তখন ঐ স্থানে ইসলামের বয়স হয়েছে মাত্র ৫০ বছর। পর্তুগীজ বণিকদের বর্ণনা মতে টার্নেটে টেডোরেরও আগে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেখানে পর্তুগীজ দল আসে, তখন সেখানে ইসলাম প্রচারের বয়স ৮০ বছর হয়েছে। এই দ্বীপে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে। ওয়াতো মোল্লা হোসাইন নামক জনৈক জাভাবাসী বণিক ওখানে বাণিজ্য উপলক্ষে বসতি স্থাপন করেন। তিনি প্রতি দিন সকালে উচ্চৈস্বরে কোরআন শরীফ পড়তেন। তাঁর তেলাওয়াত শুনে পৌত্তলিকরা মোহিত হয়ে যেত এবং তাঁর কাছে ভীড় জমাতো। এভাবে অল্প দিনের মধ্যে বহু লোককে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। শেষ পর্যন্ত ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং রাজাও গ্রীস্‌ফ গিয়ে ইসলাম কবুল করেন।

আম্বুইনাতে 'পাটিপুটা' নামক জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী ইসলাম প্রচার করেন এবং জাভা থেকে ইসলামের শিক্ষা বহন ক'রে সমগ্র আম্বুইনা উপকূলে ছড়িয়ে দেন। সেটা ছিল পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের অভ্যুদয়ের যুগ। পর্তুগীজরা শক্তিপ্রয়োগ ক'রে এই ধর্মের অগ্রগতি রুখতে চেষ্টা করে। তারা ক্রুসেডের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু পর্তুগীজদের কঠোর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামের প্রচার ও প্রসার স্তিমিত হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে তা আরও বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে যখন পর্তুগাল আভ্যন্তরীণ সংকটে পড়ে, তখন আম্বুইনার লোকেরা সমস্ত খ্রীষ্টান মিশনারীদের তাড়িয়ে দেয় এবং দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। এই দ্বীপগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার কারণে মালাক্কার অবশিষ্ট দ্বীপগুলোও ইসলামের আওতায় এসে যায়।

বোর্নিও দ্বীপে ইসলাম প্রচার

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে গুলুলুর রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন। এই শতাব্দীতেই বোর্নিও ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়। সর্বপ্রথম 'বাঞ্জার মাসিম'

www.pathagar.com

রাজ্যের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর উত্তর বোর্নিওর ব্রুনাই রাজ্য ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। এরপর ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোর্নিওর সবচেয়ে শক্তিমান রাজা মুসলমান হন। তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সুলতান মোহাম্মদ সফিউদ্দীন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক পাশ্চাত্য পর্যটক যখন বোর্নিও পৌঁছেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, সমগ্র উপকূলীয় এলাকা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রত্যন্ত এলাকায় কুফরী ও পৌত্তলিকতার প্রভাব সামান্য মাত্রায় রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে বোর্নিওর অভ্যন্তরেও ইসলাম প্রচারিত হতে আরম্ভ করে। একদিকে পুঁজিপতি ও সুসংগঠিত দলগুলি খ্রীষ্টধর্মের প্রচার চালাচ্ছিল, অপরদিকে দরিদ্র ও বিচ্ছিন্ন মুসলমান বণিকরা ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দুনিয়াবাসী দেখে বিস্মিত হয়েছে যে, খ্রীষ্টান মিশনারীরা ব্যর্থ এবং মুসলিম ধর্মপ্রচারকরা সফলকাম হয়েছে। তারা মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায় উত্তর বোর্নিওর একটি বড় সম্প্রদায় 'ইদান'কে মুসলমান বানিয়ে নেয়। মধ্য বোর্নিওর 'ডাইক' সম্প্রদায়ও খ্রীষ্টান প্রচারকদের প্রত্যাখ্যান ক'রে ইসলামকে আলিঙ্গন করে।

সিলিবিস দ্বীপে ইসলামের প্রবেশ

সিলিবিস দ্বীপেও তবলীগের সাধারণ নিয়মানুসারে ইসলাম প্রচারিত হয়। প্রথমে জাভাবাসী ও মালয়ী বণিকরা উপকূল এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়। তারপর স্থানীয় বণিকদের সহায়তায় তা অভ্যন্তর ভাগে বিস্তৃত হয়। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা এখানে আসে, তখন কেবল ইসলামের প্রসার শুরু হয়েছে এবং শুধুমাত্র গোভাতে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান বাস করতো। ৬০ বছরের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন বদলে যায় যে, সমগ্র উপকূলীয় অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে যায় এবং মোকাসের রাজাও ইসলাম গ্রহণ করেন। মোকাসের থেকে আলফুর ও বোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে তো ইসলাম এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, এর ফলে তার সমস্ত সহজাত প্রতিভা ও যোগ্যতা জেগে ওঠে। ইসলামের আলোক কিরণে অধঃপতিত অধিবাসীদের প্রাণ-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। মেধা ও কর্মঠতা তাদেরকে মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জের সেরা সভ্য জাতিতে পরিণত করে। সংশ্লিষ্ট ভূভাগে একটি ইসলাম প্রচারক জাতি হিসেবে

www.pathagar.com

তারা আজও সুপরিচিত। নিউগিনি থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত তাদের বণিকরা নিজস্ব বহর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের প্রভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে চতুষ্পার্শ্বে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। এদেরই প্রচার মহিমার বদৌলতে সুমবাদা, লোমবোক, চন্দন প্রভৃতি দ্বীপে ইসলাম প্রচারিত হয় এবং খোদ সিলিবাস দ্বীপে খ্রীষ্টাব্দের প্রভাব ফেলার চেষ্টা শোচনীয়ভাবে পরাভূত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান মিশনারীরা বোলাং ও মেছোণ্ডাও রাজ্যের রাজাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে ফেলে। রাজার প্রভাবে সমগ্র রাজ্য খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বোগী বণিকগণ এক শতাব্দীর মধ্যে খ্রীষ্টবাদের কবল থেকে ঐ এলাকাকে মুক্ত করেন এবং ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং রাজা জেকোবিস ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলিম বণিকদের প্রচণ্ড ধর্মনিষ্ঠা, খোদাপ্রেম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তবলীগ তথা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেবার কাজে এইরূপ ঈমানের জোর এবং খোদাপ্রেম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

ফিলিপাইনে ইসলামের প্রসার

নিরস্ত্র শান্তিবাদী ইসলামের সবচেয়ে বিস্ময়কর অলৌকিক কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। মালয়ের জনৈক ব্যবসায়ী শরীফ কাবুং সুয়ান এখানে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রথমে কতিপয় সহযাত্রী সহ তিনি মিন্দানাও এসে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর ধৈর্য, তিতিক্ষা ও অধ্যবসায়ের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। এর পর মুসলিম বণিকদের আগমন ও ইসলান প্রচারের ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘদিন যাবৎ তা অব্যাহত থাকে। এখানকার অসভ্য জাতিগুলির মধ্যে ইসলামের এমন আশ্চর্য প্রভাব পড়ে যে, ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা যখন এখানে আগমন করে, তখন তারা মুসলমান ও অ-মুসলমানদের সমাজ, সভ্যতা ও আচরণে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পায়। তারা ভেবে অবাক হয় যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে সভ্যতা-বিবর্জিত পৌত্তলিক জাতিগুলোর জীবনে এত বড় বিপ্লব এলো কেমন করে। যেহেতু সেখানে ইসলামের প্রভাব ছিল খুবই সাম্প্রতিক, তাই ইসলামকে হটিয়ে দিয়ে খ্রীষ্টবাদ বিস্তারের জন্য তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্যক্রম গ্রহণ করলো এবং

www.pathagar.com

তরবারীর জোরে গোত্রগুলোকে খ্রীষ্টান বানাতে শুরু করলো। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইউরোপীয় মিশনারীদের তথা সাম্রাজ্যবাদী খ্রীষ্টান শক্তির উক্ত অমানুষিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ সত্ত্বেও সেখানে জঙ্গী খ্রীষ্টানদের মোকাবিলায় শান্তি ও সত্যের পতাকাবাহী ইসলাম খুবই দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে। ফিলিপাইনের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা মিন্দানাও ও সোলো নামক মুসলিম রাজ্যগুলোতে দলে দলে আসতো এবং ইসলাম গ্রহণ করতো। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন এখানে আমেরিকান আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং ধর্মীয় জোর-জুলুমের সমাপ্তি ঘটে, তখন ইসলাম প্রচারের এই প্রবল ধারা অব্যাহত থাকেনি। তথাপি মুসলিম বণিকগণ ব্যাপকভাবে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক কালের প্রাপ্ত খবর থেকে জানা যায় যে, তবলীগের বদৌলতে ফিলিপাইনে মুসলমানদের দ্বীনী তালিম প্রদান ও নীরবে ইসলাম প্রচারের কাজ আবার নতুন ক'রে শুরু হয়েছে।

নিউগিনিতে ইসলামের প্রবেশ

সুদূর নিউগিনি দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রচার শুরু হয়েছে সবচেয়ে আধুনিক কালে। প্রথমে সেখানে ইসলাম প্রধানতঃ উপকূলভাগে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রথমতঃ এর পশ্চিমাঞ্চল তেজানের সুলতানের শাসনাধীন ছিল। এজন্য ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম গিনিতে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম বণিকগণ ইসলামকে পশ্চিম উপকূলেও ছড়িয়ে দেয় এবং 'উনীম' উপদ্বীপের পৌত্তলিক জনবসতিতে ইসলামের প্রসার ঘটান। তবে এসব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের আসল যুগ হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দী। ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'আদী' দ্বীপের পৌত্তলিক অধিবাসীরা ইসলাম কবুল করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সিরাম ও গোরামের মুসলিম বণিকগণ পুলাভা প্রভৃতি দ্বীপকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 'কাই' দ্বীপে ইসলামের নাম-নিশানাও ছিল না ; কেবল বণ্ডা দ্বীপের কতিপয় ব্যবসায়ী সেখানে থাকতেন। সহসা ১৮৭৮ সালে সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হলো এবং মুদোরা, জাভা ও বামীর মুসলমান বণিকরা অল্প দিনের মধ্যেই কাই দ্বীপের অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং মোট লোক সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী মুসলমান হয়ে যায়।

www.pathagar.com

প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দূরবর্তী দ্বীপসমূহে ইসলামের এই বিস্ময়কর সাফল্য দীর্ঘ ছয় শতাব্দীর নীরব প্রচারের ফল। এ প্রচারকার্যে ধন-মান-জীবন সমর্পণ করে কাজ করেছেন প্রধানতঃ ব্যবসায়ীরা ও সাধারণ পর্যটকরা। তাঁদের সহায়তায় কোন রাজশক্তি ছিলনা, তাঁদের কাছে কোন তরবারীও ছিল না, কোন আধিপত্যকারী শক্তিও তাঁদের ছিল না। ছিল শুধু খোদার দ্বীন প্রচারের অনির্বাণ ঈমানের শক্তি ও দুর্বার উদ্দীপনা। এই ঈমানের শক্তি ও উদ্দীপনার জন্যই তাঁরা বিদেশের দুর্গম জনপদ ভ্রমণের বিপদ ও ঝুঁকি নিয়ে বাণিজ্যিক লাভালাভের ধনবাদী জীবনের মধ্যেও ইসলামের খেদমতের জন্য আত্মনিবেদিত থেকেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে এমন নিষ্ঠা ও প্রবল আন্তরিকতা ছিল যে, দুনিয়ার অন্য সব কাজকে তাঁরা দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখতেন এবং ইসলামের প্রচারকে জীবনের মুখ্য ও প্রাথমিক লক্ষ্য ব'লে গণ্য করতেন। বর্তমান যুগেও যখন বহু মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলাম প্রচারের আগ্রহ ও স্পৃহা প্রশমিত হয়ে পড়েছে, তখন আফ্রিকায়, মালয়েশিয়ায় ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপসমূহের মুসলমানদের মধ্যে এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা অব্যাহত রয়েছে। তাদের এই আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরীয় দুরধিগম্য দ্বীপ সমূহের জাতিসমূহের মধ্যে ইসলামের আলোক ছড়িয়ে দেওয়া কিছুমাত্র কঠিন কাজ হবে না।

সাবেক পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ফিলিপাইনে ও নিউগিনি প্রভৃতি দূরবর্তী দ্বীপে ইসলাম প্রচারের ফলে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, বর্তমান যুগের প্রচারকদের জন্য তা বিরাট শিক্ষামূলক ব্যাপার। ঐ সমস্ত অঞ্চলে ছয়-সাত বছরের প্রচারের ফলশ্রুতিতে সেখানে ইসলাম বিরাট শক্তি লাভ করেছে। আর এই শক্তি অর্জিত হয়েছে তলোয়ারের জোরে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায়—ঈমানের জোরে। মুসলমানদের এই সুপ্ত ঈমানকে আবার জাগ্রত ক'রে যদি দিকে দিকে তবলীগের কাজ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি হাজার হাজার ঈমানদার প্রচারক ইসলামের পয়গাম বহন ক'রে দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েন, তাহলে যারা পথভ্রান্ত তারা সত্যের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে এগিয়ে আসবে। কুফরীর অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে অধঃপতিত মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। কাজেই আমাদের নিরাশ না হয়ে বরং আশান্বিতই হতে হবে। কারণ ইতিহাস এই

www.pathagar.com

সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানরা যদি ঈমানের শক্তিতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে সত্যের আলোক-বর্তিকার সামনে মিশনের অন্ধকার দূরীভূত হবেই। একারণেই বর্তমান যুগে তবলীগের গুরুত্ব অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের অবিস্মরণীয় ইতিহাস

একথা সকলকে অনুধাবন করতে হবে যে, বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম তলোয়ারের শক্তিতে প্রচারিত হয়নি, প্রচারিত হয়েছে সুফী সাধকগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে। ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী আউলিয়া ও সুফী সাধকগণ যে অতুলনীয় দৃঢ়তা ও ঈমানের শক্তি নিয়ে এই বিশাল বিস্তীর্ণ কুফরিস্তানে ইসলামের আলো বিস্তার করেছেন, তাতে আজকের তাসাওউফ প্রচারকদের জন্য গভীর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এখানে আগমনকারী আউলিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইসলাম প্রচারক ছিলেন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ), যাঁর চরিত্র-মাধুর্য ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের কল্যাণে সর্বাধিক গোঁড়া হিন্দু অধ্যুষিত রাজপুতনায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল। হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ)-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুরিদগণ ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং বিধর্মীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পেঁৗছে দিয়েছিলেন। হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ) দিল্লীর চতুর্দিকে, হযরত ফরিদুদ্দীন গঞ্জে শাকার (রহঃ) পাঞ্জাব অঞ্চলে, হযরত নিজামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহী (রহঃ) দিল্লী ও আশে-পাশে, হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ গেসুদারাজ (রহঃ), হযরত শেখ বুরহানুদ্দীন (রহঃ), হযরত শেখ জয়নুদ্দীন (রহঃ) এবং শেষের দিকে (আওরঙ্গাবাদের) হযরত নিজামুদ্দীন (রহঃ) দাক্ষিণাত্যে এবং আরো পরবর্তীকালে হযরত শাহ কলিমুল্লাহ জাহান আবাদী (রহঃ) দিল্লীতে একই কাজ তথা সত্যের দিকে আহ্বান ও ইসলাম প্রচারের মহান কাজ সম্পাদন করেন। এছাড়া অন্যান্য সিলসিলার আউলিয়া কেরামও এই কাজে বিস্ময়কর যোগ্যতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ সাধনার

www.pathagar.com

পরিচয় দেন। পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন হযরত সায়্যাদ ইসমাঈল বোখারী (রঃ)। তিনি হিজরী পঞ্চম শতকে লাহোর আগমন করেন। তাঁর পুণ্যময় চরিত্রের আকর্ষণে হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে আসতো এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ ওয়াজ শুনতো। তাঁর বক্তৃতা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতো। পাপী-তাপী নির্বিশেষে সবাই তাঁর কথা শুনার জন্য ছুটে আসতো। কথিত আছে যে, একবার যে ব্যক্তি তাঁর ওয়াজ শুনতো, সে ইসলাম গ্রহণ না করে পারতো না।

পশ্চিম পাঞ্জাবে মোশরেকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী হযরত বাহাউল হক জাকারিয়া মুলতানী (রঃ)-এর প্রাপ্য। বাহওয়ালপুর ও পূর্ব সিন্ধুতে মোশরেকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারিত হয় হযরত সায়্যাদ জালাল বোখারী (রঃ)-এর কল্যাণে। তাঁর বংশধর হযরত মাখদুম জাহানিয়াঁ (রঃ) পাঞ্জাবের বেশ কিছু সংখ্যক গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। আরো দুইজন বোজর্গ হযরত সায়্যাদ সদরুদ্দীন (রঃ) এবং তাঁর পুত্র হযরত হাসান কবিরুদ্দীন (রঃ) পাঞ্জাবে ইসলাম প্রচারের কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। হযরত হাসান কবিরুদ্দীন (রঃ) সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর ব্যক্তিত্বে এক আশ্চর্য মোহিনী শক্তি ছিল। তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও চরিত্র-মাধুর্য মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করতো। কথিত আছে যে, তাঁকে দেখলেই মানুষের মনে ইসলামের সত্য ও মহৎ আদর্শের ছাপ পড়ে যেত এবং লোকেরা আপন আগ্রহে তাঁর চার পাশে ভীড় জমাতো।

প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর আগে সিন্ধুতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত সায়্যাদ ইউসুফুদ্দীন সেখানে আগমন করেন এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ও প্রচারের কল্যাণে লোহানা সম্প্রদায়ের সাতশ' পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত ইমাম শাহ পিরানভী (রঃ) ও মালিক আবদুল লতিফ (রঃ)-এর কল্যাণে কচ্ছ ও গুজরাটে ইসলাম প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন হযরত শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রঃ)-এর মুরিদ শেখ জালালুদ্দীন তিবরিজী (রঃ)। আসামে ইসলামের আলো পেঁছে দেন হযরত শেখ জালালুদ্দীন ফারছী (রঃ) যিনি শাহ জালাল (রঃ) নামে বিশেষভাবে পরিচিত এবং সিলেট শহরে তাঁর মাজার রয়েছে। ভারতের উত্তর সীমান্তের কাশ্মীরে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন হযরত বুলবুল শাহ (রঃ) নামক একজন বিশিষ্ট দরবেশ। তাঁর প্রভাবে স্বয়ং

www.pathagar.com

মোশরেক রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন। এই রাজা ইতিহাসে সদরুদ্দীন নামে পরিচিত। এর পর হিজরী সপ্তম শতকে সায়্যাদ আলী হামদানী (রঃ) সাতশ' মুরীদ সহ সেখানে আগমন করেন এবং সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সায়্যাদ শাহ ফরিদুদ্দীন (রঃ) কাটিয়ারের রাজাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং তাঁর সাহাজ্যে সমগ্র এলাকায় ইসলাম প্রচারিত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইসলামের সূচনা হয় মহাবীর খামদায়েত থেকে —যিনি আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর আগে বিজাপুরে আগমন করেন। পীরানপীর হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানীর (রঃ) বংশধর অপর একজন বোজর্গ কংকন এলাকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন। ধারওয়াড়ের অধঃপতিত মোশরেকরা ইসলাম গ্রহণ করেন ইবরাহীম আদিল শাহের পীর হযরত হাশেম গুজরাতী (রঃ) এর কাছ থেকে। নাছেফ এলাকায় হযরত মোহাম্মদ ছাদেক ছারমাস্ত (রঃ) ও খাজা আখন্দ মীর হোসাইনী (রঃ) বহু সংখ্যক কাফেরকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে যে সব পুণ্যাত্মা বোজর্গ ইসলাম প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন হযরত সায়্যাদ নেছার শাহ (রঃ), সৈয়দ ইবরাহিম শহীদ (রঃ) ও শাহ আল হামেদ (রঃ)। নিউগাণ্ডায় ইসলাম প্রচার করেন হযরত বাবা ফখরুদ্দীন (রঃ)। ইনি সেখানকার রাজাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

সত্যসাধক সুফী-দরবেশ সাহেবানদের এই প্রচার কার্যের ফলে হিন্দুস্থানের মত এক বিরাট দেশে বিধর্মী মোশরেকরা শুধু যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাই নয়, এমনকি যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়নি সেই সব হিন্দুদের এক বিরাট অংশ মুসলমান পীর-দরবেশদের ভক্ত হয়ে যায়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আদম শুমারীতে ভারতের গোড়া হিন্দুরাজ্য যুক্ত প্রদেশের ২৩ লাখ ২৩ হাজার ৬ শত জন হিন্দু নিজেদেরকে কোন দেবতার পূজারী নয়, বরং কোন না কোন মুসলমান পীরের ভক্ত বলে জাহির করে। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, আগের আমলের ঐসব পীর বোজর্গগণ হিন্দুদের একটি বিরাট অংশের উপর ইসলামের প্রভাব রেখে গেলেও পরবর্তী কালের পীর বা ওলামায়ে কেরাম সেই প্রভাবকে কাজে লাগাতে পারেননি। কারণ পরবর্তী কালের পীর এবং ওলামারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ না করে বরং আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজেই ব্যতিব্যস্ত থেকেছেন। তবলীগের কাজের গুরুত্ব

www.pathagar.com

যে কত অপরিসীম তা এ সব ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ভারতে বা ভারতের বাইরে যেখানেই সুফী-দরবেশবৃন্দ গমন করেছেন সেখানেই তাঁরা বিধর্মীদের মধ্যে ইসলামের আলো বিতরণকে জীবনের প্রধান কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁরা ইসলামের সেবায় সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ তাঁদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ত্যাগ, তিতিক্ষা, কঠোর সাধনা ও অপূর্ব চরিত্র-বলের মাহাত্ম্যে তাঁরা যেখানেই গেছেন সেখানেই স্থানীয় মোশরেক জনসাধারণ তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

দেশে দেশে প্রচারাভিযান

শুধু ভারতবর্ষেই নয়, অন্যান্য দেশেও এইসব পুণ্যাত্মা সুফী-দরবেশদের প্রচারমূলক কাজের ফলে ইসলাম এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রসারিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তার সূত্র ধরে আবার বলতে চাই যে, এই প্রচারধর্মী চরিত্রই হচ্ছে ইসলামের শক্তির মূল উৎস। মুসলিম সুফী, দরবেশ ও বণিকরা সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে শুরু ক'রে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপসমূহে ইসলামের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন এবং প্রচারের দ্বারা ইসলামকে দেশে দেশে সম্প্রসারিত করেছেন। এমনই ছিল তাঁদের তাকওয়ার গুণ যে, তাঁদেরকে দেখামাত্রই মানুষ তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং মহৎ কর্মযোগের মাধ্যমে ভিন দেশের অধঃপতিত লোকেদের হৃদয় তাঁরা জয় করে নিয়েছেন। দলে দলে লোকেরা তাঁদের চারপাশে ভীড় করেছে এবং তাঁদের মুখের অমৃতবাণী লোকদের অন্তরে গভীর দাগ কেটেছে। এভাবেই ইসলামের আলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিস্তারিত হয়েছে।

কিন্তু তাকওয়া ছাড়া ইসলামের প্রচার বা তবলীগের কাজে সফলতা অর্জন করা সম্ভবপর নয়। তাকওয়া বা আত্মশুদ্ধির উপর ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কেননা ইসলাম চায় মানুষের অন্তরের কালিমা মুছে ফেলে পুণ্যের জ্যোতি সঞ্চার করতে। এই পুণ্যের জ্যোতির এমনই মাহাত্ম্য যে একজন নিকৃষ্ট স্বভাবের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অন্তরও তাতে অভিভূত ও বশীভূত না হয়ে পারে না। বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করে বুঝাবার জন্য সমসাময়িক কালের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

www.pathagar.com

এ ঘটনায় স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, যে-কোন যুগে যে-কোন দেশে একজন প্রকৃত নায়েবে নবী মুত্তাকী মুসলমান নিজের চরিত্রগুণে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অন্তরে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে পারেন।

একটি দৃষ্টান্ত

ভারতের যুক্তপ্রদেশের দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মরহুম মওলানা সৈয়দ হোসায়েন আহমদ মাদানী (রঃ) ছিলেন একজন প্রকৃত নায়েবে নবী মুত্তাকী আলেম। তিনি সারা জীবন ইসলামের সেবায় অতিবাহিত করেছেন। দ্বীন ইসলামের শিক্ষকতাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমগণ তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আজও লোকে 'দেওবন্দী' আলেমদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাকওয়া ও পবিত্র স্বভাবের জন্য আলেম সমাজের মধ্যে তাঁরা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। কিন্তু তাদের কোন কোন আকিদার দরুন সুন্নী মুসলমানগণ তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া থাকে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের একটি ঘটনা। দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ শায়খুল হিন্দ হযরত মওলানা সৈয়দ হোসায়েন আহমদ মাদানী কলকাতা থেকে ট্রেনে করে দেওবন্দ যাচ্ছিলেন। একটি ইন্টার ক্লাস কম্পার্টমেন্টে অন্যান্য যাত্রীদের ভীড়ে মধ্যে তিনিও বসেছিলেন। তাঁর ঠিক পাশেই আসন পেতে বসেছিলেন একজন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ যাত্রী। তিনি ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন এডভোকেট। ভদ্রলোক এমনই গোঁড়া ও মুসলিমবিদ্বেষী ছিলেন যে, পাশে একজন দাঁড়ী-টুপিওয়ালা মুসলমান আসন পেতেছেন দেখে তিনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রাখেন এবং পাছে ঐ মুসলমান মওলানার নিশ্বাস লেগে তার ব্রাহ্মণ্যত্ব বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি নিজের বিছানা কিছুটা গুটিয়ে নিয়ে সরে বসলেন। মওলানা মাদানী সবই বুঝতে পারছেন, কিন্তু কিছুই বলছে না অথবা কোনরূপ বিরক্তির ভাবও প্রকাশ করছেন না, বরং তিনি মিষ্টি হাসি দিয়ে ঐ ব্রাহ্মণ যাত্রীর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ তাচ্ছিল্যের সাথে মওলানা সাহেবের কথার জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যতই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছেন মওলানা সাহেব ততই সহানুভূতির সাথে তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করছেন। এভাবে

www.pathagar.com

বেশ কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ যাত্রীটি মলত্যাগের উদ্দেশ্যে বদনা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু পায়খানা না ক'রেই পর মুহূর্তেই তিনি নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে ফিরে এসে 'রাম' 'রাম' বলতে লাগলেন। মওলানা মাদানী বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি মলত্যাগ না ক'রেই পায়খানা থেকে ফিরে এলেন? উত্তরে ব্রাহ্মণ জানালেন যে, অন্য যাত্রীরা পায়খানাটাকে এমনভাবে খারাপ ক'রে রেখেছে যে, সেখানে বসে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে আর মলত্যাগ করা সম্ভবপর নয়।

মওলানা: তা হলে কি আপনি পায়খানার বেগ চেপে ব'সে থাকবেন?

ব্রাহ্মণ: তা ছাড়া আর উপায় কি? মোগল সরাই পর্যন্ত চেপে থাকব, তারপর সেখানে গিয়ে স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পায়খানায় মলত্যাগ করব।

মওলানা: মোগল সরাই পৌঁছতে তো এখনও ছ'ঘণ্টা লাগবে। এত দীর্ঘসময় পায়খানার বেগ চেপে রাখা কি সম্ভব?

ব্রাহ্মণ: কিন্তু তা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই; কারণ ছোট জাতের যাত্রীরা এমনভাবে মলমূত্র ত্যাগ করে পায়খানা খারাপ ক'রে রেখেছে যে, কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে সেখানে বসে মলত্যাগ করা সম্ভব নয়।

এরপর মওলানা মাদানী একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে নিজের বদনাটা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করলেন। পায়খানার কলের পানি বদনায় ভরে ভরে তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মল-মূত্রাদি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলেন। তারপর ফিরে এসে ব্রাহ্মণ যাত্রীটিকে বললেন: সজ্জন! পায়খানা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে মলত্যাগ ক'রে আসতে পারেন। আর বিলম্ব করবেন না, কারণ বেশী সময় পায়খানার বেগ রাখলে অসুখ করতে পারে। ব্রাহ্মণ পায়খানায় প্রবেশ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে মলত্যাগ ক'রে সুস্থ শরীরে হৃষ্ট মনে ফিরে এলেন এবং মওলানার এবম্বিধ আচরণে অত্যন্ত তুষ্ট ও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: অন্যের অসুবিধা দূর করার জন্য আপনি পাবলিক ল্যাট্রিনের ময়লা পরিষ্কার করলেন কি ক'রে? আপনার কি ঘৃণা করল না? অত্যন্ত উঁচু দরের মহৎ ব্যক্তি ছাড়া এরকম কাজ অন্যদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। এই মহৎ শিক্ষা আপনি কোথায় কার কাছে পেয়েছেন?

www.pathagar.com

মওলানা মাদানী জবাব দিলেন : আমাদের মহান পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর জীবন থেকেই এশিক্ষা আমি পেয়েছি। আমাদের পয়গম্বর ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন বা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণস্বরূপ। জীবে দয়া ও সর্বমানবের সেবাই ছিল জীবনধর্ম। একজন খাঁটি মুসলমান তাই অসুবিধায় পতিত যে-কোন মানুষের অসুবিধা দূর না ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

মওলানার এই জওয়াব শোনার পর মুসলিমবিদ্বেষী ঐ ব্রাহ্মণ যাত্রীটির মনে ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের ভাব জাগ্রত হয়। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ট্রেন এলাহাবাদ না পৌঁছা পর্যন্ত মওলানার কাছ থেকে তিনি ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলী সাগ্রহে শ্রবণ করতে থাকেন। অবশেষে এলাহাবাদে নেমে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণ পরম শ্রদ্ধার সাথে মওলানা মাদানীর পদধূলি কপালে স্পর্শ করে বললেন : মওলানা সাহেব, যতদিন বেঁচে থাকব, আপনার মহত্ব ও আপনার শিক্ষাগুরু প্রফেট মহম্মদের পবিত্র জীবনগাঁথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব।

উপরোক্ত ঘটনাটি পুনর্বার এ কথাই প্রমাণ করলো যে, বিশুদ্ধ চরিত্রের সৎকর্মশীল একজন মুসলমান যে-কোন যুগে বিশ্বের যে-কোন দেশের যে-কোন বিধর্মীর হৃদয় আপন ব্যবহারের গুণে জয় করতে পারেন। প্রকৃত নায়েবে নবীরা এভাবেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছেন।

ভারতের বাইরে কয়েকটি ভিন্ন দেশেও এই পুণ্যবানদের প্রচারমূলক তৎপরতা অপূর্ব ফল দর্শিয়েছে। বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এ ঘটনা অনস্বীকার্য যে, তাতারীদের আক্রমণে যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন হলো, তখন সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় কেবল সুফী সাধকগণের আধ্যাত্মিক শক্তিই ইসলামকে রক্ষার জন্য অবশিষ্ট ছিল। শেষ পর্যন্ত এই শক্তিই ইসলামের এই বৃহত্তম দুশমনদের উপর জয়লাভ করে। তাতারীদের প্রচণ্ড প্রতাপ ইসলামের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। এমন কি এই শক্তির হাতে তাতারীদের শক্তি সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় প্রায় চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার উপক্রম হয়। মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, এই আধ্যাত্মিক শক্তি আজ একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সত্যি বলতে কি, এটা অনৈসলামিক সভ্যতার প্রবল দাপটের সামনে অনেকটা পর্যুদস্তও হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

আফ্রিকার কয়েকটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা

সমসাময়িক কালে মুসলমানদের এই প্রচারধর্মী আধ্যাত্মিক শক্তি আফ্রিকায় অনেকটা জীবন্ত রয়েছে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আফ্রিকায় তবলীগের উৎসাহব্যঞ্জক সাফল্য আমাদের দেশের তথা সমগ্র উপমহাদেশের সুফীদের জন্য পরম শিক্ষার বিষয়।

আফ্রিকার ইসলাম প্রচারক সুফী দলগুলোর মধ্যে একটি দলের নাম "আমির গনীর দল"। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ওসমান আমির গনী ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব-সুদানে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধির সহায়তা করেন এবং বহু সংখ্যক মোশরেক গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

অপর দলটি হলো কাদেরিয়া দল। পশ্চিম আফ্রিকায় এই সিলসিলার লোকেরা হিজরী নবম শতক থেকেই বিদ্যমান। উনিশ শতকে তাঁদের মধ্যে এক নব জীবনের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা পশ্চিম সুদান থেকে শুরু করে টাম্বাকটো ও সেনেগাল পর্যন্ত তবলীগের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষভাবে নাঙ্গা, টেমো ও মাছারদোতে তাঁরা খুব বড় সংগঠন গড়ে তোলেন এবং অনেকগুলো মূর্তিপূজক গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁদের নিয়ম হলো, যখন কোন জনপদে কিছু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে নেন, তখন সেখানকার প্রতিভাবান ছেলেদেরকে নিজেদের কেন্দ্রীয় সংগঠনে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠিয়ে দেন। আর তাঁদের মধ্যে অধিকতর যোগ্যতা অনুভূত হলে তাদেরকে কিরোওয়ান, ফাস, ত্রিপোলী অথবা আল-আজহারে পাঠিয়ে দেন এবং সেখান থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে আসার পর তাদেরই এলাকায় তাদেরকে প্রচার ও ট্রেনিং-এর কাজে নিযুক্ত করেন। এছাড়া এ দলটি আফ্রিকার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক মাদ্রাসা কায়েম করেন এবং সেখানে সভ্যতার আলোবঞ্চিত গোত্র সমূহের বালক-বালিকাদের ইসলামী শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়া হয়।

"তিজানিয়া" নামক আরেকটি ইসলাম প্রচারক গোষ্ঠী আফ্রিকায় ইসলামের আলো বিস্তারের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় আলজিরিয়ায়। কাদেরিয়া সিলসিলার মতই এদের প্রচার পদ্ধতি। পার্থক্য শুধু এই যে, এ দলটি প্রচার ও তবলীগের সাথে জেহাদও করে থাকে। এ কারণে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের অজুহাত পেয়ে যায়। এদের সাংগঠনিক এলাকা প্রধানতঃ উত্তর আফ্রিকা এবং এর সবচেয়ে সক্রিয় আহ্বায়ক ছিলেন আলহাজ্ব ওমর নামক বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা। আলহাজ্ব ওমরের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার খ্যাতি আফ্রিকা থেকে সউদী আরব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণে অমুসলিম গোত্রগুলি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। ইনি ১৮৩৩ সালে তবলীগ বা ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং নাইজিরিয়া ও সেনেগালের মোশরেক গোত্রসমূহকে ইসলামে দীক্ষিত করে এক বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। অবশেষে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এই ইসলামী রাষ্ট্রটির পতন ঘটায়।

আফ্রিকার এই সব ইসলাম প্রচারক সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন ছিল "সন্নৌসী" দল। ১৮৩৩ সালে আলজিরিয়ার প্রখ্যাত আলেম জনাব মোহাম্মদ ইবনে আলী সন্নৌসী উক্ত 'সন্নৌসী' সংগঠনের গোড়াপত্তন করেন। উহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের সংশোধন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ ও ইসলাম প্রচার করা। মাত্র বাইশ বছরে তিনি এমন এক শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করলেন যার শৃঙখলা রাষ্ট্রীয় শৃঙখলার চাইতেও উন্নত মানের ছিল। এর প্রতিটি লোক সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার স্বপ্নে বিভোর থাকত। এর প্রতিটি সদস্যকে যথোপযুক্ত ইসলামী প্রশিক্ষণ দিয়ে সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি শব্দ অনুসরণ করে চলা ছিল এর সদস্যদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ সংগঠনে আউলিয়া পূজা, মাজার পূজা এবং কফি ও তামাক সেবন এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ ছিল। সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি একজন খাঁটি মুজাহিদের মত জীবন যাপন করতেন। মিশর থেকে মরক্কো পযন্ত এবং ত্রিপোলীর সমুদ্রতট থেকে শুরু করে সাহারা মরুভূমির শেষ পর্যন্ত সংগঠনের খানকাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্রিকা ছাড়াও আরব, ইরাক ও মালয়েশিয়া পর্যন্ত উহার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

আফ্রিকার যে সব গোত্রের লোকেরা নামমাত্র মুসলমান ছিল, সন্নৌসী দলের কল্যাণে তারা খাঁটি মুসলমানে পরিণত হয়। এ ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের কোণায় কোণায় তারা ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন।

www.pathagar.com

কাদেরিয়া সিলসিলার লোকেরা যেমন শুধু ওয়াজ-নছিহত করেই ক্ষান্ত হন না, বরং ইসলামে দীক্ষিত করার পর নও-মুসলিমদেরকে তাদের স্বগোত্রীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচারের প্রশিক্ষণও দেন, তেমনি সন্নৌসী প্রচারকগণও প্রচার কার্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নও-মুসলিমকে এক একজন মুবাল্লিগরূপে গড়ে তোলেন।

আফ্রিকার এই ইসলাম প্রচারক দলসমূহ সেখানকার নিরক্ষর ও সভ্যতা-বিবর্জিত গোত্রসমূহের মধ্যে যে নব জীবনের সঞ্চার করেন সে সম্পর্কে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক লিখেছেন :—

"নাইজিরিয়া নদীর কিনারা দিয়ে যখন আমি মধ্য-আফ্রিকার দিকে রওয়ানা হলাম, তখন প্রথম দু'শো মাইল পর্যন্ত আফ্রিকার উপজাতিগুলোর অসভ্যপনা, বর্বরতা ও নরখাদকতা সম্পর্কে আমার যে ধারণা ছিল, তা বদলানোর কোন প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু আমি যখন মধ্য-সুদানের নিকট পেঁছিলাম, তখন উপজাতীয় গোত্রগুলোর জীবনে আমি প্রগতির নিদর্শনাবলী দেখতে পেলাম, যা দেখে আমার ধারণাবলী পাল্টে যেতে লাগলো। আমি দেখলাম, সেখানে নরখাদকতার প্রবণতা নেই, মূর্তিপূজারও অস্তিত্ব নেই ; মদখোরী, নেশাখোরীও প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। সকল গোত্রের লোকেরা এখন কাপড় পরে। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখে এবং আচার-আচরণে ভদ্রতা রক্ষা করে। দেখে স্পষ্টতই মনে হয়, তাদের নৈতিক মান তাদের সমপর্যায়ের অন্যান্য গোত্রসমূহের চাইতে অনেক বেশী উন্নত। তাদের সব কিছুই প্রগতিশীল। নিগ্রো-প্রকৃতি যেন কোন উন্নততর প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, আর এই সবই হচ্ছে ইসলামের কল্যাণে। 'লোকোজা' নামক জায়গাটা অতিক্রমের পর আমি মূল ইসলামী প্রচার কেন্দ্রে গিয়ে পেঁছিলাম এবং সেখানে এক অতি উচ্চাঙ্গের শৃঙখলাপূর্ণ প্রশাসন পদ্ধতি দেখলাম। চারদিকের লোকবসতিতে সর্বত্র সভ্যতার নিদর্শন পরিস্ফুট। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারিগরীর ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে এবং আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যেন একটি সুসভ্য দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি।"

ইউরোপীয় খ্রীষ্টান পর্যটকের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপরোক্ত বিবরণ স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই বর্বর মানুষ শিষ্টাচারের শিক্ষায় এবং অসভ্য জাতিগুলো সভ্যতার দীক্ষা লাভ

www.pathagar.com

করেছে। ইসলাম শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় বিশ্বাস বা উপাসনা আরাধনার নিয়ম-রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইহা হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, যা মানুষের স্বভাব-চরিত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। আল্লাহর একত্ব এবং রসূলগণ ও কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস আনয়নের সাথে সাথে ইসলাম মানুষকে সভ্যতা, শিষ্টাচার, বিনয়-নম্রতা, সততা, সত্যবাদিতা এবং পরোপকারের শিক্ষাও প্রদান করে। একজন সদাচারী মানুষ যিনি অন্যের উপকার করাকে ইবাদতের সমতুল্য ব'লে মনে করেন, তিনিই একজন খাঁটি মুসলমান। দুনিয়ায় ইসলাম নাজেলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সত্যিকার আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তৈরী করতে চেয়েছেন। তাই একজন বিধর্মী বা বিজাতীয় লোককে কেবল ইসলামে দীক্ষিত করলেই মুবাল্লিগের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং নব-দীক্ষিত নও-মুসলিমকে ইসলামী আদর্শ এবং আকিদাসমূহ সম্পর্কে সুশিক্ষিত ক'রে তুলে তাকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী জীবন-বিধানের পূর্ণাঙ্গ দীক্ষা তাকে দিতে হবে। এভাবে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত নও-মুসলিম অন্যান্য জাতিদের চেয়ে উন্নততর মানুষ না হয়ে পারেন না। তাই অন্যান্য অসভ্য ও অবনমিত জাতির লোকেরা একজন খাঁটি মুসলমানের সান্নিধ্যে আসা মাত্রই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। খাঁটি মুসলমানের সরল-সহজ জীবন যাপন, নিষ্কলুষ চরিত্র, পরোপকারী স্বভাব, শিষ্টাচারপূর্ণ চালচলন, সততা ও সত্যবাদিতা এবং অবিচল ধর্মনিষ্ঠা দেখে পথভ্রান্ত বিধর্মীরা শ্রদ্ধাপ্লুত না হয়ে পারে না। পৃথিবীর বহু দেশে, এমনকি আফ্রিকার বর্বর জংলী জাতিগুলোর মধ্যেও উপরোক্ত পবিত্র স্বভাবে গুণান্বিত মুবাল্লিগরাই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করেছেন। তাই পাক কোরআন ও হাদীস মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি বা চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের শিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও পরোপকারের উপর কোরআন ও সুন্নাহ যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করেছে, অন্য কোন ধর্মশাস্ত্রে তার নজির নেই। এই গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যই হলো ইসলামী ঝাণ্ডার নীচে একতাবদ্ধ ক'রে মানব জাতিকে সত্যিকার আশরাফুল মাখলুকাতে পরিণত করা।

হিংসার হলাহলে জর্জরিত, বিদ্বেষের অনলে দগ্ধবিদগ্ধ, শোষণ-পীড়নে ও হানাহানিতে সর্বস্বান্ত বর্তমান বিশ্বে তাই মানুষের সত্যিকার মুক্তিমন্ত্র হয়ে

www.pathagar.com

ইসলাম দেখা দিয়েছে। ইসলামের মাঝেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সত্যিকার মুক্তির উপায়-উপকরণ। প্রত্যেক জাতির মানুষ যদি ইসলামে ঈমান আনে এবং ইসলামী জীবনবিধান সঠিকভাবে মেনে চলে, তা হলে অশান্তি, হানাহানি ও শোষণ-পীড়ন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। পথভ্রান্ত বিজাতীয় মানুষদেরকে সে কথা বুঝাবার দায়িত্ব মুসলমানদেরই নিতে হবে। আর এসব কারণেই তবলীগের গুরুত্ব দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবলীগ অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার এ দায়িত্ব পালনকে বর্তমান যুগের মুসলমানদের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি মনে করি। কেননা পৃথিবীতে বর্তমানে ধর্মহীনতা ও বিভ্রান্তি প্রবল আকার ধারণ করেছে। মিথ্যা, অনাচার ও ব্যাভিচারে জনপদ সমূহ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বিধর্মী জাতিসমূহের ইসলাম-বিরোধী তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে আত্মকলহ ও বিভ্রান্তি। বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা মুসলমানদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হচ্ছে এবং তার ফলে নামাজ, রোজা, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি পবিত্র কাজগুলোর প্রতি হাজার হাজার মুসলমান ছেলেমেয়ে বিমুখ রয়েছে। এহেন অবস্থায় তবলীগের গুরুত্ব যে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তা চিন্তা করলেই বোধগম্য হবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তেলাওয়াতে কালাম পাক

পবিত্র কোরআন শরীফ হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মূল উৎস; সুতরাং কালাম পাকের স্থায়িত্ব ও প্রচারের উপরই গোটা দ্বীনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই কোরআনের শিক্ষা লাভ ও কোরআন শিক্ষা দানের চাইতে পবিত্র ও মহৎ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যখন কালামে এলাহী সমস্ত কালাম থেকে শ্রেষ্ঠ, তখন উহা শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া নিশ্চয়ই সমস্ত বস্তু থেকে শ্রেষ্ঠই হবে। মোল্লা আলী কারী একটি হাদীস দ্বারা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কালাম পাক হাসিল করল, সে যেন আপন পেশানীতে ইল্‌মে নবুওত জমা করল। হযরত ছহল তছতরী (রঃ) বলেন—আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বতের নিদর্শন এই যে, তাঁর কালামের মহব্বত অন্তরে পয়দা হওয়া। কেয়ামতের ভীষণ ভয়াল দিনে তারা আরশের নীচে ছায়া পাবে। 'শরহে এহ্‌ইয়াউল' গ্রন্থে সেই সব লোককেও তাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যারা মুসলমান ছেলেমেয়েগণকে কোরআন পাক শিক্ষা দান করে এবং বড় হলে রীতিমত কোরআন তেলাওয়াত করে থাকে।

হাদীস শরীফে আছে:

(১) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ

اَلرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَ

www.pathagar.com

مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَ فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ ٥

অর্থ :—হুজুর পাক (সঃ) বলেন : আল্লা পাক বলছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়া বা পড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন আমার জিকির এবং আমার নিকট প্রার্থনা করা থেকে বঞ্চিত থাকলো, তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়েও বেশী পরিমাণ আমি দান করে থাকি। এবং আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্য সমস্ত কালামের উপর সেই পরিমাণ যেই পরিমাণ স্বয়ং আল্লাহ পাকের মর্যাদা সমগ্র মাখলুকের উপর।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআনে করীম ইয়াদ করার বা বুঝবার দরুন অন্য সব দোয়া, জিকির ইত্যাদি করার অবসর পায় না, আল্লাহ পাক তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়েও অধিক পরিমাণ দান করে থাকেন। অন্য হাদীসে আছে, "আমি তাকে শোকর-গুজার বান্দাদের ছওয়াব হতেও অধিক পরিমাণ ছওয়াব দিয়ে থাকি।" কাজেই কোরআন তেলাওয়াতের যে কী অপরিসীম ফজিলত তা বলে শেষ করা যায় না।

হুজুর পাক (সঃ) তাঁর বিভিন্ন হাদীসে কালাম পাক তেলাওয়াতের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। এখানে কিছু সংখ্যক হাদীস উল্লেখ করছি।

(২) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ ٥

অর্থ :—উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) বলেন, ইল্‌মে কোরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত যারা পুণ্যবান ও (আল্লাহর হুকুমে) লেখার কাজে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি কষ্টসাধ্য ক'রে ঠেকে ঠেকে কোরআন পড়ে সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে।

www.pathagar.com

কোরআনে পারদর্শী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ভালভাবে উহা ইয়াদ করেছে ও সঠিকভাবে পড়তে পারে। আর যদি অর্থ বুঝতে সমর্থ হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, তারাও কোরআন শরীফকে লওহে মাহফুজ হতে নকল করেন। আর এই সব লোকও কোরআনকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়। কাজেই উভয়ে যেন একই পথের পথিক। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, হাশরের দিন সে তাদের সাথে একত্রিত হবে। যে ব্যক্তি ঠেকে ঠেকে পড়ে তার দ্বিগুণ ছওয়াব, এর অর্থ এই যে, প্রথমতঃ তার পড়ার ছওয়াব। দ্বিতীয়তঃ আটকে যাওয়ার দরুন কষ্ট করে পড়ার ছওয়াব। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, সে সুদক্ষ কারী থেকেও অধিক ছওয়াব পাবে, কারণ সুদক্ষ কারী তো ফেরেশতাদের সাথী হবে। বরং অর্থ এই হয় যে, থেকে থেকে পড়তে যে কষ্ট হয়, তার বিনিময়েও ছওয়াব রয়েছে। সুতরাং কষ্ট হবে বলে তেলাওয়াত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তিবরানী ও বায়হাকী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়ে অথচ তার স্মরণ থাকে না, সেও দ্বিগুণ ছওরাব পাবে, আর যার মুখস্থ হয় না অথচ মুখস্থ করার জন্য বারবার চেষ্টা করতে থাকে, আল্লাহ পাক তাকে হাশরের ময়দানে হাফেজদের কাতারে উঠাবেন।

(৩) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص لَا حَسَدَ اِلَّا عَلٰى اِثْنَيْنِ - رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ - بخارى

অর্থ ঃ—হযরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, হুজুর (সঃ) বলেছেন যে, একমাত্র দুই ব্যক্তির উপরই ঈর্ষা করা যেতে পারে। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে দিনরাত তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক প্রচুর ধন-দৌলত দান করেছেন এবং সে দিনরাত তা থেকে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে থাকে। —(বোখারী শরীফ)

www.pathagar.com

কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে হিংসা-বিদ্বেষ সর্বাবস্থায় নাজায়েজ বলে প্রতীয়মান হয়। তবে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে উহা বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েত সঠিক বিধায় ওলামারা এই হাদীসের দু'টি অর্থ করেছেন। প্রথমতঃ হাদীসে বর্ণিত 'হাসাদ' শব্দের অর্থ হিংসা নয় বরং 'গেবতা' অর্থাৎ ঈর্ষা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কারও উপর আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত দেখে উহা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কামনা অন্তরে পোষণ করাকে 'হাসাদ' বা হিংসা বলে। উহা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। পক্ষান্তরে কাহারও নেয়ামত দেখে নিজের মধ্যেও তা হাসিল করার আকাংক্ষা অন্তরে পোষণ করাকে 'গেবতা' বা ঈর্ষা বলে। এটা পার্থিব ব্যাপারে হলে মোবাহ আর ধর্মীয় ব্যাপারে হলে মোস্তাহাব। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, অনেক সময় তর্কস্থলে এরূপ বাক্য ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ হিংসা যদি কোথাও জায়েজ হতো তবে একমাত্র এই দুই ব্যক্তির উপরেই করা যেত।

(৪) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّعَمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَ طَعْمُهَا حُلْوٌ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ - بخارى و مسلم

অর্থঃ—হযরত আবু মুছা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন—যে মোমেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে সে কমলালেবু

www.pathagar.com

সদৃশ যার সুগন্ধি বড় চমৎকার এবং স্বাদও বড় সুমিষ্ট; আর যে মোমেন কোরআন তেলওয়াত করেনা, সে খেজুর সমতুল্য, যার গন্ধ মোটেই নাই অথচ স্বাদ বড় মিষ্ট। আবার যে মোনাফেক কোরআন পাঠ করে না, সে কেঁদা ফল সমতুল্য যার সুগন্ধি মোটেই নেই এবং স্বাদও বড় তিক্ত। আর যে মোনাফেক কোরআন পাঠ করে, সে রাইহান ফুলের মত যার সুগন্ধি বড় চমৎকার অথচ স্বাদ বড় তিক্ত।—(বোখারী)

এই হাদীসের উদ্দেশ্য হলো অনুভব করা বস্তুকে যা অনুভব করা যায় না এমন বস্তুর সাথে তুলনা করে কোরআন তেলাওয়াত করা ও না করার মধ্যে কি পার্থক্য তা সহজ উপায়ে বুঝিয়ে বলা। নতুবা কালাম পাকের স্বাদ ও সৌরভের সাথে লেবু বা খেজুরের কি তুলনা হতে পারে? তবে এই সব বস্তুর সাথে তুলনার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত রয়েছে যা ইল্‌মে নবুওতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং হুজুর পাকের জ্ঞানের গভীরতার প্রতিই ইঙ্গিত করে। যেমন কমলালেবুর কথাই ধরুন, যা মুখে শান্তি আনয়ন করে, পেট পরিষ্কার করে এবং স্বাস্থ্য ভাল করে ইত্যাদি। তেলাওয়াতে কোরআনের সাথে এই সব উপকারের নিখুঁত সম্পর্ক রয়েছে। যেমন মুখ সুগন্ধিযুক্ত হওয়া, অন্তরকে নির্মল করা, রুহানী শক্তি বৃদ্ধি হওয়া ইত্যাদি পূর্বেকার উপকারগুলির সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কমলালেবুর আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, যে ঘরে উহা থাকে, সেই ঘরে নাকি জিনের উপদ্রব হয় না। এ কথা সত্যি হলে কোরআন পাকের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। ইউনানী মতে কমলালেবু নাকি স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে। এহ্‌ইয়াউল উলুমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—তিনটি বস্তু স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে: মেছওয়াক, রোজা এবং কোরআন তেলাওয়াত।

আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়েত অনুসারে উক্ত হাদিসের শেষাংশে আরও একটি চমৎকার বাক্য এসেছে যে, উত্তম সঙ্গীর তুলনা হলো মেশ্‌ক-আতরওয়ালার সাথে। যদি তুমি মেশ্‌কের অংশ নাও পাও, তবুও খোশবুতো মিলবেই। আর অসৎ সঙ্গীর তুলনা হলো চুল্লীওয়ালা কামারের সাথে। অর্থাৎ কয়লার স্ফুলিঙ্গ যদি গায়ে নাও পড়লো কিন্তু ধোঁয়া তো নিশ্চয় স্পর্শ করবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। মানুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে কি রকম সহচরের সাথে সে দিবানিশি উঠাবসা করছে।

www.pathagar.com

(৫) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَ يَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ - مسلم

অর্থ :—হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর পাক (সঃ) বলেন—আল্লাহ তায়ালা এই কোরআন পাকের দরুন অনেক লোককে উচচ মর্যাদা দান করেন। আবার অনেককে বেইজ্জত ও অপদস্থ করেন। অর্থাৎ যারা কালাম পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আমল করে, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে সম্মান দান করেন। আর যারা উহার উপর আমল করে না, তাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে থাকেন।

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এক সময় নাফে বিন আবদুল হারেছকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠালেন। পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বন বিভাগে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে? তিনি উত্তর করলেন, ক্রীতদাস ইবনে আবজীকে নিযুক্ত করেছি। হযরত ওমর বললেন, গোলামকে আমীর কেন বানিয়েছ? তিনি উত্তর দিলেন, সে কোরআন ভাল পড়তে পারে। তখন হযরত ওমর এই হাদীস বর্ণনা করে বললেন, আল্লাহ পাক আপন কালামের বরকতে বহু লোককে উচচ মর্যাদা দান করেন; আবার কাউকে নিম্নস্তরে পৌঁছে দেন।

(৬) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ ثَلٰثٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهٗ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ وَ الْاَمَانَةُ وَ الرَّحِيْمُ تُنَادِيْ اَلَا مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَ مَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ - شرح سنه

অর্থ :—আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন তিনটি বস্তু আল্লাহর আরশের

www.pathagar.com

নীচে স্থান পাবে: (১) কালাম পাক, উহা সেই দিন বান্দার সাথে ঝগড়া করতে থাকবে। উহার জাহের ও বাতেন দুইটা দিক রয়েছে; (২) আমানত; (৩) আত্মীয়তা। ইহা সেই দিন উচ্চৈস্বরে বলবে; যে আমাকে সম্মিলিত করেছে আল্লাহ পাক তাকে রহমতের সাথে মিলিত করুন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছেদন করেছে আল্লাহ পাক তাকে রহমত হতে বঞ্চিত করুন।

ঐ বস্তুসমূহের আরশের নীচে হওয়ার অর্থ—আল্লাহর দরবারে অধিকতর নৈকট্য লাভ করা। কালাম পাকের ঝগড়া করার অর্থ—যারা কোরআনের হক পুরোপুরি আদায় করেছে তাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করা। মোল্লা আলী কারী রেওয়ায়েত করেন যে, কোরআন শরীফ আরজ করবে—খোদা পাক। আপনি তেলাওয়াতকারীকে জোড়া পরিয়ে দিন। তখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে বুজুর্গীর টুপি পরিয়ে দেবেন। কোরআন বলবে, তাকে আরও সম্মানিত করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ইজ্জতের জোড়া পরিয়ে দেবেন। অতঃপর সে দরখাস্ত করবে, হে খোদা। আপনি তার উপর রাজী হয়ে যান। তখন আল্লাহ পাক তার উপর রেজামন্দী প্রকাশ করবেন।

অপর দিকে হক নষ্টকারীদের বিরুদ্ধেও কোরআন অভিযোগ করবে যে, তারা আমার কি হক আদায় করেছে? ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা করেন, কোরআনের হক হলো বছরে দুই খতম করা। যারা ভুলেও একবার তেলাওয়াত করে না, তাদের চিন্তা করা উচিত যে, এমন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে কি উত্তর দেবে? মৃত্যু অনিবার্য এবং তার থেকে রেহাই পাওয়ার কোনই উপায় নেই।

কোরআন শরীফ সঠিক ও নির্ভুল উচ্চারণের সাথে পড়া উচিত। কারণ উচ্চারণ ঠিক না হলে শব্দের অর্থ ভিন্নরূপ হয়ে যায়। আবার কোরআন পড়ার সময় উহার অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করা প্রয়োজন, কারণ অর্থ ও মর্ম না বুঝলে তা হৃদয়ে দাগ কাটেনা। তাই প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত কোরআনের অর্থ বুঝবার জন্য এবং উহার মর্ম উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করা।

ইমাম গাজ্জালী কিমিয়ায়ে সায়াদাতে লিখেছেন, কোরআনের তফছীর বুঝতে তিন ব্যক্তি অক্ষম। প্রথম ঐ ব্যক্তি যে আরবী বিদ্যা জানে না। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত বা "বেদাতী"। কারণ

www.pathagar.com

গুনাহ ও বেদাতের দরুন তার অন্তর কালো হয়ে যায় যার ফলে সে কোরআনের তত্ত্ব উদঘাটন থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে কোন আকীদার প্রশ্নে বাহ্যিক বস্তুতে বিশ্বাসী অথচ উহার বিপরীতমুখী কোরআনের নির্দেশের উপর নাক সিটকায়, সেও কোরআনের তত্ত্বজ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকে।

(৭) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ

فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا - ابوداؤد

অর্থ :—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরু (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর আকরাম (সঃ) বলেন—কেয়ামতের দিন কোরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে, কোরআন পড়তে থাক এবং মর্যাদার আসনে উন্নীত হতে থাক এবং (তাজবীদের সাথে) থেমে থেমে পড় যেমন দুনিয়ার বুকে থেমে থেমে পড়তে। নিশ্চয়ই তোমার মর্যাদার আসন হবে তোমার পঠিত আয়াতের শেষ প্রান্তে।

ব্যাখ্যাকারীগণ ও মাশায়েখগণ হাদীসের অর্থ এইরূপ করেছেন যে, কোরআন পাকের এক একটি আয়াত পড়তে থাক এবং মর্যাদার এক একটি স্তরে উঠতে থাক। কেননা রেওয়ায়েত অনুসারে বুঝা যায় যে, বেহেশতের স্তর কালাম পাকের আয়াতের সমসংখ্যক। সুতরাং যে যত আয়াতের অভিজ্ঞ হবে সে তত সংখ্যক উচচ স্তরে স্থান পাবে। আর যে পূর্ণ কোরআনের অভিজ্ঞ হবে সে সর্বোচচ স্তরে স্থান লাভ করবে।

মোল্লা আলী কারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, কোরআন তেলাওয়াতকারীর উর্ধ্বে আর কোন স্থান নেই, কাজেই কারীগণ আয়াত পরিমাণ উর্ধ্বে আরোহণ করবেন। কেরাত বিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন শরীফে ছয় হাজার আয়াত আছে, কিন্তু পরের সংখ্যাগুলিতে মতভেদ আছে। শরহে এহ্ইয়ায় লিখিত আছে, প্রত্যেকটি আয়াত বেহেশতের এক একটি স্তর। সেদিন কারীকে বলা হবে, তোমার তেলাওয়াত পরিমাণ ঐসব

www.pathagar.com

ধাপ অতিক্রম করতে থাক। যে ব্যক্তি পুরো কোরআনের অধিকারী হবে সে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হবে।

(৮) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَّالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمّٓ حَرْفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ - رواه ترمزى

অর্থ :—এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবীয়ে করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করল, বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করল এবং উক্ত একটি নেকী দশটি নেকীর সমতুল্য হবে। হুজুর (সঃ) আরও বলেন, আমি বলছিনা যে, الٓمّٓ একটি অক্ষর, বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মিম' একটি অক্ষর।

অর্থাৎ উদ্দেশ্য এই যে, অন্যান্য আমলের বেলায় যেমন পূরা আমলকে একটি ব'লে গণ্য করা হয়, কালাম পাকের বেলায় সেরূপ নয়; বরং এখানে আমলের অংশ বিশেষকেও পূর্ণ আমল বলে গণ্য করা হয়। এইজন্য প্রতিটি আমলের পরিবর্তে একটি করে নেকী হচ্ছে আর প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে দশটি ক'রে ছওয়াব পাওয়া যাচ্ছে।

আল্লাহ পাক বলেন :—

(৯) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا -

অর্থঃ—"যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করবে সে উহার দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।"

প্রতিটি আমলের দশগুণ ক'রে ছওয়াব নিম্নস্তরের। নচেৎ যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বেশী বেশী করে দেবেন বলে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন। প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে যে ভিন্ন ভিন্ন নেকী উহারই

www.pathagar.com

দৃষ্টান্তস্বরূপ হুজুর (সঃ) বলেন, الم পূরা একটি হরফ নয়, বরং আলিফ, লাম ও মিম এই তিনটি হরফের সমষ্টি। কাজেই এখানে ত্রিশটি নেকী হয়ে গেল। আবার الم সূরা বাকারার শুরুতে লিখিত তিনটি অক্ষর অথবা সূরায়ে ফীলের প্রথমে লিখিত তিনটি অক্ষর, উহাতে মতভেদ আছে। যদি সূরা বাকারার শুরুর অক্ষর উদ্দেশ্য হয় তবে লিখিত হরফ হিসাবে তিন অক্ষরে ত্রিশ নেকী হবে; আর যদি الم تر অর্থাৎ সূরায়ে ফীলের শুরু উদ্দেশ্য হয়, তবে উচ্চারণ হিসাবে সূরায়ে বাকারার الم এ নয় অক্ষর হবে; কাজেই উহার ছওয়াব নব্বই হবে। বায়হাকী শরীফে আছে, আমি বলছিনা بسم الله একটি হরফ, বরং ب س م ভিন্ন ভিন্ন হরফ।

কোরআন তেলাওয়াতকারীর বিশেষ মর্যাদা

(১০) عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْئُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِيْ عَمِلَ بِهٰذَا - ابوداؤد

অর্থ :—হযরত মায়াজ জোহানী (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন—যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠ করে ও উহার উপর আমল করে, কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে এমন একটি (নূরের) টুপি পরান হবে যার জ্যোতি সূর্যের জ্যোতি থেকেও অধিক হবে যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরের মধ্যে উদিত হতো। অতএব যে ব্যক্তি স্বয়ং কোরআনের উপর আমল করে তার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা হতে পারে?

অর্থাৎ কোরআন পাক পড়া ও উহার উপর আমল করার বরকত এই যে, ঐ তেলাওয়াতকারীর মাতা-পিতাকে এমন তাজ পরান হবে যার আলো সূর্যের আলো থেকেও বহুগুণ উজ্জ্বল, যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরের মধ্যে উদিত হয়, অর্থাৎ সূর্য কোটি কোটি মাইল দূরে থেকেও

www.pathagar.com

এত অধিক আলো দান করছে, আর যদি তা ঘরের মধ্যে এসে পড়ে তবে নিশ্চয়ই বহু হাজারগুণ বেশী আলো দান করবে। অথচ কোরআন তেলাওয়াতকারীর মাতা-পিতাকে যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় তাজ পরান হবে তার জ্যোতি সেই ঘরে উদিত সূর্যের চেয়েও অধিকতর হবে। মাতা-পিতার যখন এত বড় সম্মান, তখন চিন্তা করার বিষয় যে, স্বয়ং তেলাওয়াত ও আমল করনেওয়ালা কত বড় সম্মানের অধিকারী হবে। মাতা-পিতার উক্ত সম্মান এইজন্য যে, তারাই সন্তানের জন্ম ও সুশিক্ষার একমাত্র কারণ।

হাদীস শরীফে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়ে ও তদনুযায়ী আমল করে তাকে নূরের তৈরী একটি তাজ পরিয়ে দেয়া হবে এবং তার মাতা-পিতাকেও নূরের তৈরী দুইটি জোড়া পরিয়ে দেওয়া হবে। তারা আরজ করবে, হে আল্লাহ! এই জোড়াসমূহ কিসের বদলে? তখন এরশাদ হবে, ইহা তোমাদের ছেলেমেয়ের কোরআন পড়ার বিনিময়ে।

হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবীয়ে করীম(সঃ)বলেন—কেউ যদি নিজের ছেলেকে কোরআন শরীফ নযরানা পড়ায়, তবে তার আগে-পিছের সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়; আর যে হেফজ করাবে তাকে কিয়ামতের দিন চতুর্দশীর পূর্ণচন্দ্রের সমতুল্য ক'রে উঠানো হবে এবং তার ছেলেকে বলা হবে পড়তে থাক। ছেলে যখন একটি আয়াত পড়বে পিতার একটি দরজা বুলন্দ হতে থাকবে। এইভাবে সে সমস্ত কোরআন শরীফ পূর্ণ করবে।

হুজুর (সঃ) বলেন: তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন রক্ষক এবং প্রত্যেকে আপন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" কাজেই প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সন্তানকে উপযুক্ত দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা উচিত। কারণ আপনি যদি সন্তানদের উপযুক্ত দ্বীনদারী শিক্ষা দান করেন, তবে নিজের জবাবদিহীর কোন আশংকা তো রইলই না, বরং যতদিন সন্তান নেক আমল করতে থাকবে ও আপনার জন্য দোয়া-এস্তেগফার করবে, ঐ সব আপনার মর্যাদাকে বর্ধিত করবে। কিন্তু যদি পার্থিব লোভ-লালসায় পড়ে সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা হতে বঞ্চিত রাখেন, তবে যে শুধু নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করবেন তাই নয় বরং সন্তানের যাবতীয় অন্যায় কাজের একটি ফিরিস্তি আপনার আমলনামায়ও লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। তাই প্রত্যেকেরই সময় থাকতে সচেতন হওয়া উচিত। নশ্বর দুনিয়া যে-কোন অবস্থাতেই চলে যাবে এবং মৃত্যু যে-কোন মহাবিপদের পরিসমাপ্তি ঘটাবে;

www.pathagar.com

কিন্তু আখেরাতে সেই মহামছিবতের পর আর মৃত্যু আসবে না। কাজেই সেই অনন্তকালের পাথেয় এই দুনিয়াতেই কষ্ট ক'রে সংগ্রহ করতে হবে।

(১১) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِيْ اِهَابٍ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ دارمى

অর্থ:—হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি হুজুরে আকদাছকে বলতে শুনেছি---যদি কোরআন পাককে চামড়ার মধ্যে আবদ্ধ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তবে উহা দগ্ধ হবে না।

মাশায়েখে হাদীস উক্ত রেওয়ায়েতের দুইটি ব্যাখ্যা করেছেন। কেহ বলেন, চর্ম দ্বারা যে-কোন জন্তুর চামড়াকে বুঝায় এবং অগ্নি বলতে দুনিয়ার আগুনকেই বুঝায়। এমতাবস্থায় উহা হুজুরের জমানার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি খাছ মোজেজা, যেমন অন্যান্য নবীদের বেলায়ও হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ চর্ম দ্বারা মানুষের চামড়াকেই বুঝায় এবং আগুন দ্বারা জাহান্নামের আগুনকেই বুঝায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হাফেজে কোরআন হবে অন্য কোন পাপের দরুন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলেও আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।

অন্য রেওয়ায়েতে হুজুর পাক (সঃ) বলেন,—কোরআন শরীফ হেফ্জ করতে থাক, কারণ যে অন্তরে কালাম পাক মাহফুজ থাকবে, আল্লাহ পাক সেই অন্তরকে শাস্তি দিবেন না। যারা কোরআন হেফ্জ করাকে অনর্থক মনে করে, তারা যেন আল্লাহর ওয়াস্তে এই সব ফজিলতের উপর একটু চিন্তা করে। কারণ এই একটিমাত্র ফজিলত এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, যার দরুন প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবন উৎসর্গ করা উচিত। কারণ এমন বান্দা কে আছে যে কোন না কোন পাপ ক'রে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়নি? এহইয়া গ্রন্থে হযরত আলী হতে বর্ণিত আছে যে, কোরআনে হাফেজগণ নবী ও মাহবুব বান্দাদের সাথে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করবেন।

(১২) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَ

www.pathagar.com

شَفَّعَهُ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ -

ترمزی

অর্থ :—হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) বলেন—যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করেছে ও উহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, অর্থাৎ উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জেনেছে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তার পরিবারস্থ এমন দশজন লোকের মুক্তির জন্য তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের জন্য জাহান্নাম সুনিশ্চিত ছিল।

আল্লাহর রহমতে সকল মোমেনই বেহেশতী হবে, তবে অনেকে আপন কৃতকর্মের শাস্তি ভোগের পর বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি পাবে। তবে কোরআনে হাফেজগণ প্রথম থেকেই প্রবেশের গৌরব অর্জন করবেন। যারা কবীরা গোনাহ্ করেছে এমন দশ ব্যক্তির বিষয়ে সুপারিশ মকবুল হবে, কাফেরদের বেলায় নয়। কারণ তারা ক্ষমার অযোগ্য।

(১৩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص تَعَلَّمُوا

الْقُرْاٰنَ فَاقْرَأُوْهُ - فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهِ

كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوْحُ رِيْحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ

تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِىْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِىَ عَلٰى مِسْكٍ -

(ترمزی)

অর্থ :—হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত আছে, হুজুর (সঃ) বলেন—কোরআন শরীফ শিক্ষা কর এবং উহা নিয়মিত তেলাওয়াত কর। কেননা যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে ও পড়ে, বিশেষতঃ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে থাকে সে ঐ মেশ্‌ক ভর্তি পাত্রের সমতুল্য যার সুগন্ধি

www.pathagar.com

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি উহা শিক্ষা ক'রে পেটের ভেতর রেখে রাত্রিবেলায় শুয়ে থাকে সে ঐ মেশক পাত্রের মত যার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ যারা কোরআন পাক শিখে উহার মর্যাদা রক্ষা করে এবং রাত্রিবেলায় উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে থাকে তাদের দৃষ্টান্ত ঐ আতর-দানের সাথে যার মুখ খোলা থাকার কারণে উহার সুগন্ধি ও সৌরভে চতুর্দিক উদ্ভাসিত ও মোহিত হয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ হাফেজ সাহেবানের পড়ার দরুনও সমস্ত ঘর বরকত ও নূরে ভর্তি হয়ে যায়। আর যে হাফেজ গাফলতির দরুন পড়া ছেড়ে দেয়, সে মুখবন্ধ আতরদানীর মত। নিজে অবশ্য সুগন্ধিযুক্ত রইল, কিন্তু উহার নূর ও বরকত হতে বাকী সব লোক বঞ্চিত রইল।

কোরআনবিহীন অন্তর শূন্য ঘরের সমতুল্য

(১৪) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ۔

رواه الترمزى

অর্থ :—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর আকরাম (সঃ) এরশাদ করেন—যার অন্তরে কোরআনের কোন শিক্ষা নেই, উহা শূন্য ঘরের সমতুল্য।

শূন্য ঘরের সাথে তুলনার অর্থ এই যে, জনমানবহীন শূন্য ঘরে সাপ-বিচ্ছু এবং ভূত-প্রেত আশ্রয় নেয়। তদ্রূপ কোরআনবিহীন অন্তরকেও শয়তান দখল করে নেয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, যে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘরের ছেলেমেয়ের মধ্যে বরকত বৃদ্ধি পায় ও সেখানে ফেরেশতা অবতরণ করে এবং সেই ঘর থেকে শয়তান দূরে সরে যায়। পক্ষান্তরে যে ঘরে তেলাওয়াত হয় না, সেখান থেকে ফেরেশতা চলে যায় এবং

www.pathagar.com

সেখানে শয়তান ঢুকে পড়ে। অন্য হাদীসে আছে, শূন্য ঘর উহাকেই বলে যেখানে কোরআন তেলাওয়াত হয় না।

নফল এবাদত থেকে তেলাওয়াত শ্রেষ্ঠতর

(১৫) عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ص قَالَ قِرَائَةُ الْقُرْآنِ فِىْ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ وَ قِرَائَةُ الْقُرْآنِ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَ التَّسْبِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ - بيهقى

অর্থ :—উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেন—নামাজের ভিতর কোরআন তেলাওয়াত করা নামাজের বাইরে পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার নামাজের বাইরে পড়া তাসবীহ ও তাকবীর হতে উত্তম; তাসবীহ পড়া ছদকা হতে উত্তম; ছদকা রোজা হতে উত্তম; আর রোজা দোজখ হতে আত্মরক্ষার ঢালস্বরূপ। —বায়হাকী

তেলাওয়াতে কালাম পাক যে-কোন জিনিস হতে শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর কালাম অন্যান্য কালামের উপর এত অধিক ফজিলত রাখে যেমন স্বয়ং আল্লাহর ফজিলত সমস্ত মাখলুকের উপর। জিকির ছদকা হতে উত্তম, অন্য রেওয়ায়েতেও উহার সমর্থন পাওয়া যায়। তবে ছদকা রোজা হতে শ্রেষ্ঠ এই ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে মনে রাখতে হবে ছদকা ও রোজার তারতম্য অবস্থাভেদে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কারও জন্য দান-খয়রাত উত্তম, আবার কারও জন্য রোজা রাখা উত্তম। ঠিক তেমনি কোন অবস্থায় রোজা শ্রেষ্ঠ আবার কোন অবস্থায় ছদকা শ্রেষ্ঠ। সবশেষে বুঝা গেল যে, সর্বনিম্ন আমল

www.pathagar.com

রোজা যখন জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ঢালস্বরূপ তখন যে তেলাওয়াত সর্বোচ্চ আমল উহার ফজিলত কি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় কোরআন পাঠ করবে, সে প্রতি হরফে একশত নেকী লাভ করবে। আর উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজের মধ্যে পড়লে পঞ্চাশটি ক'রে নেকী পাবে। নামাজের বাইরে ওজুর সাথে পড়লে পঁচিশ নেকী ও বিনা ওজুতে পড়লে দশ নেকী ক'রে পাবে। এবং যারা না পড়ে শুধু মনোযোগের সাথে শুনে থাকবে তারাও প্রতি হরফে একটি ক'রে নেকী পেতে থাকবে।

(১৬) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسِ الثَّقَفِىْ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص قِرَائَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فِىْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَ قِرَائَتُهٗ فِى الْمُصْحَفِ تُضْعَفُ عَلٰى ذَالِكَ اِلٰى اَلْفَىْ دَرَجَةٍ -

অর্থ :—নবীয়ে করীম (সঃ) এরশাদ করেন, কোরআন শরীফ মুখস্থ পড়ার এক হাজার ছওয়াব পাওয়া যায় এবং দেখে পড়ার মধ্যে দুই হাজার গুণ পর্যন্ত ছওয়াব বর্ধিত হয়ে যায়।

এই হাদীসে কোরআন শরীফ দেখে পড়ার অধিক ফজিলত এইজন্য বলা হয়েছে যে, দেখে পড়ার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াও আরও কয়েকটি এবাদত পাওয়া যায়। যেমন চোখে দেখা, হাতে স্পর্শ করা ইত্যাদি। তবে কোন কোন হাদীসে হেফ্জ পড়াকেও উত্তম বলা হয়েছে। বিপরীতমুখী উভয় রেওয়ায়েতের সমাধান এই যে, হেফ্জ পড়লে যদি মনোযোগ, আগ্রহ ও নিষ্ঠা বেশী পাওয়া যায় তবে সেটাই উত্তম। আবার দেখে পড়ার মধ্যে যদি ঐ সবের মাত্রা অধিক পাওয়া যায় তবে দেখে পড়াই শ্রেষ্ঠ।

কথিত আছে, হযরত ওছমান (রাঃ) এর নিকট অতিমাত্রায় তেলাওয়াতের দরুন দুই জিলদ কোরআন শরীফ ছিড়ে গিয়েছিল। আমর বিন

www.pathagar.com

মায়মুল বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় ক'রে একশত আয়াত পরিমাণ কোরআন তেলাওয়াত করে তার আমলনামায় সমগ্র দুনিয়া পরিমাণ পুণ্য লেখা যাবে। কোরআন শরীফ দেখে পড়লে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। জনৈক রেওয়ায়েতকারী নিজের ওস্তাদের নিকট চক্ষুরোগের অভিযোগ করলে তিনি তাকে কোরআন শরীফ দেখে পড়ার উপদেশ দেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) অনেক সময় এশা প'ড়ে কোরআন শরীফ খুলতেন ও ফজরের সময় তা বন্ধ করতেন।

(১৯) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جَلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ - رواه البيهقى

অর্থ :—হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুজুরে আকরাম (সঃ) বলেছেন—লোহায় পানি লাগলে যেমন মরচে পড়ে তদ্রূপ মানুষের কল্‌বের মধ্যেও মরচে পড়ে যায়। একজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, উহা পরিষ্কার করার উপায় কি? হুজুর উত্তর করলেন, মৃত্যুকে বেশী বেশী ক'রে স্মরণ করা ও কোরআন পাক তেলাওয়াত করা।

অর্থাৎ ক্রমাগত পাপ করতে থাকলে ও আল্লাহর জিকির হতে গাফেল হয়ে গেলে কল্‌বের মধ্যে মরচে লেগে যায় এবং কালাম পাকের তেলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ উহা পরিষ্কারের জন্য কাজ করে। মানুষের অন্তর ঠিক আয়নার মত, উহা যত বেশী অপরিষ্কার হবে আল্লাহর মা'রেফাত তত কমই হাসিল হবে। আর উহা যত বেশী স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হবে মারেফাতের আলোকে উহা তত বেশী উদ্ভাসিত হবে। তাই মানব হৃদয় তথা মনের আয়নাকে নির্মল করার জন্যই মাশায়েখে কেরাম নানাবিধ রিয়াজত ও মোজাহেদার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দা যখন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়।

www.pathagar.com

অতঃপর সে যখন খালেছ তওবা করে তখন সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দাগ মুছে যায়। এইভাবে পুনরায় গোনাহ করতে থাকলে দাগ পড়তে থাকে, এমনকি দাগ পড়তে পড়তে উহা একেবারে কালো হয়ে যায়। অতঃপর সেই অন্তরে ভালো কাজের প্রতি আর কোন আগ্রহ থাকে না। কোরআন পাকের একটি আয়াতে উহার ইঙ্গিত দিয়েই বলা হয়েছে :—

"নিশ্চয়ই তাদের অন্তরে তাদের বদ আমলসমূহ মরিচা জমা করে দিয়েছে।"

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে—আমি তোমাদের নিকট দুই প্রকার নছিহতকারী রেখে যাচ্ছি, এক প্রকার, যে তোমাদের সাথে আলোচনায় রত, আর অন্যটি নীরব নিস্তব্ধ। প্রথমটি হলো আল্লাহর কালাম, দ্বিতীয়টি হলো মৃত্যুর স্মরণ। হুজুরের বাণী শিরোধার্য, কিন্তু নছিহত ঐ ব্যক্তির জন্য যে উহার প্রয়োজন অনুভব করে। তবলীগের প্রয়োজনীয়তা এইজন্য যে, প্রচারের মাধ্যমে অবহেলাকারী মানুষের মনে নছিহত শোনা ও তাহা আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। অত্যন্ত গাফেল মানুষের কানেও যদি বারবার একটা কথা পৌছানো যায়, তবে এক সময় সে তা শ্রবণ ও আমল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেই।

কোরআন উম্মতের গৌরব

হযরত রসূলে করীমের (সঃ) উম্মতদের গৌরব যে, তাদের জন্য কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর অসীম রহমতের নিদর্শনস্বরূপ মহানবী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মারফত এই পবিত্র কালাম মানব জাতির হেদায়েত ও মুক্তির জন্য নাজেল করেছেন।

(১৮) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا يَتَبَاهُوْنَ بِهٖ وَاِنَّ بَهَاءَ اُمَّتِىْ وَشَرَفَهَا الْقُرْاٰنُ -

অর্থ :—উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন—প্রত্যেক জিনিসের জন্য এক একটি গর্বের বস্তু আছে যা নিয়ে সে গৌরব করতে পারে। আর আমার উম্মতের গৌরব ও মর্যাদার বস্তু হলো "আল্-কোরআন।"

www.pathagar.com

মানুষ তার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, উচচ বংশ বা অন্য কোন বিশেষ গুণাবলী নিয়ে গর্ব করে থাকে। কিন্তু হযরত রসূলে করিমের (সঃ) উম্মতের একমাত্র গৌরবের বস্তু হলো আল্-কোরআন। অর্থাৎ কোরআন শরীফ পড়া, মুখস্থ করা, নিয়মিত অধ্যয়ন ও আমল করা অথবা অন্যকে পড়ানো এর প্রত্যেকটিই উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য গর্বের বিষয়। কেননা উহা আল্লাহর কালাম, দুনিয়ার যে-কোন বুজুর্গী উহার সমকক্ষ হতে পারে না। অধিকন্তু এই দুনিয়ায় মান-ইজ্জতের যত রকম জিনিস আছে, তা আজ না হয় কাল ধ্বংস হবেই। কিন্তু কোরআনে পাকের পরিপূর্ণ গুণাবলী তো দূরের কথা উহার প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও গৌরবের জন্য যথেষ্ট। কালাম পাকের এমনই মাধুর্য যে, উহা যতবারই পড়ুন ততবারই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং পবিত্র আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হবে। কালামে এলাহীর এমনই তাৎপর্য যে, উহা নিয়মিত পড়লে মানুষের মন থেকে অন্যায় চিন্তা বিদূরীত হয়ে সৌম্যশান্ত পবিত্র ভাবের উদ্রেক হয়। ইহ-পারত্রিকের মুক্তির নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে একমাত্র কালামে এলাহীতে ; আর এই কালামে এলাহী নাযেল হয়েছে মুসলমানদের নবীর মারফত। তাই উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য এটা কত বড় গৌরবের বিষয় একটু চিন্তা করলেই তা বুঝা যায়।

(১৯) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صا اَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ رَأْسُ الْاَمْرِ كُلِّهٖ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ نُوْرٌ لَّكَ فِي الْاَرْضِ وَ ذُخْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاءِ -

অর্থ :—হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু নছিহত করুন। হুজুর বললেন, পরহেজগারী এখতিয়ার কর, কারণ উহা সমস্ত নেক কাজের ভিত্তি স্বরূপ। আমি পুনরায় দরখাস্ত করলাম, হুজুর আরও কিছু উপদেশ দিন। হুজুর

www.pathagar.com

বললেন, সব সময় কোরআন তেলাওয়াত কর, কারণ উহা দুনিয়াতে তোমার জন্য আলোকস্বরূপ এবং আখেরাতের সঞ্চিত ধনস্বরূপ।

বাস্তবিক পক্ষে তাকওয়া বা পরহেজগারী সমস্ত সৎ কাজের মূলাধার। যে অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হয় তার দ্বারা কোন নাফরমানী হওয়া সম্ভব নয়। তার কোন অভাবও হতে পারে না। যেমন—

(২০) وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

অর্থাৎ—"যে আল্লাহকে ভয় করে, যে-কোন সংকীর্ণতায় আল্লাহ পাক তার জন্য রাস্তা খুলে দেন এবং এমনভাবে তার রিজিকের ব্যবস্থা করেন যা তার ধারণারও অতীত ছিল।"

অন্য একটি হাদীসে আছে, যে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, সেই ঘর আসমানের ফেরেশতাদের নিকট এমনভাবে ঝলমল করতে দেখায় যেমন দুনিয়ার মানুষ আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেখে।

(২১) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ حَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ ـ رواه مسلم

অর্থ :—হযরত আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম (সঃ) বলেন—কোন জমাত যদি আল্লাহর যে-কোন একটি ঘরে একত্রিত

www.pathagar.com

হয়ে তেলাওয়াত ও দরছে লিপ্ত হয় তবে তাদের উপর সকীনা অর্থাৎ শান্তি অবতীর্ণ হয় এবং রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং ফেরেশতারা তাদেরকে বেষ্টন ক'রে ফেলে, এবং আল্লাহ পাক নিকটস্থ ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা উল্লেখ ক'রে থাকেন।

এই হাদীসে আল্লাহর জিকির ও কোরআন তেলাওয়াত এবং মাদ্রাসা ও মক্তবের বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। এতে কয়েক প্রকার সম্মানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। উহার এক একটি হাসিল করার জন্য যদি সারাটি জীবনও ব্যয় করা হয় তবুও উহাকে সামান্যই বলা যাবে। বিশেষতঃ শেষ ফজিলতটি, অর্থাৎ মাহবুবের দরবারে সগৌরবে তার আলোচনা এত বড় নেয়ামত যার সমতুল্য আর কিছুই হতে পারে না।

(২২) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صِ اِنَّكُمْ لَاتَرْجِعُوْنَ اِلَى اللّٰهِ بِشَيْئٍ اَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ - حاكم ابود اؤد -

অর্থ :—হুজুরে পাক (সঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ঐ জিনিস অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ আর কোন জিনিস পাবে না যাহা স্বয়ং আল্লাহ পাক হ'তে বের হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন।

অন্যান্য রেওয়ায়েতেও পাওয়া যায়, আল্লাহর দরবারে নৈকট্য লাভের জন্য কোরআন পাকের চেয়ে বড় আর কোন বস্তু নেই। ইমাম আহমদ বিন-হাম্বল আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে খোদা! আপনার দরবারে নৈকট্য লাভের জন্য সবচেয়ে বড় উপায় কি? উত্তর আসলো, আহমদ! সেটা আমার কালাম। আমি আরজ করলাম, বুঝে পড়লে, না কি না বুঝে পড়লে? এরশাদ হলো—বুঝে পড়ুক বা না বুঝে পড়ুক উভয় অবস্থায়ই উহা নৈকট্যের মাধ্যম।

আল্লাহর নৈকট্য লাভ

নিষ্ঠা, আনুগত্য ও একাগ্রতার সাথে নামাজ পড়া, জিকির করা ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের অপরিসীম ফজিলত রয়েছে।

www.pathagar.com

এ যে কত বড় ফজিলত তা বর্ণনা করেও শেষ করা যায় না। আল্লাহ পাক কোরআন মজিদের মাধ্যমে এই ফজিলতের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন :—

> "যে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই এবং যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে হাঁটিয়া আসে আমি তার দিকে দৌড়াইয়া আসি।"

এই সব উপমা দ্বারা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। এমনকি যে তাঁকে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা সাধনা করে আল্লাহ পাক তার চেষ্টার চেয়ে অধিক পরিমাণ রহমতের দৃষ্টি তার প্রতি নিক্ষেপ করেন। অতএব যে কেউ তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাঁকে সর্বদা স্মরণ করে, আল্লাহর রহমতের তাওয়াজ্জুও তার প্রতি সর্বদাই বর্ষিত হতে থাকে।

কোরআনে মজিদ আল্লাহ তালায়ার পবিত্র বাণী। তাই কোরআন শরীফ তেলাওয়াত আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। হাদীস শরীফ পড়লে অন্তর থেকে অহঙ্কার দূর হয়ে বিনয় ভাবের সৃষ্টি হয়, আর আল্লাহর কালাম বারবার পড়লে অন্তরের ময়লা পরিষ্কার হয় এবং আল্লাহ পাকের গুণাবলী পাঠকের মধ্যে প্রকাশ পায় ও তাঁর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। কাজেই নিষ্ঠার সাথে কোরআন তেলাওয়াত আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভের যোগসূত্র হয়ে দাঁড়ায়। মেহেরবান খোদা আপন রহমতের বরকতে সকল ঈমানদার বান্দাকেই তাঁর রহমত হাসিল ও নৈকট্য লাভের সুযোগ দান করেছেন। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভাগ্যবান যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জীবনকে স্বার্থক করে তোলে।

(২৩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهٗ -

www.pathagar.com

অর্থ :—হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, নবীয়ে করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন—কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা আল্লাহর খাছ পরিবারস্থ লোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! তারা কারা? হুজুর উত্তর করলেন, তারা আহলে কোরআন। তারাই আল্লাহর পরিবারস্থ খাছ লোক।

আহ্‌লে কোরআন তাদেরকেই বলা হয় যারা সর্বদা কালাম পাকে লিপ্ত থাকেন। নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর আহ্‌ল! আগেও বর্ণিত হয়েছে যে, যারা নিত্য কালাম পাকে মশগুল থাকেন তাদের প্রতি আল্লাহর মেহেরবানী বর্ষিত হতে থাকে, আর যারা সর্বদা নিকটেই থাকেন তারা পরিবারভুক্তই হয়ে যান। ইহা কত বড় ফজিলত! সামান্য মেহনতেই মানুষ আল্লাহ তায়ালার হয়ে যায়। সামান্য অধ্যবসায় ও সাধনার দ্বারা মানুষ আল্লাহর পরিবারভুক্ত হওয়ার ছোয়াব অর্জন করতে পারে।

(২৪) عَنْ اَبِى هريرة رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ - بخارى ومسلم

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) বলেন—আল্লাহ পাক এত অধিক মনোযোগ কারও প্রতি দেন না যতটুকু মনোযোগের সাথে ঐ নবীর আওয়াজকে শুনে থাকেন যিনি মধুর স্বরে কালামে এলাহী প'ড়ে থাকেন।

আগেই বলা হয়েছে, কোরআন তেলাওয়াতকারীর প্রতি আল্লাহ পাক কতটা দৃষ্টিপাত করেন। নবীগণ যেহেতু তেলাওয়াতে আদব সমূহ পুরোপুরি আদায় ক'রে থাকেন তাই উহার প্রতি অধিক পরিমাণে দৃষ্টিপাত করা স্বাভাবিক। তদুপরি উহার সাথে যখন সুমিষ্ট সুর সংযুক্ত করা হয় তখন তো সোনায় সোহাগা। আম্বিয়াদের পর যে যতটুকু হক আদায় করে পড়বে পর্যায়ক্রমে তার প্রতি ততটুকু তাওয়াজ্জুহ দেওয়া হয়।

(২৫) عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَللّٰهُ

www.pathagar.com

اَشَدُّ اُذُنًا اِلٰى قَارِئِ الْقُرْاٰنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلٰى قَيْنَتِهٖ

رواه ابن ماجه -

অর্থ :—হযরত ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর পাক (সঃ) বলেন—আল্লাহ পাক কোরআন তেলাওয়াকারীর আওয়াজের প্রতি ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক কর্ণপাত করেন যে আপন গায়িকা বান্দীর গানের প্রতি কর্ণপাত করে।

স্বভাবতই মানুষ গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু শরিয়তের নিষেধ হেতু দ্বীনদার লোক গান-বাজনা থেকে দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু কালামুল্লাহকে গানের সুরে পড়া ঠিক নয়, কারণ হাদীসে আছে: প্রেমিক যেভাবে সুর তুলে গান গায়, তোমরা সেইভাবে কোরআন প'ড়ো না।" মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এইরূপ কারী ফাছেক ও শ্রোতা গুনাহগার হবে। তবে সঙ্গীতের মত না হয়ে ভাবগম্ভীর মিষ্টি সুরে পড়াই এখানে উদ্দেশ্য। কারণ হাদীসে এইরূপ পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এক স্থানে আছে, মধুর সুর দ্বারা কোরআনকে অলংকৃত কর। আরও বলা হয়েছে, মিষ্টি সুরে কালামের সৌন্দর্য দ্বিগুণ হয়ে যায়।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রাঃ) একদিন কুফা নগরীর উপকণ্ঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন এক জায়গায় কতকগুলি গুণ্ডাশ্রেণীর লোকের সমাবেশ এবং সেখানে জাজান নামক জনৈক গায়ক সারিন্দা বাজিয়ে গান করছে। ইবনে মাছউদ এরশাদ করেন, ওহ কী মধুর কণ্ঠস্বর! আফছোছ যদি উহা কোরআন তেলাওয়াতে ব্যবহৃত হতো! এই বলে মাথায় কাপড় ফেলে চলে গেলেন। গায়ক জাজান তাঁর কথা শুনতে পেয়ে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলো, উনি কে? লোকে বললো, উনি আবদুল্লাহ বিন মাছউদ সাহাবী। সাহাবীর বাক্য তার অন্তরে এমন আঘাত হানলো যে, সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাদ্যযন্ত্র টুকরা টুকরা ক'রে আবদুল্লাহ ইবনে মাছউদের পিছনে দৌড়ালো। পরে তিনি একজন বিখ্যাত আল্লামা হয়ে যান।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, হুজুর এরশাদ করেছেন—আরবী লাহানে কোরআন শরীফ পড়, প্রেমিক এবং ইহুদ-নাছারার সুরে প'ড়ো না।

www.pathagar.com

অতি শীঘ্র এমন দল আসবে যারা সঙ্গীত ও বিলাপের সুরে কোরআন পড়বে। এতে তারা কোন উপকৃত হবে না। নিজেরা ফেতনায় পড়বে এবং তাদেরকেও ফেতনায় ফেলবে যারা সেই সুরকে পছন্দ করত।

হযরত তাউছ বলেন, জনৈক ব্যক্তি হুজুর (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলো, মিষ্টি সুরে তেলাওয়াতকারী কে? হুজুর এরশাদ করেন, যার আওয়াজ শুনলে তুমি মনে করবে যে, এই ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় আছে। তবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাধ্যানুসারে সুন্দর করে পড়তে চেষ্টা করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এই কাজে কিছু ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। যারা কোরআনের হক আদায় করে পড়তে পারেনা ঐ সব ফেরেশতা এরূপ কেরাতকে ছহী শুদ্ধ করে পড়ে আল্লাহর দরবারে পেঁছায়। হে খোদা। তোমার প্রশংসার কোন সীমা নেই।

(২৬) عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَا أَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - وَاَفْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَلَا تَعْجَلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا -

অর্থ :—হুজুরে আকরাম (সঃ) বলেন—হে আহ্‌লে কোরআন! কোরআন শরীফকে বাক্সবন্দী ক'রে রেখ না। কোরআনের হক অনুযায়ী দিবারাত্র উহাকে তেলাওয়াত কর। উহার প্রচার করতে থাক। উহাকে মধুর সুরে পড়। উহার মধ্যে যা কিছু আছে তা চিন্তা-ভাবনা কর। তবেই তুমি সফলকাম হবে। উহার প্রতিদান দুনিয়াতে চাইবে না। কারণ পরকালে উহার জন্য বিরাট ছওয়াবের ব্যবস্থা আছে।

স্বয়ং কোরআনেও বলা আছে :—

(২৭) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ -

www.pathagar.com

"যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা উহার হক আদায় ক'রে তেলাওয়াত করে থাকে।"

তেলাওয়াতের উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু শুধু নিজে তেলাওয়াত করলেই কর্তব্য শেষ হবে না, উহার প্রচার করতে হবে। অর্থাৎ ওয়াজের দ্বারা, লিখনীর দ্বারা, উৎসাহের দ্বারা এবং আমলের দ্বারা যেভাবেই হোক উহার বহুল প্রচার করবে। আল্লাহর নবী প্রচারের জন্য স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই কোরআন তেলাওয়াত ও প্রচারের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কিন্তু হাল জামানায় আমরা কোরআন-তেলাওয়াত বা প্রচারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে কেবল টাকার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ আমরা টাকার জন্য নীতি-ধর্ম সব কিছু বিসর্জন দিতেও কার্পণ্য করিনা। দুর্নীতি ও অসৎ পথে কত বেশী টাকা আয় করা যায় সেই চিন্তাতেই আমরা মশগুল। কিন্তু আল্লাহর নবী (সঃ) এরশাদ করেন :—

> "যখন আমার উম্মত টাকা-পয়সাকেই বড় জিনিস মনে করতে থাকবে তখন ইসলামের আজমত তাদের অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যখন তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ছেড়ে দেবে তখন অহীর বরকত অর্থাৎ কোরআনের প্রকৃত জ্ঞান হতে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। হে খোদা! আপনি আমাদেরকে হেদায়েত করুন।"

আজ যে আমরা সত্যিই টাকা-পয়সাকেই জীবনের সবচেয়ে আকাংক্ষিত জিনিস ব'লে মনে করি তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? কাজেই আমরা আজ কত নীচে নেমে গিয়েছি এবং দ্বীনের রাস্তা ছেড়ে কেমন দুনিয়াদারীর পিছনে ছুটে চলেছি তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। কিন্তু এর ভয়াবহ পরিণামটা একটু চিন্তা করে দেখা উচিত।

(২৮) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ جَلَسْتُ فِىْ

عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتُرُ بَعْضُ

www.pathagar.com

مِنَ الْعُرَى وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص

فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ

ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا نَسْتَمِعُ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى

فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ اُمِرْتُ اَنْ اَصْبِرَ

نَفْسِىْ مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ وَسَطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهٖ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ

بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهٗ فَقَالَ اَبْشِرُوْا يَا

مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ

الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذَالِكَ خَمْسُ مِائَةِ

سَنَةٍ - رواه ابوداؤد

অর্থ :—হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদিন আমি গরীব মোহাজেরদের সাথে বসা ছিলাম। তাঁরা বস্ত্রহীনতার দরুন একে অন্যকে আড়াল ক'রে বসে ছিলেন, এবং একজন কারী আমাদেরকে কোরআন শরীফ শুনাচ্ছিলেন। হঠাৎ নবীয়ে করীম (সঃ) তশরীফ এনে আমাদের নিকট দাঁড়ালেন। হুজুরের শুভাগমন দেখে কারী সাহেব পড়া বন্ধ ক'রে দিলেন। হুজুর সালাম ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কাজ করছিলে? আমরা বললাম, হুজুর, আমরা কোরআন শরীফ শুনছিলাম। হুজুর বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ খোদার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের নিকট বসবার জন্য আমাকে আদেশ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। অতঃপর হুজুর আমাদের মধ্যভাগে এমনভাবে বসলেন যেন আমরা সকলেই সমান দূরত্বে থাকি। তারপর হুজুর আমাদেরকে ইশারায় হাল্‌কা ক'রে বসতে হুকুম দিলেন। অতঃপর সবাই হুজুরের দিকে মুখ ক'রে বসে গেল। হুজুর তখন এরশাদ করলেন, হে সর্বহারা মোহাজের দল! তোমরা সুসংবাদ শোন, কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূর তোমরা প্রাপ্ত হবে এবং ধনী ব্যক্তিদের অর্ধ দিন আগেই তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে। এবং এই অর্ধ দিন পাঁচ শ' বছরের সমান হবে।

এই হাদীসে গরীবদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত ও মেহেরবানীর ইঙ্গিত রয়েছে। দুনিয়ায় যারা ধনদৌলত সঞ্চয় ক'রে বেড়ায় তাদের তুলনায় দীন-হীন দরিদ্র বান্দা যে আল্লাহর কত নিকটে অবস্থান করে সে ইঙ্গিতও এ হাদীসে স্পষ্ট।

এখানে বস্ত্রহীন অর্থ লজ্জাস্থান ব্যতীত শরীরের বাকী অংশ ঢাকবার মত কাপড় ছিল না বুঝায়। মজলিসের মধ্যে শরীরের বাকী অংশ খোলা থাকাও লজ্জার ব্যাপার ছিল, তাই তাঁরা একে অন্যের সাথে চেপে বসেছিলেন যেন খোলা শরীর দৃষ্টিতে না পড়ে। কোরআন শরীফ শ্রবণে তাঁরা এত মগ্ন ছিলেন যে, প্রথমে হুজুরের আগমনের বিষয় টের পাননি, অবশ্য যখন হুজুর একেবারেই নিকটে এসে গেলেন, তখন তাঁরা তাঁকে দেখতে পেলেন ও কারী সাহেব পড়া বন্ধ করলেন।

আখেরাতের একদিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান। আল্লাহ পাক বলেন :—

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ - (২৯)

অর্থ :—"এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর দরবারের একদিন তোমাদের এখানের গণনা অনুযায়ী হাজার বছরের সমতুল্য।"

এইজন্যই যেখানে কিয়ামতের কথা আসে সেখানে আগামীকল্য শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার এই হাজার বছর সাধারণ মোমিনদের হিসেবে বলা হয়েছে, নচেৎ কাফেরদের বেলায় বলা হয়েছে—তাদের একদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। আবার খাছ মোমিনদের জন্য অবস্থানুসারে সেই দিনের পরিমাণ কম হতে থাকবে, এমনকি কারও জন্য কিয়ামতের দিন ফজরের দুই রাকাত নামাজের সমান মনে হবে।

www.pathagar.com

অনেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন শরীফ পড়ার মধ্যে যেমন ফজিলত, উহা শুনার মধ্যেও তেমনি ফজিলত। এর চেয়ে বড় ফজিলত আর কি হতে পারে? স্বয়ং হুজুর (সঃ)-কেও কোরআন পড়ার মজলিসে বসার হুকুম দেয়া হয়েছে। কোন কোন আলেম ফতোয়া দিয়েছেন যে, পড়ার চেয়ে শুনা উত্তম। কারণ পড়া নফল আর শুনা ফরজ এবং ফরজের মর্যাদা নফল থেকে অনেক বেশী। এই হাদীস দ্বারা একটি মাসআলা বের হয় এবং সে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। সেটা এই যে, নিতান্ত গরীব ব্যক্তি যে নিজের অভাব অনটনের উপর ধৈর্যশীল, সে উত্তম, না ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি যে ধনের হক আদায় ক'রে থাকে, সে উত্তম? এই হাদীস দ্বারা গরীব লোকটি শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর কাছে ধনী অপেক্ষা গরীবই শ্রেষ্ঠ। আমাদের প্রতিপালক প্রভুর কি মহিমা! অথচ আমরা বর্তমান জামানার মুসলমানরা ধনীদের পিছনে ছুটি আর গরীবদের প্রতি দেখাই অবহেলা। অভাবগ্রস্থ মানুষকে কাটিয়ে চলার চেষ্টা করি, তাদের দিকে ফিরেও তাকাই না।

(৩০) مَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنِ

اسْتَمَعَ اِلٰى اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ

وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه احمد

অর্থ:—হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের একটি আয়াত মনোযোগের সাথে শুনবে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং তেলাওয়াত করবে, কেয়ামতের দিন তার জন্য উহা নূর হবে।

রেওয়ায়েত অনুসারে এই হাদীসে যদিও কিছুটা দুর্বলতা আছে, কিন্তু অন্য অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোরআন শরীফ শুনলেও যথেষ্ট ছওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি অনেকেই উহাকে পড়ার চেয়েও উত্তম বলেছেন। হযরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলেন, একদিন হুজুর (সঃ) মিম্বরে বসে এরশাদ করেন, আমাকে কালাম পাক শুনাও। আমি বললাম,

www.pathagar.com

হুজুরের উপর তো কালামুল্লাহ অবতীর্ণ হয়েছে। আমি হুজুরকে কি শুনাব? এরশাদ হলো, শুনতে আমার মন চায়। তখন আমি পড়তে আরম্ভ করলাম, আর ওদিকে হুজুরের (সঃ) দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। একদিন হযরত সালেম (রাঃ) তেলাওয়াত করছিলেন, আর হুজুর পাক (সঃ) বহুক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী (রাঃ)-র কেরাত শুনে হুজুর (সঃ) অনেক প্রশংসা করেছিলেন।

(৩১) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صـ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

অর্থ :—হযরত ওকবা ইবনে আমের হতে বর্ণিত, হুজুরে আকরাম (সঃ) বলেন, যে প্রকাশ্যে কোরআন শরীফ পড়লো, সে যেন প্রকাশ্যে ছদকা দান করলো, আর যে ব্যক্তি চুপে চুপে পড়লো, সে যেন চুপে চুপে ছদকা দান করলো।

ছদকা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কোন কোন সময় ছদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই ভাল, যখন অন্যকে উৎসাহ দেওয়া মকছুদ হয় অথবা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্য থাকে। আবার কখনও গোপনে দেওয়াই ভাল, যখন অন্যকে দেখানোর আশংকা থাকে অথবা অন্যের অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এইভাবে কালামুল্লাহ শরীফও কোন কোন সময় আওয়াজ দিয়া পড়া ভাল, যখন উহা দ্বারা অন্যকে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় এবং উহাতে অন্যের শুনার ছওয়াবও হয়, আবার কখনও আস্তে পড়াই উত্তম, যেখানে অন্যের কষ্ট বা অসুবিধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে জোরে বা আস্তে উভয় প্রকার পড়ার ফজিলতই পাওয়া যায়। গোপনে ছদকা করা ভালো এই হাদীস দ্বারা অনেকে আস্তে পড়ার ফজিলত বের করেছেন; ইমাম বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে রেওয়ায়েত করেন, আস্তে এবং গোপনে আমল করা প্রকাশ্যে আমল করার চেয়ে সত্তরগুণ বেশী ফজিলত রাখে। হযরত জাবের (রাঃ) হুজুর (সঃ)-এর এরশাদ বর্ণনা করেন যে, শব্দ ক'রে এমনভাবে পড়োনা যার দ্বারা অন্যের আওয়াজের সাথে টক্কর লেগে যায়। হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাঃ) মদীনার মসজিদে এক

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে জোরে কোরআন শরীফ পড়তে শুনলেন। তিনি লোকটিকে শব্দ করে পড়তে বাধা দিলেন। তেলাওয়াতকারী কিছু তর্ক করতে চাইলো। তখন তিনি বললেন, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পড়তে চাও, তবে আস্তে পড়। আর যদি মানুষের জন্যে পড়, তবে সেই পড়া বৃথা। এই ভাবে হুজুর পাক (সঃ) হতে জোরে পড়ার রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে। শরহে এহ্ইয়ায় উভয় প্রকার বর্ণনারই উল্লেখ আছে।

(৩২) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ اَمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَطَهُ اِلَى النَّارِ - رواه ابن ماجه -

অর্থঃ—হযরত জাবের (রাঃ) হুজুরে আকরাম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, কোরআন মজিদ এমন সুপারিশকারী যার সুপারিশ নিশ্চিতভাবে মকবুল এবং বিতর্ককারী যার তর্ক মেনে নেয়া হবে। যে ব্যক্তি উহাকে সম্মুখে রেখেছে, তাকে কোরআন পাক জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি উহাকে পিছনে রেখেছে, উহা তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

অর্থাৎ যার জন্য কালাম পাক সুপারিশ করবে, আল্লাহর দরবারে তার সুপারিশ নিশ্চিতভাবে মকবুল হবে। আবার যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, তার অভিযোগও গ্রহণ করা হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা কোরআনকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে, খোদার দরবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সে বিতর্ক করবে। আর হক নষ্টকারীদের নিকট কেন হক নষ্ট করেছে তার কৈফিয়ত তলব করবে। যে ব্যক্তি উহাকে অনুসরণ করেছে অর্থাৎ কালামুল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে আপন জীবনকে পরিচালিত করেছে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কর্মসূচী তৈরী করেছে, কোরআন তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আর যে ব্যক্তি অবহেলা করে উহাকে পিছনে ফেলে রেখেছে, তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া অনিবার্য।

বোখারী শরীফের সেই দীর্ঘ হাদীসটির কিছু অংশ এইরূপ—হুজুর (সঃ)-কে কিছু কিছু পাপের পরিণাম সম্পর্কে দেখানো হচ্ছিল। এক ব্যক্তির অবস্থা ছিল এই যে, তার মাথায় একটা পাথর এত জোরে নিক্ষেপ করা

www.pathagar.com

হচ্ছিল যে, তার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। হুজুর (সঃ) ইহার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসলো, তাকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে না রাত্রে কোরআন তেলাওয়াত করেছে, না দিনে উহার উপর আমল করেছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এই ব্যবহারই করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কালাম এতবড় নেয়ামত যার প্রতি অবহেলা করলে শাস্তি পাওয়াই স্বাভাবিক। অতএব মুসলমানের সন্তান যারা কোরআন পড়তে শিখেনি তাদের অন্য কাজ মুলতবী রেখে সর্বাগ্রে কোরআন-পড়া শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজন। আর যারা শিখেও উহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে চলেছে, তাদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন অবিলম্বে সতর্ক হয়ে যান এবং নিয়মিতভাবে কালামুল্লাহর তেলাওয়াত, অনুশীলন ও অনুসরণে নিয়োজিত হন।

চরম হতভাগ্য মুসলিম সন্তান

বর্তমান জামানায় বিভিন্ন দেশে এমন অসংখ্য মুসলিম সন্তান দেখতে পাওয়া যায় যারা কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাপার নিয়ে আদৌ কোন আগ্রহ দেখায় না। এমনকি অনেকে আবার কোরআন-হাদীসের ব্যাপারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব দেখাতেও দ্বিধা করেনা। এরাই হলো মুসলিম সন্তানদের মধ্যে চরম হতভাগ্য। বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এদের মানসিকতা এতই বিকৃত এবং মগজ এমনই বিগড়ে গিয়েছে যে, 'প্রগতির' নামে এরা কোরআন-হাদীসের সত্যতা ও স্বার্থকতা নিয়েও বিতর্ক তোলার দুঃসাহস দেখায়। অথচ এরাও মুসলমানের ছেলে বা মেয়ে এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনপত্রে কিংবা চাকরির দরখাস্তে এরা ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ফরম পূরণও করে থাকে। কিন্তু এদের অন্তর একেবারেই ইসলামশূন্য। এরাই হলো মুসলিম সন্তানদের মধ্যে চরম হতভাগ্য এবং এদের জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চিত কঠোর আযাব। আল্লাহ রাহমাহনুর রহীম এদেরকে হেদায়েত করুন।

তবে বর্তমান যুগে তবলীগ জামাতের একটা প্রধান কর্মসূচী হওয়া উচিত এইসব পথভ্রান্ত মুসলিম সন্তানদের দ্বীন ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যথোপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা। ইসলামের এমনই নেয়ামত যে, উহার আবেদন সহজেই মানুষের মনে দাগ কাটে। তবলীগের

www.pathagar.com

আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেক বিধর্মী কাফের সন্তান যখন ইসলামে ঈমান এনেছে, তখন পথভ্রান্ত মুসলিম সন্তানদেরই বা কেন আল্লাহর রাস্তায় ফিরিয়ে আনা যাবে না? আমার বিশ্বাস অতি আধুনিকতার অনুসারী পথভ্রান্ত মুসলিম সন্তানদের আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের রাস্তায় ফিরিয়ে আনার জন্য তবলীগ জামাত যদি একটা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে, তবে তা অবশ্যই অত্যন্ত সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ হবে। এ ব্যাপারে অধিক বিলম্ব করাও উচিত হবে না। কারণ অনেকে কোরআন ও সুন্নাহর প্রতি প্রকাশ্য অনীহা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করতে শুরু করেছে, তাই এদেরকে হেদায়েত করা তবলীগের জন্য জরুরী কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই আমি মনে করি। কারণ এই অধঃপতনের গতি এখনই রোধ না করা হলে আগামীতে তা আরও ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

(৩৩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص

الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ - يَقُوْلُ الصِّيَامُ رَبِّ اِنِّىْ

مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فِى النَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ

رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ-

অর্থ :—হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, রোজা এবং কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার হতে বিরত রেখেছি। কাজেই তার বিষয়ে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। এবং কোরআন বলবে, হে পরওয়ারদেগার! তাকে আমি রাত্রি বেলায় নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি, কাজেই তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক উভয়ের সুপারিশই কবুল করবেন।

তারগীব গ্রন্থে খাওয়া এবং পান করা শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হাদীসের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। হাকেম গ্রন্থে পান করার পরিবর্তে

www.pathagar.com

খাহেশাত শব্দ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ রোজাদারকে আমি দিনের বেলায় খানা এবং নফ্‌ছানী খাহেশাত হতে বিরত রেখেছি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে—রোজাদারকে যাবতীয় খাহেশাত হতে বেঁচে থাকতে হবে, এমনকি উহা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও, যেমন স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি। কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে—কোরআনে মজিদ যুবকের ছুরতে এসে বলবে, আমিই তোমাকে রাত্রিবেলায় জাগ্রত রেখেছি ও দিনের বেলায় পিপাসিত রেখেছি। এই হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে, হাফেজদের রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা উচিত। স্বয়ং কালাম পাকেও উহার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যেমন---

(৩৪) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ -

অর্থ:---আপনি রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদ পড়ুন এবং আপনার জিম্মায় অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে।

অন্য স্থানে আছে----

(৩৫) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا -

অর্থাৎ রাত্রিবেলায় আপনি নামাজ পড়ুন এবং রাত্রে অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ-তাহলীল পড়তে থাকুন।

অন্য জায়গায় আছে----

(৩৬) يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ -

অর্থাৎ রাত্রি বেলায় তারা আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদায় থাকে।

অন্য স্থানে আছে----

(৩৭) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا -

অর্থাৎ যারা সিজদা এবং কেয়াম অবস্থায় আপন প্রাভুর সম্মুখে রাত্রি যাপন-করে থকে।

www.pathagar.com

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর পাক (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অনেক সময় তেলাওয়াত করতে করতে সারা রাত্রি অতিবাহিত ক'রে দিতেন। হযরত ওছমান (রাঃ) কোন কোন সময় বেতেরের এক রাকাতে পুরা কোরআন শেষ করে ফেলতেন। এইভাবে আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের (রাঃ) এক রাকাতে পুরা কালাম পাক খতম করতেন। হযরত সায়ীদ বিন জোবায়ের বয়তুল্লাহর ভিতর দুই রাকাতে সম্পূর্ণ কোরআন পড়তেন। ছাবেত বানানী (রঃ) দিবারাত্রির মধ্যে এক খতম করতেন। এইভাবে আবু হোরায়রাহও করতেন। আবু শায়েখ হানায়ী বলেন, আমি এক রাত্রে দুই খতম আরও দশ পারা কোরআন পড়েছি। যদি ইচ্ছা করতাম তৃতীয় খতমও শেষ করতে পারতাম। ছালেহ ইবনে কিছান হজ্জের সফরে প্রতিরাত্রে প্রায়ই দুই খতম পড়তেন। মানসুর বিন জাযান চাশতের নামাজে এক খতম এবং জোহর হতে আছর পর্যন্ত আর এক খতম করতেন। এছাড়াও তিনি রাত্রেটা নফলে কাটিয়ে দিতেন এবং এত বেশী কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে কাপড় ভিজে যেত।

শরহে এহ্ইয়ায় লিখিত আছে— কোরআন শরীফ খতম করার ব্যাপারে পূর্ববর্তী বুজুর্গানদের অভ্যাস বিভিন্ন প্রকার ছিল। কেউ কেউ দৈনিক এক খতম করতেন। যেমন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রমজানের বাইরে এক খতম এবং রমজানের মধ্যে দুই খতম করে পড়তেন। হযরত আসওয়াদ, ছালেহ ইবনে কিছান, সায়ীদ ইবনে জোবায়ের প্রমুখ বুজুর্গানদেরও একই রকম আমল ছিল। এমনকি হযরত সোলায়মান বিন গুল্জ যিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন, মিশর বিজয়ে তিনি শরীক ছিলেন, হযরত মোয়াবিয়া তাঁকে কেছাছের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি প্রতি রাত্রে কোরআন শরীফ খতম করতেন। আল্লামা নবভী (রঃ) কিতাবুল আজকারে উল্লেখ করেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সম্পর্কে সর্বাধিক সংখ্যক খতমের বর্ণনা যা আমরা পেয়েছি তা এই যে, ইধনুল কাতেব (রঃ) দৈনিক আটবার কোরআন খতম করতেন। ইবনে কোদামা ইমাম আহমদ হতে বর্ণনা করেন, খতমের কোন সীমারেখা নেই; উহা তেলাওয়াতকারীর মানসিক স্ফূর্তির উপর নির্ভর করে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রতি রমজানে একষট্টী খতম করতেন। এক খতম দিনে, এক খতম রাত্রে এবং এক খতম পুরা ত্রিশটি দিন তারাবীহ

www.pathagar.com

নামাজে। কিন্তু হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, তিন দিনের কম সময়ে খতম করলে চিন্তা-ভাবনা ক'রে পড়া যায় না। এইজন্য ইবনে হাজাম এবং আরও অনেকে তিন দিনের কম খতম করা হারাম বলেছেন। মনে হয়, এই হাদীস সর্বসাধারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা সাহাবারা এর চাইতেও কম সময়ে পড়তেন। এইভাবে উর্ধ্ব সংখ্যারও কোন সীমারেখা নেই। যতদিনে সহজ হয় ততদিনে খতম করা যায়। কিন্তু কোন কোন আলেমের মতে এক খতম করতে চল্লিশ দিনের উপর যেন না যায়। মোট কথা দৈনিক কম পক্ষে তিন পোয়া পারা পড়া জরুরী এবং কোন জরুরী কারণ বশতঃ একদিন পড়তে না পারলে পরের দিন কাজা ক'রে পড়া উচিত। অর্থাৎ চল্লিশ দিনে যেন এক খতম পুরা করা সম্ভব হয়। অধিকাংশ ওলামার মতে যদিও ইহা জরুরী নয়, তবুও সাবধানতার জন্য এর চেয়ে কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আবার কোন কোন হাদীস দ্বারা এই মতের সমর্থনও পাওয়া যায়। যেমন একটি হাদীসে আছে—

(৩৮) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ عَزَبَ -

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনে খতম করল সে অনেক দেরী করে ফেললো।

কোন কোন ওলামা ফতোয়া দিয়েছেন যে, প্রতিমাসে এক খতম করা উচিত, তবে সাত দিনে এক খতম করা সবচেয়ে উত্তম। জুমার দিন শুরু করবে এবং প্রতিদিন এক মঞ্জিল করে পড়লে বৃহস্পতিবার দিন শেষ হবে। ইমাম আবু হানিফার অভিমত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মতে কোরআন শরীফের হক হলো বছরে দুই খতম করা। সুতরাং এর চেয়ে কম হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কালাম পাক দিনের শুরুতে শেষ হলে সারা দিন এবং রাত্রের শুরুতে শেষ হলে সারা রাত ফেরেশতাগণ তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে। অনেক বুজুর্গান এর থেকে বিশ্লেষণ করে বের করেছেন যে, গরমের দিনে সকাল বেলায় শেষ করবে ও শীতকালে রাতের শুরুতে শেষ করবে, এতে অনেক সময় পর্যন্ত ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যায়।

(৩৯) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص

www.pathagar.com

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اَفْضَلَ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْقُرْآنِ لَا نَبِيٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهُ -

অর্থ ঃ—হযরত সায়ীদ বিন সোলায়েম (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুরে আকরাম (সঃ) বলেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কালাম পাকের চাইতে বড় সুপারিশকারী আর কেউ হবে না। কোন নবীও নয় এবং কোন ফেরেশতাও নয়।

কালামুল্লাহ শরীফ যে কত বড় সুপারিশকারী, তা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক স্বীয় রহমতের উছিলায় মোমিন বান্দাদের জন্য কালাম পাককে সুপারিশকারী করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

লা-আলিয়ে মাছনুয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যখন মানুষ মারা যায় এবং তার পরিবারের লোকজন তার কাফন-দাফনের কাজে লিপ্ত হয়, তখন মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে এক অপূর্ব সুন্দর যুবক হাজির হয়। যখন মুর্দাকে কাফন পরানো হয়, তখন সেই যুবক কাফন ও ছিনার মধ্যভাগে থাকে। লোকেরা যখন দাফন ক'রে ফিরে আসে এবং মুনকীর-নকীর প্রশ্ন করতে আসে, তখন ফেরেশতারা মুর্দাকে নিরালায় প্রশ্ন করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে পৃথক করতে চায়, কিন্তু সে তখন বলে, ইনি আমার সঙ্গী এবং বন্ধু। আমি যে-কোন অবস্থায় তাকে একা ছেড়ে যেতে পারি না। তোমরা যদি তাকে প্রশ্ন করার জন্য নিযুক্ত হয়ে থাক, তবে আপন কাজ ক'রে যাও, আমি কিন্তু তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পূর্বে তার কাছ থেকে পৃথক হতে পারিনা। অতঃপর সে বন্ধুর দিকে লক্ষ্য ক'রে বলবে, আমি আপনার সেই কোরআন যাহা আপনি কখনও আস্তে আবার কখনও জোরে পড়তেন। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, মুনকীর-নকীরের প্রশ্নের পর আপনার আর কোন চিন্তা নেই। ফেরেশতাদের প্রশ্নাবলীর পর সে তার জন্য বেহেশতে বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করবে, যাহা রেশমের তৈরী হবে এবং উহা মেশ্‌ক দ্বারা ভর্তি থাকবে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের এবং উহা আমল করার ফজিলত বর্ণনা করেও শেষ করা যায় না। আফছোছ! মুসলমানদের অধিকাংশই এহেন পুণ্য হাছিল থেকে গাফেল রয়েছেন।

www.pathagar.com

(৪০) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَا يُوْحٰى اِلَيْهِ لَا يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ وَلَا يَجْهَلُ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِيْ جَوْفِهِ كَلَامُ اللهِ - حاكم

অর্থ :—হুজুরে আকরাম (সঃ) বলেন—যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়লো, সে যেন আপন ছিনায় ইল্‌মে নবুওতকে হাছিল করল; পার্থক্য এই যে, তার কাছে ওহী আসল না। কোরআনওয়ালা আপন বুকে কোরআন ধারণ ক'রে যে তার সাথে রাগ করে তার সাথে রাগ করতে পারে না বা মুর্খের সাথে সে মূর্খ হতে পারে না।

যেহেতু হুজুর পাক (সঃ) এর তিরোধানের পর ওহীর দরওয়াজা বন্ধ হয়ে গেছে, অতএব, ওহী তো এখন আর আসবে না, কিন্তু আল্লাহর কালাম হিসেবে নিঃসন্দেহে ইল্‌মে নবুওত। আর যে ব্যক্তি ইল্‌মে নবুওত প্রাপ্ত হলো তার জন্য জরুরী চরিত্রবান হওয়া এবং অন্যায় আচরণ হতে বেঁচে থাকা। হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ বলেন, হাফেজে কোরআন হচ্ছে ইসলামের পতাকা বহনকারী, কাজেই যারা খেলাধুলায় মত্ত, ধর্মকর্ম হতে গাফেল, তাদের সঙ্গে হাফেজ সাহেবানদের বন্ধুত্ব করা সঙ্গত নয়।

(৪১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص ثَلٰثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ - هُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ - رجن

www.pathagar.com

قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ

وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَرَجُلٌ أَحْسَنَ

فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ - رواه طبرانى

অর্থ:—হযরত রসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যারা কিয়ামতের ভয়ানক বিপদেও ভীত হবেনা। তাদের কোন হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না, বরং তারা মেশ্‌কের টিলার উপর আনন্দ করতে থাকবে। অথচ অন্যান্য মাখলুক তখন হিসাব-কিতাবে ব্যস্ত থাকবে। এরা হলো: (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোরআন পাক পড়েছে এবং এমনভাবে ইমামতি করেছে যে, মুক্তাদিগণ তার উপর সন্তুষ্ট ছিল; (২) ঐ ব্যক্তি যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আজান দিয়েছে, অর্থাৎ লোকজনকে নামাজের জন্য ডেকেছে; (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভু এবং অধীনস্থ লোক উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহার ক'রে থাকে।

ইসলামে ঈমান আনয়নকারী এমন কোন লোক নেই যে রোজকিয়ামতের অতি ভয়ংকর বিপদ ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে। সেই চরম সংকটের দিনে সামান্যতম ব্যবস্থাও লক্ষ কোটি নেয়ামত হতে অধিক আকাংক্ষিত ও আনন্দদায়ক হবে। উপরন্তু সেই সাথে অনাদি উপভোগের ব্যবস্থা হলে তা কতই না সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। এবং অনিবার্য ধ্বংস ঐ সব পাপাচারী দলের জন্য যারা কোরআনের শিক্ষাকে 'অনর্থক' ও 'সময়ের অপচয়' ব'লে মনে করে। আল্লাহ রাহমানুর রহীম এই সব পথভ্রান্ত লোকদের হেদায়েত করুন।

(৪২) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص يَا أَبَا

ذَرٍّ لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ

www.pathagar.com

أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ

عُمِلَ بِهِ أَوْلَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ

رَكْعَةٍ - رواه بن ماجه

অর্থ :—হযরত আবুজর (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেন—হে আবুজর! তুমি যদি সকাল বেলায় গিয়ে কালামুল্লাহ শরীফ থেকে একটি আয়াতও পাঠ কর, তবে এক শত রাকাত নফল পড়ার চাইতেও তা উত্তম হবে। আর ঐ সময়ে যদি তুমি ইল্‌মের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, চাই উহার উপর আমল করা হোক বা না হোক, তবে উহা হাজার রাকাত নফল পড়া হতেও উত্তম।

বহু হাদীসের ভাবার্থে বুঝা যায়, এলেম শিক্ষা করা ইবাদত হতে শ্রেষ্ঠ। এলেমের ফাজায়েল সম্পর্কিত হাদীস সমূহ বর্ণনা করা এখানে দুষ্কর। হুজুরে আকরাম (সঃ) এরশাদ করেন, আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এই রকম যেমন আমার ফজিলত তোমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির উপর। অন্য স্থানে বর্ণিত আছে, শয়তানের নিকট একজন বিজ্ঞ আলেম ফকীহ সহস্র আবেদ হতেও কঠিন।

তবে প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী ক'জন আছেন সেটাও আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। শুধু মৌলবী বা মওলানা টাইটেল থাকলেই যে 'আলেম' হওয়া যায় না, এটা সকলেরই উপলব্ধি করা দরকার। টাইটেলধারী মৌলবী-মওলানা প্রত্যেকেরই উচিত প্রকৃত আলেম হওয়ার জন্য জ্ঞান ও তাকওয়ার সাধনায় জীবনকে নিয়োজিত করা।

(৪৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص مَنْ قَرَأَ

عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ - رواه حاكم

অর্থ :—হযরত আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত, হুজুর পাক (সঃ) বলেন

www.pathagar.com

—যে ব্যক্তি কোন রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ ক'রল, সে উক্ত রাত্রে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হবে না।

এখানে খেয়াল করা উচিত যে, দশটি আয়াত পড়তে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় হয়। আর উহা পড়লেই সারাটি রাত গাফেল না হয়ে যাকেরীনদের মধ্যে গণ্য হওয়া যায়। এর চেয়ে বড় ফজিলত এবং বান্দার জন্য এর চেয়ে সুবিধা আর কি হতে পারে?

(৪৪) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ - حاكم

অর্থ:—হুজুর আকরাম (সঃ) এরশাদ করেন—যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময় মত যথারীতি পড়বে, সে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে একশত আয়াত পাঠ করবে, সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়নেওয়ালাদের মধ্যে গণ্য হবে।

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হুজুর পাক (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে একশত আয়াত পড়বে, সে কোরআনের অভিযোগ হতে নিস্তার পাবে। আর যে ব্যক্তি দুইশত আয়াত পড়বে, সে সারা রাত্রি ইবাদত করার ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দুইশত হ'তে পাঁচশত পর্যন্ত পাঠ করবে, সে এক 'কেনতার' পুণ্য লাভ করবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! 'কেনতার' কি জিনিস? হুজুর উত্তর করেন, বার হাজার দীনার বা দেরহাম সমতুল্য।

এই সমস্ত হাদীস কালামুল্লাহ শরীফ নিয়মিত অধ্যয়ন করার বিরাট ফজিলতেরই পরিচায়ক। কিন্তু আফছোছ যে, আমরা এখনও এসব বিষয়ে গাফেল বা উদাসীন রয়েছি। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন।

(৪৫) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ

www.pathagar.com

السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ

اَنَّهُ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ قَالَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ

كِتَابُ اللّٰهِ - رواه ريس

অর্থ :—হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবীয়ে করীম (সঃ) কে খবর দিলেন, অতি সত্বর বহু ফেৎনা দেখা দিবে। হুজুর জিজ্ঞেস করেন, ঐ সব ফেৎনা হতে বাঁচবার উপায় কি? জিব্রাইল (আঃ) বললেন, একমাত্র আল্লাহর কিতাব কোরআন শরীফ।

সকল আদম সন্তানের একথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, কালামুল্লাহর আমল করাও যাবতীয় ফেৎনা হতে বাঁচার জিম্মাদার ; এবং উহার তেলাওয়াত ফেৎনা হতে মুক্তি পাওয়ার উপায়স্বরূপ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ঘরে কালাম পাক পড়া হয়, সেই ঘরে সকীনা এবং রহমত অবতীর্ণ হয় ; শয়তান সেই ঘর হতে বিতাড়িত হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ইয়াহইয়া (আঃ) বনী ইসরাইলকে বলেছিলেন, আল্লাহ পাক তোমাদিগকে তাঁর কালাম পড়বার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন কোন একটি দল আপন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে, অথচ শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত। কিন্তু যেদিক থেকে তারা আক্রমণ করতে আসে, সে দিকেই তারা দেখতে পায় যে, আল্লাহর কালাম তাদের রক্ষক হয়ে আছে এবং উহা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করছে।

এই সমস্ত রেওয়ায়েত ও ঘটনা কালামুল্লাহ শরীফ অধ্যয়নের সীমাহীন ছওয়াব ও ফজিলতের স্মারক। সুতরাং তেলাওয়াতে কালাম পাক যে বান্দার জন্য কত বড় উপকারী তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে শেষ করা যায় না। প্রত্যেক মুসলমান ভাই-বোনের কর্তব্য প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কালাম পাক তেলাওয়াত করা, উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য চেষ্টা করা এবং জীবনের সমস্ত কাজে ও কর্মে উহাকে আমল করা।

শুধু রোজ কিয়ামতেই নয় গোর-আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার জন্যও

www.pathagar.com

কালাম পাক যথেষ্ট উপকারে আসতে পারে। কোরআন শরীফের এমন অনেক সূরা আছে, যাহা বান্দাকে কবর-আযাব থেকে রক্ষা করে।

প্রত্যেক মুসলমানের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, কবর-আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর পর প্রত্যেককেই উহার সম্মুখীন হতে হবে। হযরত ওছমান (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশ দিয়ে গমন করতেন, তখন কান্নায় তাঁর দাড়ি ও বুক ভেসে যেত। লোকে প্রশ্ন করত, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনায়ও এত বেশী কান্নাকাটি করেন না, এর কারণ কি? তিনি বলতেন, আমি হুজুর পাকের নিকট শুনেছি, কবর হতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর কোথায়ও নেই। হে খোদা! তোমার করুণারাশি দ্বারা ঐ শাস্তি হতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

(৪৬) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ - قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَضْرِبُ مِنْ اَوَّلِهٖ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰخِرَهٗ وَمِنْ اٰخِرِهٖ حَتّٰى يَبْلُغَ اَوَّلَهٗ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ -

رواه الترمذى

অর্থঃ—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একব্যক্তি একদিন জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! সবচেয়ে বড় আমল কি? হুজুর বললেন, হাল-মোরতাহেল। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হাল-মোরতাহেলের অর্থ কি? হুজুর বললেন, যে ব্যক্তি কোরআনের শুরু হতে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পড়ে, শেষ হবার পর আবার শুরু থেকে আরম্ভ করে এবং সেখান থেকে আগে অগ্রসর হয়।

'হাল' অর্থ মঞ্জিলে আশ্রয় গ্রহণকারী আর 'মোরতাহেল' অর্থ প্রস্থানকারী। অর্থাৎ কালাম পাক খতম করার পর যে প্রথম থেকে আবার শুরু করে, খতম করে ক্ষান্ত হয় না। কান্‌জুল উম্মাল গ্রন্থে উহাকে

www.pathagar.com

আলখাতেমুল মোফতাতেহ্ বলা হয়েছে, যার অর্থ ঠিক আগের মতই করা হয়েছে।

এতকান গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হুজুর (সঃ) খতমের পর কুল আউজু শেষ ক'রে সূরা বাকারার মোফলেহুন পর্যন্ত পড়তেন। খতমের পর কোরআনের দোয়া করতেন।

(৪৭) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا - بخارى ومسلم

অর্থঃ—হুজুর পাক (সঃ) বলেন, কোরআনের খবর রাখার ব্যাপারে সচেতন থেকো। ঐ খোদার কছম যাঁর হাতে আমার জীবন, উট রজ্জু ছাড়া হলে যেমন হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা, খবর না রাখলে সিনা হতে কোরআন এরূপ বের হয়ে যাওয়ার আরও বেশী সম্ভাবনা।

অর্থাৎ হেফাজত না করলে বা রজ্জুছাড়া হলে জানোয়ার যেভাবে পালিয়ে যায়, তেমনি কালাম পাকের হেফাজত না করলেও উহা স্মরণ থাকে না। প্রকৃত পক্ষে কোরআন শরীফ মুখস্থ থাকা উহার একটি প্রকাশ্য মোজেজা। নচেৎ উহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অন্য বই মুখস্থ করে মনে রাখা অসম্ভব। সূরা কামারে আল্লাহ পাক হেফ্জ করাকে খাছ এহসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ বলেন :—

(৪৮) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ -

অর্থ :—"আমি কোরআনকে হেফ্জ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি; কোন ব্যক্তি কি হেফ্জ করতে প্রস্তুত আছে?"

এখানে প্রস্তুত আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আফসোস এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়কে বারবার তাকিদ করে বলেছেন, উহাকেই

www.pathagar.com

আমরা সময়ের অপচয় বা অনর্থক বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। অতঃপর আমরা যে ধ্বংস হচ্ছি না, উহাই আল্লাহর মেহেরবানী। তবে, যে সমস্ত নিত্য নতুন বালা-মুছিবত আমাদিগকে ঘিরে রয়েছে, তা এই সব নাফরমানীর ফল বৈ কি ?

মূল কথা হেফ্জ করা আল্লাহর একটি দান মাত্র। হুজুর (সঃ) বলেন, আমার নিকট উম্মতের সমস্ত গুনাহ্ পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু কোরআন শরীফ পড়া ভুলে যাওয়ার মত বড় পাপ আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে; যে ব্যক্তি কোরআন হেফ্জ করে ভুলে গিয়েছে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর দরবারে কুষ্ঠরোগী হয়ে হাজির হবে। কোরআনের আয়াতেও উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আয়াতের অর্থ এই যে,

"যে ব্যক্তি আমার যিকির হতে বিমুখ থাকবে, আমি তার জীবনকে বিড়ম্বনায় পরিণত করে দেব এবং কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, প্রভু! আমাকে কেন অন্ধ করে উঠালে, আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম? এরশাদ হবে, তোর নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, তুই সেগুলিকে ভুলে গিয়েছিলি, কাজেই আজ তোকেও ভুলে যাওয়া হবে। অর্থাৎ তোর কোন সহায়ক নেই।"

কালাম পাকের দ্বারা অর্থোপার্জন

অনেকে কোরআম শরীফ পড়ার বিনিময়ে অর্থোপার্জন বা অন্য কিছু গ্রহণ করে থাকে; কিন্তু আল্লাহর কালাম বিক্রি করে খাওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। অনেকে আবার কোরআন শরীফ ও উহার তফসীর ছেপে প্রচুর মুনাফা উপার্জন করে বাড়ী-গাড়ীর মালিক হয়েছে; কিন্তু এটা যে কতবড় গর্হিত কাজ, তা বলে শেষ করা যায় না। আল্লাহর কালাম বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা নিশ্চিতভাবেই একটি জঘন্য অপরাধ। তবে আল্লাহর কালাম ও উহার তফসীর প্রচারের উদ্দেশ্যে কেবল ছাপার খরচ উসল করার সমপরিমাণ মূল্য ধার্য করা হয়ত-বা অপরাধ নয়। কিন্তু উহার দ্বারা মুনাফা উপার্জন করা নিশ্চিতভাবেই জঘন্য অপরাধ। এ বিষয়ে আমাদের দেশের আলেম-ওলামা এবং প্রকাশক-বিক্রেতাদের হুশিয়ার হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

(৪৯) عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ - بيهقى

অর্থ :—হুজুর পাক (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট হতে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করে, সে কিয়ামতের দিন এমন ভাবে আসবে যে, তার মুখে কোন মাংস থাকবে না।

আর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ার লোভে কোরআনকে ব্যবহার করে, কোরআন পাঠ করে, আখেরাতে তার কোন প্রাপ্য নেই। হুজুর বলেন, আমরা কোরআন পড়ি, আমাদের মধ্যে আরবী, আজমী সব রকমের লোক রয়েছে। যেভাবেই পড়তে পার, পড়তেই থাক। অতি শীঘ্র এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কোরআনের অক্ষরকে তীরের মত সোজা ক'রে এক এক হরফ দুরস্ত করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে, সুর তুলে পড়বে। এই সবের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া উপার্জন করা। মাংসহীন চেহারা হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সে যখন সর্বোচ্চ সম্মানী বস্তু কোরআনকে বেইজ্জত ক'রে পার্থিব উদ্দেশ্যে পড়লো, আল্লাহ পাকও তার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখমণ্ডলকে বেইজ্জত ক'রে মাংসহীন ক'রে দেবেন।

হযরত ইমরান বিন হোসাইন এক ব্যক্তিকে কোরআন পড়ে লোকের নিকট কিছু চাইতে দেখলেন। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে বললেন, আমি হুজুর (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে, সে কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহর নিকট করবে। অতি শীঘ্র এমন লোক আসবে যারা কোরআন পড়ে ভিক্ষা চাইবে।

মাশায়েখগণ লিখেছেন, যারা এলেমের দ্বারা দুনিয়া তলব করবে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো যেমন মুখ দিয়ে জুতা পরিষ্কার করা। এতে জুতা তো পরিষ্কার হবে, কিন্তু মুখ দ্বারা জুতা পরিষ্কার করা চরম আহাম্মকী ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলেন—

(৫০) أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى

www.pathagar.com

অর্থাৎ—"এরাই ঐসব লোক যারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করল।"

উবাই বিন কা'ব বলেন—আমি এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি সূরা শিখিয়েছিলাম। সে প্রতিদানে আমাকে একটি তীরের কামান দান করেছিল। আমি হুজুরের নিকট প্রকাশ করলাম, হুজুর বললেন, তুমি যেন জাহান্নামের একটি তীর নিয়েছ।

এইরূপ ঘটনা ওবাদা বিন ছামেত হতেও বর্ণিত আছে। হুজুর (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি জাহান্নামের একটি স্ফুলিঙ্গ নিজের কাঁধের উপর লটকিয়েছ। অন্য রেওয়ায়েতে আছে—যদি তুমি জাহান্নামের একটি জিঞ্জির গলায় পরতে চাও, তবে উহাকে কবুল কর।

এই সব রেওয়ায়েতের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন ব্যবসায়ীদের সতর্ক হওয়া উচিত। কেউ যেন কালাম পাক বিক্রির দ্বারা মুনাফা উপার্জন না করেন। তা ছাড়া ঐ সব আলেম ও হাফেজদের খেদমতে করজোড়ে প্রার্থনা করি, যারা শুধু পয়সা উপার্জনের উদ্দেশ্যে খতম পড়েন বা মকতবে কোরআন শিক্ষা দিয়ে থাকেন। খোদার দিকে চেয়ে আপন জিম্মাদারী ও ইজ্জতের প্রতি খানিকটা লক্ষ্য করুন। যারা নিজের বদ-নিয়তের দরুন ছেলেমেয়েদের কোরআন পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে, উহার অশুভ পরিণাম শুধু তাদেরকেই ভোগ করতে হবে না, বরং আপনাকে উহার জওয়াব দিতে হবে এবং যারা কোরআন শিক্ষার প্রতিবন্ধক তাদের মধ্যে আপনিও গণ্য হবেন। আপনি হয়ত নিজেকে কোরআনের প্রচারক মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই উহাকে বন্ধ করছি। আমাদের বদ-নিয়ত ও বদ-খাছলতের দরুনই আজ অনেক লোক কোরআনের অনুশীলন ছেড়ে দিয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানী ওলামারা তালীমের পরিবর্তে বেতন লওয়াকে এইজন্য হারাম করেছেন যে, আমরা উহাকে মূল উদ্দেশ্য ক'রে নিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে মোদাররেসীনদের আসল মকছুদ ইল্‌মে কোরআনের প্রচার হওয়া উচিত। বেতন শুধু শিক্ষার পরিবর্তে নয়, প্রয়োজনের তাকিদেই হতে হবে।

কালাম পাকের যে সব ফাজায়েল ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, উহা দ্বারা একমাত্র মকছুদ হলো তার সাথে মহব্বত পয়দা ; কেননা কালাম পাকের সাথে মহব্বতের অর্থই হলো আল্লাহ পাকের মহব্বত। মানব

www.pathagar.com

সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো খোদার মারেফাত হাছিল করা, আর অন্য সব মাখলুকের সৃষ্টি একমাত্র মানুষের জন্য। কবি বলেন—

(৫১) ابر و مه و خورشید و فلک در کار اند
تا تو نانے بکف آری و بغفلت نه خوری
همه از بهر تو سرگشته و فرما بردار
شرط انصاف نباشد که تو فرماں نه بری

অর্থ :—মেঘ-বায়ু, চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-পাতাল সব কিছুই তোমার খেদমতে নিয়োজিত, যাতে তোমরা ইহাদের দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন মিটাতে পার এবং শিক্ষাও গ্রহণ করতে পার যে, ইহারা মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কতই না কর্মব্যস্ত।

তবে হ্যাঁ, সাবধানতার জন্য কখনও সৃষ্টির নিয়মিত কর্মব্যস্ততায় ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে, যেমন বৃষ্টির মওসুমে বৃষ্টি না হওয়া, বাতাসের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে ঝড় সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। গ্রহণের দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয় যেন অসতর্ক মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য ঐ সবকে আমাদের তাবেদার ও অনুগত করা সত্ত্বেও আমরা সৃষ্টিকর্তার তাবেদারি ও আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিনা। কেননা আনুগত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলো মহব্বত। মহব্বতের সৃষ্টি হলে স্বভাবতই মাহবুবের তাবেদারি অভ্যাসগত হয়ে যায়। কারও সাথে প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হলে জাহেরী ও বাতেনী দৃষ্টিতে উহার যাবতীয় গুণাবলী ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। যেমন কবি বলেছেন—

"যাবার বেলায় এ কথাটি ব'লে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি,
তুলনা তার নাই।"

মহব্বতের উপকরণ

জ্ঞানী ব্যক্তিরা পাঁচটি বস্তুকে মহব্বতের উপকরণ ব'লে বর্ণনা করেছেন। ১ নং, স্বীয় অস্তিত্ব—মানুষ সাধারণভাবেই উহাকে মহব্বত করে। যেহেতু

www.pathagar.com

কোরআন পাক যাবতীয় বিপদের রক্ষাকবচ, সেই হেতু ইহা মানবজীবনের স্থায়িত্বের উপায়। ২ নং, স্বাভাবিক সম্পর্ক—যেহেতু কালাম পাক আল্লাহ তায়ালারই বাণী বা গুণ, এবং মালিক আর গোলাম বা প্রভু ও দাসের যে সম্পর্ক তা সর্বজনবিদিত। ৩ নং—জামাল, ৪ নং—কামাল, ৫ নং, এহসান। এই তিনটি বস্তুর উপর কেউ যদি চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে উপলব্ধি করবে যে, প্রকৃত জামাল ও কামালের তুলনায় আমাদের এ বর্ণনা নিতান্তই নগণ্য। বরং সে নিঃসঙ্কোচে এই সিদ্ধান্তে পেঁছাবে যে, ইজ্জত এবং গৌরব, জামাল এবং কামাল, একরাম এবং এহসান, লজ্জত এবং শান্তি, ধন এবং দৌলত অর্থাৎ মহব্বতের উপকরণ যা কিছু হতে পারে নবীয়ে করীম (সঃ) সেই সবের উপর কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন।

এইভাবে কোরআন শরীফের অবর্ণনীয় গুণাবলী এবং সৌন্দর্যের পরেও যদি কোন বাহ্যিক কারণ বশতঃ উহা উপলব্ধি করা না যায়, তবে উহা হতে বিরত থাকা বা মুখ ফিরানো কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

হযরত ওছমান এবং হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, অন্তর যদি পাপের ময়লা হতে পবিত্র থাকে, তবে কালাম পাকের তেলাওয়াতের তৃষ্ণা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। ছাবেত বানানী (রঃ) বলেন, দীর্ঘ আশি বছর যাবৎ কোরআন তেলাওয়াত করছি এবং সব সময়ই উহার স্নিগ্ধতা অনুভব করছি। সুতরাং যে ব্যক্তি খালেছ তওবা ক'রে মুক্ত মনে চিন্তা করবে সে দেখতে পাবে দুনিয়ার যাবতীয় রূপ ও গুণের সমারোহ একা কোরআনের মধ্যেই বিদ্যমান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হুজুরের দরবারে হাজির ছিলাম। ইত্যবসরে হযরত আলী এসে আরজ করলেন---ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান, কোরআন শরীফ আমার মন থেকে বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ যা মুখস্থ করি তাই ভুলে যাই। হুজুর বললেন, হে আলী! তোমাকে একটি আমল শিখিয়ে দিচ্ছি, ইহাদ্বারা শুধু যে তুমি উপকৃত হবে তা নয়, বরং যাকে তুমি শিখাবে ইহাদ্বারা সেও উপকৃত হবে এবং তুমি যা শিখবে তা অন্তরে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। তারপর হুজুর বললেন—জুমার রাত্রে যদি সম্ভব হয় শেষ-তৃতীয়াংশ থাকতে উঠবে, কেননা উহা ফেরেশতাদের অবতরণের সময় এবং দোয়া কবুলের সময়। ঐ সময়ের অপেক্ষায়ই হযরত ইয়াকুব (আঃ) আপন সন্তানদের বলেছিলেন, "অতি সত্বর

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য আমার প্রভুর নিকট মাগফেরাত কামনা করব।" আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে অর্ধেক রাত্রে উঠবে, আর যদি উহাও সম্ভব না হয় তবে রাত্রের প্রথম অংশেই দাঁড়াও এবং চার রাকাত নফল এই তরতীবে আদায় কর যে, প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর ইয়াসীন শরীফ পড়, দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহার পর সূরায়ে দোখান পড়, তৃতীয় রাকাতে ফাতেহার পর সূরায়ে আলীফ লামমীম সিজদা পড়, এবং চতুর্থ রাকাতে ফাতেহার পর সূরায়ে মুল্ক পড়বে, এবং নামাজ শেষ ক'রে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার খুব হাম্‌দ ও ছানা করবে এবং আমার উপর বেশী বেশী ক'রে দরূদ ও সালাম পাঠ করবে। তারপর সমস্ত মুসলমানের জন্য, বিশেষ ক'রে যারা পূর্বে মারা গিয়েছে, তাদের সকলের জন্যই এস্তেগফার ক'রে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে---

হামদ ও ছানা :---

(৫২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَاءَ نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْهَاشِمِيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ

www.pathagar.com

وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اِنَّكَ سَمِيْعٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ -

অর্থাৎ :---সমস্ত প্রশংসা ঐ খোদার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের প্রভু। প্রশংসা তাঁর সৃষ্ট জগতের সমপরিমাণ, তাঁর সন্তুষ্টির পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ, তাঁর লিখিত বাণীর কালি পরিমাণ। হে খোদা! আমি প্রসংসার সীমা নির্ধারণ করতে পারব না। তুমি নিজের প্রশংসা যতটুকু করেছ তুমি সেই পরিমাণ প্রশংসারই মালিক। হে খোদা! দরূদ ও সালাম বর্ষণ কর আমাদের সর্দার মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর উপর যিনি হাশেমী এবং উম্মি ছিলেন। আরও রহমত নাজেল কর তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও নিকটবর্তী ফেরেশতাদের উপর। হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে চলে যাওয়া ভাইদিগকে তুমি ক্ষমা কর। এবং আমাদের অন্তরে মোমেনদের প্রতি সামান্যতম হিংসা ও দুশমনিও পয়দা ক'র না। হে রব! নিশ্চয়ই তুমি মেহেরবান এবং দয়ালু। হে খোদা! আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে এবং সমস্ত মোমেন মুসলমান ভাই-বোনকে তুমি মাফ ক'রে দাও। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী ও প্রার্থনা কবুল করনেওয়ালা।

অতঃপর হযরত আলীকে শিখানো নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে—

কোরআন হেফ্জ করার দেয়া :—

(৫৩) اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِىْ

وَارْحَمْنِىْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِىْ وَارْزُقْنِىْ حُسْنَ النَّظَرِ

فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَا

الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ

www.pathagar.com

يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِىْ حِفْظَ

كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِىْ وَارْزُقْنِىْ اَنْ اَقْرَأَهٗ عَلَى النَّحْوِ

الَّذِىْ يُرْضِيْكَ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَا

الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَاتُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا

رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىْ

وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِىْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِىْ وَ

اَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِىْ وَاَنْ تَغْسِلَ بِهٖ بَدَنِىْ فَاِنَّهٗ لَا

يُعِيْنُنِىْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيْهِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

অর্থ :---হে খোদা! তুমি আমার উপর মেহেরবানী কর, যতদিন আমি জীবিত থাকি যেন পাপ কার্যে লিপ্ত না হই এবং আমার উপর দয়া কর যেন আমি অনর্থক বাজে কাজে কষ্ট না করি এবং তোমার সন্তুষ্টির কাজে যেন আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। হে খোদা! আকাশ এবং জমীনকে তুমি নজিরবিহীন ক'রে সৃষ্টি করেছ। তুমি আজমত, সম্মান এবং এমন ইজ্জতের অধিকারী যাহা হাছিল করার কল্পনাও করা যায় না। হে মেহেরবান খোদা! তোমার বুজুর্গী এবং চেহারার নূরের উছিলায় প্রার্থনা করছি যে, যেভাবে তুমি আমাকে কালাম পাক শিক্ষা দিয়েছ, সেইভাবে উহাকে হেফ্জ করার ক্ষমতা আমার অন্তরে দান কর। এবং যেভাবে পড়লে

www.pathagar.com

তোমার সন্তুষ্টি লাভ হয়, সেইভাবে পড়বার তওফিক দান কর। হে আসমান এবং জমীনের নজিরবিহীন সৃষ্টিকর্তা। তুমি ঐ বুজুর্গী ও ইজ্জতের মালিক যাহা হাছিল করার কল্পনাও করা যায় না। আর মেহেরবান আল্লাহ! আমি তোমার বুজুর্গী এবং চেহারার তাজাল্লীর উছিলায় প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার দৃষ্টিকে স্বীয় কিতাবের নূরে রওশন ক'রে দাও এবং আমার জীবনকে উহার উপর চালু ক'রে দাও। এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের সংকীর্ণতাকে দূর করে দাও, আর আমার অন্তরকে প্রশস্ত ক'রে দাও এবং উহার বরকতে আমার শরীরের যাবতীয় গোনাহের ময়লা পরিষ্কার ক'রে দাও, যেহেতু সত্যের পথে তুমি ব্যতীত আমার কোন সাহায্যকারী নেই। এবং তুমি ব্যতীত আমার এই আরজ আর কেউই পূর্ণ করতে পারবে না এবং গোনাহ হতে বেঁচে থাকা ও ইবাদতে মনোনিবেশ করা মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়।

অতঃপর হুজুর আকরাম (সঃ) এরশাদ করেন, হে আলী! এই আমল তিন জুমা অথবা পাঁচ জুমা অথবা সাত জুমা পর্যন্ত করবে; নিশ্চয়ই দোয়া কবুল হবে। হুজুর আরও বলেন, ঐ জাত পাকের কছম খেয়ে বলছি যিনি আমাকে নবী ক'রে পাঠিয়েছেন, যে-কোন মোমেন এই দোয়া করবে তার দোয়া বৃথা যাবে না।

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, পাঁচ, সাত জুমা গত হতেই হযরত আলী হুজুরের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। প্রথম প্রথম আমার চার আয়াত পড়লেও মনে থাকত না, অথচ বর্তমানে চল্লিশ আয়াত পড়লেও উহা এইভাবে মুখস্থ হয়ে যায় যেন কোরআন শরীফ দেখে পড়ছি। এবং প্রথমে আমি হাদীস শুনতাম, কিন্তু উহা স্মরণ থাকত না, আর বর্তমানে হাদীস শুনে অন্যের নিকট বর্ণনা করতে একটি অক্ষরও এদিক ওদিক হয় না। আল্লাহ আপন নবীর রহমতের উছিলায় আমাদিগকে এবং প্রত্যেক ঈমানদার বান্দাকে কোরআন ও হাদীস হেফ্জ করার তওফীক দান করুন।

হুজুর পাক (সঃ) এর আরও ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস এখানে উল্লেখ করছি, যার মধ্যে ইসলাম ধর্মের অনেক জরুরী বিষয় নিহিত রয়েছে। কানজুল উম্মাল গ্রন্থে আছে, পূর্বেকার মোহাদ্দেসীনদের বিরাট এক

www.pathagar.com

জামাত এবং শেষ জামানার মোহাদ্দেস মওলানা কুতুবুদ্দীন মোহাজেরে মক্কী (রঃ) এই হাদীস সমূহ বর্ণনা করেছেন। হাদীসগুলি হচ্ছে:

(৫৪) عن سلمان قال سالت رسول الله ص عن الاربعين حديثان التى قال من حفظها من امتى دخل الجنة قلت و ما هى يا رسول الله قال ان تؤمن بالله واليوم الاخر و الملئكة و الكتب و النبيين و البعث بعد الموت والقدر خيره و شره من الله تعالى و ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقيم الصلواة برضوء سابغ كامل لوقتها وتؤتى الزكواة وتصوم الرمضان وتحج البيت ان كان لك مال وتصلى اثنتى عشرة ركعة فى كل يوم و ليلة و الوتر لا تتركه فى كل ليلة و لا تشرك بالله شيئا و لا تعق والديك و لا تاكل مال اليتيم ظلما و لا تشرب الخمر و لا تزنى و لا تحلف بالله كاذبا و لا تشهد بشهادة زور و لا تعمل بالهوى و لا تغتب اخاك المسلم و لا تلعب و لا تلهو مع اللاهين و لا تقول للقصير يا قصير يا تريد بذالك عيبه و لا تسخر باحد من الناس و لا تمشى بالنميمة بين الاخوين و اشكر الله تعالى على نعمة و تصبر على البلاء و المعصية و لا تامن من عقاب الله و لا تقطع اقربائك وصلهم و لا تلعن احدا من خلق الله و اكثر من التسبيح و التكبير و التهليل و لا تدع حضور الجمعة و العيدين و اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك ما اخطاك لم يكن ليصيبك و لا تدع قراءة القرآن على كل حال -

অর্থঃ---হযরত সালমান (রা) বলেন, আমি হুজুরে আকদাস (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, ঐ চল্লিশ হাদীস যার শানে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি উহা মুখস্থ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে, উহা কি? তখন হুজুর পাক (সঃ) উত্তর করলেন, উহা এই---.

www.pathagar.com

(১) আল্লাহর উপর ইমান আনবে অর্থাৎ তাঁর জাত ও ছিফাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। (২) পরকালকে বিশ্বাস করবে। (৩) এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে ফেরেশতাদের উপর। (৪) এবং আসমানী কিতাব সমূহের উপর। (৫) এবং সমস্ত নবীদের উপর। (৬) এবং মৃত্যুর পর ফের জিন্দা হওয়ার উপর। (৭) এবং ভাল-মন্দ সব কিছু আল্লাহর তরফ হতে হয় এই তকদীরের উপর। (৮) এবং সাক্ষী দেবে তুমি এই বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। (৯) প্রত্যেক নামাজ পূর্ণভাবে ওজু ক'রে সময় মত পড়বে। (১০) জাকাত আদায় করবে। রমজান মাসের রোজা রাখবে। (১২) তোমার যদি মাল থাকে তবে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করবে। (১৩) দিবারাত্রির মধ্যে বার রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা আদায় করবে। (১৪) কোন রাত্রে বেতেরের নামাজকে ছাড়বে না। (১৫) আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করবে না। (১৬) মাতাপিতার সাথে নাফরমানী করবে না। (১৭) অন্যায়ভাবে এতিমের মাল খাবে না। (১৮) মদ্য পান করবে না। (১৯) জিনা করবে না। (২০) আল্লাহর নামে মিথ্যা কছম খাবে না। (২১) মিথ্যা সাক্ষী দিবে না। (২২) খাহেশ অনুযায়ী কোন আমল করবে না। (২৩) আপন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করবে না। (২৪) সতী সাধ্বী নারীর প্রতি জিনার অপবাদ দিবে না। (২৫) আপন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা রাখবে না। (২৬) খেলাধুলায় লিপ্ত হবে না। (২৭) তামাশায় শরীক হবে না। (২৮) বামন (খর্বকায়) ব্যক্তিকে দোষারোপ করার নিয়তে 'হে বামন' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করবে না। (২৯) কাহাকেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। (৩০) দুই ভাইয়ের মধ্যে চোগলখুরী করবে না। (৩১) আল্লাহর নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করবে। (৩২) বালা-মুছিবতের সময় ছবর করবে। (৩৩) আল্লাহর আযাব হতে বেপরোয়া থাকবে না। (৩৪) আত্মীয়স্বজন হতে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। (৩৫) বরং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। (৩৬) কোন মাখলুকের প্রতি লানত করবে না। (৩৭) সোবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবর এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বেশী বেশী করে পড়বে। (৩৮) জুমা এবং ঈদের নামাজ কখনও ত্যাগ করবে না। (৩৯) জেনে রাখবে, ভাল-মন্দ যা কিছু তোমার নিকট এসেছে তা কখনও না এসে পারে না। আর যা আসে নাই তা কখনও আসতে পারে না। (৪০) যে-কোন অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করবে না।

www.pathagar.com

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি ইহা ইয়াদ করবে সে কি ছওয়াব লাভ করবে? হুজুর (সঃ) উত্তর করলেন, আল্লাহ পাক তাকে আম্বিয়া ও ওলামাগণের সাথে হাশর করবেন।

নিরক্ষর লোকদের মাঝে প্রচারের গুরুত্ব

আলোচ্য অধ্যায়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সমূহ উদ্ধৃত করে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হলো এদেশীয় প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করা এবং ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে মান্য ক'রে চলা। কিন্তু এ সব কথা লেখার সময় আমার হঠাৎ খেয়াল হলো যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই তো নিরক্ষর। মুসলমানদের মধ্যেই নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী। সম্ভবতঃ এদেশের শতকরা ৮৫ জন মুসলমান নিরক্ষর। কাজেই এই যে কিতাব লেখা হল এতো তারা কেউ পড়তে পারবে না। সুতরাং তাদেরকে দ্বীনী তালিম প্রদানের উপায় কি? আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল প্রবর্তিত জীবন-বিধানের সাথে তাদেরকে পরিচিত করার উপায় কি?

তবলীগ জামাত এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। তাঁরা প্রচারের দ্বারা (চিল্লার মাধ্যমে) এই সব অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনী হেদায়েতের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু একই সাথে বলা প্রয়োজন যে, তবলীগের এই উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে কার্যকর রয়েছে। অগণিত অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলমান এখনও পর্যন্ত এই দ্বীনী প্রচারের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। ইসলাম কি তা তারা কিছুই জানে না, জানবার সুযোগও তারা কখনও পায়নি। নামাজ, কালাম, দোয়া, দরূদ ইত্যাদি বিষয়েও তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এ দেশে এমন লক্ষ লক্ষ মুসলিম সন্তান আছে যারা কোন নামাজের নিয়ত জানে না, একটি সূরাও জীবনে মুখস্থ করেনি; দোয়া, দরূদ, মোনাজাত কিছুই শিখেনি; শিখবার কোন সুযোগও তাদের সামনে কেউ কখনও উপস্থিত করেনি। অথচ এরা মুসলমান, এবং মুসলমান ব'লে পরিচয় দিতে তারা গর্ববোধ করে। কিন্তু কেন মুসলমান এবং মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলি কি, তার কিছুই তারা জানে না। তারা কেউই

www.pathagar.com

কালাম পাক পড়তে জানে না। কোরআনের একটি হরফের সাথেও তাদের চাক্ষুষ পরিচয় কখনও হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে অজ্ঞতার মধ্যেই রয়ে যাচ্ছে। এদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা মুসলিম সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও নেহায়েত সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণেই দ্বীনী এলেমের আলো থেকে এরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত রয়েছে।

সম্প্রতি আমি পল্লী এলাকায় ভ্রমণে বেরিয়ে একটি পাকা মসজিদ দেখতে পেলাম। ঐ গ্রামে এটিই একমাত্র মসজিদ। কিন্তু অনুসন্ধান ক'রে জানলাম যে, যাদের বাড়ীতে মসজিদ ঘরটি অবস্থিত এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যে পরিবারের, তাদের একটি মাত্র লোক ছাড়া ঐ বংশের বয়স্ক ব্যক্তিদের আর কেউই নামাজ পড়ে না। খোঁজ নিয়ে জানলাম নামাজ পড়ার নিয়ম-কানুনও ঐ একজন ছাড়া তাদের আর কেউই জানে না। শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়াবার জন্য ভিন্ন মহল্লা থেকে একজন মৌলবী আসেন। ফলে জুমার নামাজ এক রকম ক'রে আদায় হয়। কিন্তু যাদের বাড়ীতে মসজিদ তারা কেউ নামাজী নয় ব'লে প্রতিদিনের ওয়াক্তী নামাজগুলো এই মসজিদে আদায় হয় না।

আরও খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, ঐ বংশের পূর্বপুরুষের লোকেরা নামাজী-মুছল্লী ছিলেন এবং তাঁরাই বাড়ীতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্তমান বংশধররা নামাজের প্রতি গাফেল ও উদাসীন, তাই বর্তমানে মসজিদটার ঐ দুরবস্থা। আমি তাদেরকে মসজিদে ওয়াক্তী নামাজ-গুলি নিয়মিত আদায়ের ব্যবস্থা করার জন্য বললাম। কিন্তু তারা বললেন যে, গ্রামে নামাজী লোকের সংখ্যা এতই কমে গিয়েছে যে, নিয়মিত ওয়াক্তী নামাজের জন্য লোক পাওয়া দুষ্কর। তা'ছাড়া ওয়াক্তী নামাজগুলোর জামাতে এমামতি করারও লোক নেই।

উপরোক্ত ঘটনাটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দূরবর্তী মফস্বলের অধিকাংশ গ্রামের অবস্থা একই রকম। গ্রামে গ্রামে জনসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু নামাজীর সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। এটা এক হৃদয়বিদারক অবস্থা। এই অবস্থা একথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সময় ছেলেমেয়েদের দ্বীনী তালীম দেওয়ার জন্য প্রতিটি বাড়ীতে যে ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে তা না থাকার কারণেই নামাজী লোকের সংখ্যা কমে গেছে।

www.pathagar.com

আগে প্রতি গ্রামে দুই একটি মক্তব ছিল, সেখানে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক দ্বীনী তালিম পেত, আমপারা মুখস্থ করত, নামাজ শিক্ষা পড়ত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঐ সব মক্তব অধিকাংশই উঠে গেছে। আর তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবেই অগণিত মুসলিম সন্তান দ্বীনী এলেমের সাথে পরিচিত হতে পারছে না। ইসলাম সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। এমনকি নামাজ পড়ার প্রাথমিক নিয়মগুলি এবং সামান্য দু-চারটা সূরাও তারা শিখতে পারছে না। এ এক অতীব ভয়াবহ অবস্থা। এই অবস্থার আশু প্রতিকার অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে যখন আর কোন জামাত সক্রিয় হচ্ছে না, তখন তবলীগ জামাতকেই উদ্যোগী হতে হবে।

আমার প্রস্তাব এই যে, তবলীগের বর্তমানে প্রচলিত কর্মসূচীগুলিকে আরো সংহত করে কিছু সংখ্যক বাছাই-করা প্রচারককে বিভিন্ন পল্লীগ্রামের অজ্ঞ মুসলমানদের দ্বীনী তালিম প্রদানের কাজে নিয়োজিত করা উচিত। এই বাছাই-করা প্রচারকগণকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতে হবে। এক একটি নির্দিষ্ট গ্রামে একজন করে প্রচারক বাস করবেন এবং সেখানে মক্তব প্রতিষ্ঠা করে গ্রামের অজ্ঞ নিরক্ষর মুসলমানদের প্রাথমিক দ্বীনী তালিম প্রদান এবং নামাজ পড়ার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেবেন। তবলীগের সংগঠকবৃন্দ এ প্রস্তাবের প্রতি জরুরী দৃষ্টি প্রদান করে একটি বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করলে এদেশের অসংখ্য পল্লীর নিভৃত কোণে যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, তাদের মন-মানস দ্বীনের আলোকে আলোকিত হওয়ার সুযোগ পাবে। নিভৃত পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর মুসলমানদের দ্বীনী তালিম প্রদানের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করা বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে এবং জরুরী ভিত্তিতেই এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তবলীগ জামাতকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করছি।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আল্লাহর যিকির

সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় করিয়া চলা এবং জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে জীবন-মন সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। কেননা এভাবেই শুধু একজন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সারাজীবন ধ্যান-তপস্যায় নিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জীবন-মন্ত্র হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া ইহ-পারত্রিকের মুক্তির আর কোন পথ নেই।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই যিকিরে নিয়োজিত থাকার জন্য ঈমানদার বান্দাদের পুনঃ পুনঃ তাকিদ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কোরআনের কতিপয় আয়াত বঙ্গানুবাদসহ নীচে উল্লেখ করছি :—

(১) ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين

ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا

ان رحمة الله قريب من المحسنين- (اعراف)

অর্থ :—তোমরা আপন প্রতিপালককে বিনয় এবং নীরবতার সাথে ডাকতে থাক। নিশ্চয় তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালবাসেন না, এবং

www.pathagar.com

জমীনের উপর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অশান্তির সৃষ্টি করো না এবং ভয়, ভীতি ও আশা-আকাংক্ষা নিয়ে আল্লাহকে ডাকতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেক বান্দাদের অতি সন্নিকটেই।

(২) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

অর্থ :—উহারাই প্রকৃত ঈমানদার যাদের সম্মুখে আল্লাহর যিকির হওয়া মাত্রই তাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হয়ে ওঠে এবং তাদের নিকট যখন তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমানকে আরও বর্ধিত করে দেয়; তারা সর্বদা আল্লাহর উপরই ভরসা করে থাকে।

(৩) وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

অর্থ :—এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে রুজু হয় তিনি তাকে হেদায়েত দান করেন। তারা ঐসব লোক যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও আল্লাহর যিকিরেই তাদের অন্তরে শান্তি আসে। খুব মনোযোগ সহকারে বুঝে নাও যে, একমাত্র আল্লাহর যিকিরেই মনের শান্তি পাওয়া যায়।

(৪) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - (اسراء)

অর্থ :—আপনি বলে দিন (হে মোহাম্মদ সঃ) যে, আল্লাহ বলেই ডাক বা রহমান বলেই ডাক, সবই উত্তম; কেননা তাঁর অনেক চমৎকার নামসমূহ রয়েছে।

www.pathagar.com

অর্থ :--নিশ্চয় আমিই একমাত্র আল্লাহ। আমি ব্যতীত আর কেউ মা'বুদ নেই। তুমি একমাত্র আমারই উপাসনা কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামাজ পড়। নিশ্চয় কিয়ামত আসছে, আমি উহাকে গোপন রাখতে চাই যেন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পায়।

(৮) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ - (سورة حج)

অর্থ :—এবং আপনি ঐ সব বিনয়ী ব্যক্তিদেরকে বেহেশত প্রভৃতির সুসংবাদ দান করুন যাদের নিকট আল্লাহর নাম যিকির করা মাত্রই তাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হয়ে ওঠে।

(৯) اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ - فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُوْنَ -

অর্থ :—(কিয়ামতের দিন কাফেরদিগকে লক্ষ্য করে বলা হবে, তোমাদের কি স্মরণ নেই যে,) নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল যারা আমার দরবারে এই ব'লে প্রার্থনা করত যে, হে আমার প্রতিপালক। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর মেহেরবানী করুন, যেহেতু আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, তখন তোমরা (কাফেরগণ) তাদের প্রতি নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে। এমনকি সেই অসদাচরণ তোমাদিগকে আমার যিকির হতেও বিরত রেখেছিল। তোমরা তাদের সাথে হাসি-তামাশা করতে। আমি আজ তাদের সেই ছবর ও ধৈর্যের বিনিময় প্রদান করেছি। সুতরাং তারাই কামিয়াব হয়ে গেল।

www.pathagar.com

(৫) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا - (كهف)

অর্থ :---আপনি ঐ সমস্ত লোকের সাথে বসতে অভ্যস্ত হোন যারা সকাল-বিকাল আল্লাহর যিকির করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং শুধু দুনিয়ার সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে আপনার দৃষ্টি তাদের দিক হতে ফিরাবেন না (অর্থ এই যে, ধনী লোক ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের তরক্কী হয়ে যাবে এই ধারণা যেন না হয়)। আর এমন ব্যক্তির অনুসরণ আপনি করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি আর সে আপন খাহেশের তাবেদারী করে থাকে এবং তার অবস্থাও সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে।

(৬) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا نِ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِيْ - (كهف)

অর্থ :--এবং কিয়ামতের দিন দোজখকে ঐ সব কাফেরের সামনে উপস্থিত করব যাদের চক্ষু সমূহ আমার যিকির সম্বন্ধে পর্দায় ঢাকা ছিল।

(৭) اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ - اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى - (طه)

www.pathagar.com

(১০) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ -

سورة نور

অর্থ :—পূর্ণ ঈমানদারদের ইহাও একটি পরিচয় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহর যিকির হতে বিরত রাখতে পারে না।

(১১) وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ-

অর্থ :—নিশ্চয় আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

(১২) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

خَوْفًا وَّطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - سجدة

অর্থ :—তাদের পার্শ্বদেশ আরামের বিছানা হতে পৃথক থাকে এই অবস্থায় যে, তারা ভয় ও আশার ভিতর দিয়ে আপন প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং তারা আমার প্রদত্ত রিজিক হতে দান-খয়রাতও করে, সুতরাং এই ধরনের লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য আল্লাহর দরবারে কি যে সংরক্ষিত রয়েছে তা কেউ উপলব্ধি করতেও পারে না। ইহা একমাত্র তাদের আমলেরই প্রতিদান।

টীকা :—হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, শেষ রাত্রে বান্দা আল্লাহ পাকের খুবই নৈকট্য লাভ করে থাকে। অতএব সম্ভব হলে শেষ রাত্রে সবাই কিছু সময় আল্লাহর যিকির করে নিবেন।

(১৩) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ

كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا - احزاب

www.pathagar.com

অর্থ :—নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর নবীর মধ্যে চমৎকার আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য ঐ সব লোকের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং অতি মাত্রায় আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে।

(১৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَ

سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - (سورة احزاب)

অর্থ :—হে ঈমানদারগণ। তোমরা বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকির করতে থাক এবং সকাল-বিকাল তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক।

(১৫) وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ - (صافات)

অর্থ :—এবং নিশ্চয় হযরত নূহ আমাকে ডেকেছিলেন ; সুতরাং আমিও কি সুন্দর জওয়াব দানকারী।

(১৬) فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي

ضَلَالٍ مُبِينٍ -

অর্থ :—সুতরাং অনিবার্য ধ্বংস ঐ সব লোকের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা বিগলিত হয় না। ইহারাই প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত।

(১৭) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ - ثُمَّ تَلِينُ

www.pathagar.com

جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله - ذالك هدى الله يهدى

به من يشاء - (سورة زمر)

অর্থ :—আল্লাহ পাক এক চমৎকার কালাম অবতীর্ণ করেছেন। ইহা এমন একটি কিতাব যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং বারংবার বর্ণিত হয়েছে। ইহা পাঠ করলে ঐ সব লোকের শরীর কম্পিত হয়ে ওঠে যারা আপন প্রভুকে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ এবং মন আল্লাহ পাকের যিকিরের প্রতি বিনয়ের সাথে ঝুঁকে পড়ে। এই হলো আল্লাহ পাকের হেদায়েত, তিনি যাকে ইচ্ছা ইহা দ্বারা হেদায়েত ক'রে থাকেন।

(১৮) فادعوا الله مخلصين له الدين -

অর্থ :—সুতরাং বিনম্র চিত্রে আল্লাহকেই ডাকতে থাক।

(১৯) ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا

فهو له قرين -

অর্থ :—যে ব্যক্তি জেনে শুনে মেহেরবান খোদার যিকির হতে অন্ধ থেকে গেল, আমি তার উপর একটা শয়তান নিযুক্ত ক'রে দেই, সে সর্বদা তার সাথে অবস্থান করে।

(২০) محمد رسول الله والذين معه اشداء على

الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من

الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود

www.pathagar.com

ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ - وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا - (سورة فتح)

অর্থ :—মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল এবং যাঁরা তাঁর সাহাবী তাঁরা কাফেরদের মোকাবিলায় ভীষণ কঠোর এবং নিজেদের বেলায় অতি দয়াবান, তাঁদেরকে তুমি প্রায়ই রুকু অবস্থায় বা সিজদা অবস্থায় দেখতে পাবে, আল্লাহর করুণা এবং সন্তুষ্টিই তাঁদের কামনা। সিজদার দরুন বিনয়ের চিহ্ন তাঁদের চেহারায় সুস্পষ্ট। তাওরীত এবং ইঞ্জিলে তাঁদের গুণাবলীর দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া হয়েছে—যেমন জমীনে বীজ রাখা হলো, প্রথমে সে অংকুর মেললো, অতঃপর উহা আরও শক্তিশালী হলো এবং আরও মোটা তাজা হয়ে আপন কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াল, যেন কৃষককুল দেখে সন্তুষ্ট হয়। (এইরূপ সাহাবারাও প্রথমে খুব দুর্বল ছিলেন, তারপর ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো) যেন তাঁদের দ্বারা কাফের-দিগকে উত্তেজিত করেন। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আল্লাহ পাক তাদের জন্য বিরাট ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

টীকা :—এই আয়াতে বাহ্যতঃ যদিও রুকু, সিজদা এবং নামাজের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, তবুও কালেমায়ে তাইয়্যেবার শেষাংশ 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর' ফজিলতও প্রতিপন্ন হয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় চুক্তিপত্রে কাফেরগণ 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখতে অসম্মতি জ্ঞাপন ক'রে "মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" লেখার জন্য চাপ দিয়েছিল। তখন আল্লাহ পাক বলেন, আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল।

www.pathagar.com

আর প্রেরক যখন নিজেই সাক্ষ্য দেন যে, অমুক ব্যক্তি আমার প্রেরিত দূত, তখন অন্য লোক শত অস্বীকার করলেও তাতে কিছু আসে যায় না। উপরোক্ত সাক্ষ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এরশাদ করেছেন। এই আয়াতে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, চেহারায় ইবাদতের লক্ষণ ফুটে উঠার ফজিলত। কেউ কেউ বলেন, যারা রাত্রি জাগরণ ক'রে ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, আয়াতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাজী (রঃ) বলেন, রাত্রি জাগরণ দুই ব্যক্তিই ক'রে থাকে! একজন খেল-তামাশায় লিপ্ত থেকে, অপরজন ইবাদতে লিপ্ত থেকে। উভয়ের চেহারার ব্যবধান স্পষ্ট ধরা পড়ে।

এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, যারা সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে বা তাঁদেরকে গালিগালাজ করে, ইমাম মালেক ও একদল বিশিষ্ট ওলামা তাদেরকে কাফের ব'লে ফতোয়া দিয়েছেন।

(২১) اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থ :—বিশ্বাসীদের জন্য ঐ সময় কি এখনও আসে নাই যে, তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরের দিকে ঝুকে পড়বে?

(২২) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

অর্থ :—মোনাফিকদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার ক'রে ফেলেছে, তাই শয়তান তাদেরকে আল্লাহর যিকির হতে গাফেল করে দিয়েছে, শয়তানের দল, জেনে রাখবে শয়তানের দলই অনিবার্য ধ্বংসপ্রাপ্ত।

(২৩) فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

www.pathagar.com

অর্থ :--যখন (জুমার) নামাজ শেষ হয়ে গেল, তখন তোমরা জমীনে ছড়িয়ে পড় এবং (বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়ে) আল্লাহর প্রদত্ত রিজিকের তালাশে লেগে যাও এবং (সর্বক্ষেত্রে) বেশী বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক, তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(২৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ -

অর্থ :---হে ঈমানদারগণ। তোমাদের ধন-সম্পত্তি এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর যিকির হতে উদাসীন না রাখে, যারা এইরূপ করবে তারা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

(২৫) وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا -

অর্থ:---এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের যিকির হতে মুখ ফিরাবে, আল্লাহ পাক তাকে ভীষণ আযাবে গ্রেফতার করবেন।

(২৬) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ

عَلَيْهِ لِبَدًا - قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا -

অর্থ :—যখন আল্লাহ পাকের খাছ বান্দা আল্লাহকে ডাকার জন্য দাঁড়িয়ে যান, তখন কাফেরগণ তাঁর নিকট ভীড় জমাতে থাকে। আপনি বলে দিন, আমি তো একমাত্র স্বীয় প্রভুকেই ডাকছি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেই শরীক করি না।

(২৭) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - وَمِنَ اللَّيْلِ

فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا - إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ

www.pathagar.com

الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ـ (سورة دهر)

অর্থঃ—সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাক। রাত্রির কিছু অংশেও তাঁর দরবারে সিজদায় রত থাক। এবং রাত্রির বেশ কিছু সময় পর্যন্ত তার তসবীহ পাঠ করতে থাক (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় কর)। নিশ্চয় এই সমস্ত (আপনার শত্রুদল) পার্থিব জগৎকে ভালবাসে এবং তাদের পিছনে যে এক ভয়ংকর দিন আসছে, উহাকে প্রত্যাখ্যান করছে।

(২৮) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى (سورة اعلى)

অর্থঃ---নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি কামিয়াব হয়ে গেল, যে বদ-আখলাক ছেড়ে পবিত্র হয়ে যায় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে ও নামাজ আদায় করে।

কোরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়াও আরও অনেক আয়াতে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাঁর যিকিরে মনোনিবেশ করার জন্য বান্দার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন। আর যারা তাঁর যিকির থেকে গাফেল থাকবে তাদের পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ সে কথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর যিকির বান্দার ইহ-পারত্রিকের মুক্তি ও শান্তির জন্য যে কত জরুরী সে কথা আর বুঝিয়ে বলার অবকাশ থাকে না। সকল মুসলমান ভাই ও বোনেরা আল্লাহ তায়ালার উপাসনা আরাধনায় নিয়োজিত থাকুন এটাই আমাদের প্রার্থনা।

হাদীস শরীফে যিকিরের তাকিদ

হাদীসের সমস্ত কিতাবে যিকিরের জন্য হুজুর পাক (সঃ)-এর অসংখ্য তাকিদ সন্নিবেশিত রয়েছে। আমাদের পাঠকবৃন্দ যাতে এক নজরে এই সমস্ত মূল্যবান হাদীসের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান তদুদ্দেশ্যে কতকগুলো বাছাই-করা হাদীস বঙ্গানুবাদ সহ নীচে পেশ করছি:

(২৯) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

www.pathagar.com

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا
مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ
وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ
تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ
ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً
(رواه احمد وبخارى ومسلم وترمذى و النسائى و ابن ماجه)

অর্থঃ---হুজুরে আকরাম (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেছেন---আমি বান্দার সাথে ঐরূপ ব্যবহার করে থাকি যেরূপ বান্দা আমার সম্বন্ধে ধারণা করে থাকে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সঙ্গে থাকি। আর যখন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে ডাকতে থাকে আমি তাকে অন্তরে অন্তরে স্মরণ করে থাকি। আবার যদি সে কোন মজলিসে আমার যিকির করে তবে আমি তাদের মজলিস হতে উত্তম মজলিসে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে) তার আলোচনা করে থাকি। বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর বান্দা যখন আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তখন তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে আমার দিকে হেঁটে আসতে থাকলে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে আসতে থাকি। (আহমদ, বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, নেছায়ী)

টীকা :---এই হাদীসে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ পাক বলছেন, বান্দার সাথে আমি তার ধারণা অনুযায়ী মোয়ামেলা করে থাকি। তার অর্থ হল এই যে, সব সময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের দয়া ও রহমতের প্রত্যাশা রাখা উচিত। তাঁর দয়া ও রহমত হতে কখনও নিরাশ হবে না। আমরা যতবড় গোনাহগারই

www.pathagar.com

হই না কেন এবং স্বীয় কৃত পাপের দরুন শাস্তি ভোগের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রহমত হতে কখনও নিরাশ হতে নেই। কেননা হয়ত তিনি স্বীয় অসীম দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা আমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফও করে দিতে পারেন। সেইহেতু আল্লাহ বলেন :---

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শেরেক করার পাপ কখনও ক্ষমা করবেন না, ইহা ব্যতীত যার জন্য ইচ্ছা করেন যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

তবে ক্ষমা করে দিবেন ব'লে কোন নিশ্চয়তা নেই। এজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, আশা এবং ভয়ের মাঝখানেই ঈমান নিহিত রয়েছে। হুজুর পাক (সঃ) মৃত্যুশয্যায় জনৈক যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, কি অবস্থায় আছ? সাহাবী উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং নিজের পাপ সম্পর্কে ভয় করছি। হুজুর এরশাদ করেন, অন্তিম সময়ে যার এই দুইটা বস্তু থাকে আল্লাহ পাক তার আশা পূর্ণ করে দেন এবং আশংকা হতে বাঁচিয়ে রাখেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, মোমেন আপন গোনাহকে এইরূপ মনে করে যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসা আছে এবং সে পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম করেছে। পক্ষান্তরে ফাছেক ব্যক্তি মনে করে যে, তার উপর একটি মাছি ব'সে আছে, উহা উড়ে যাবে, অর্থাৎ পাপ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে।

(৩০) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

অর্থ :—হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) বলেন, এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীয়তের আহকাম অনেক আছে, তবে আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন যার উপর আমি রীতিমত

www.pathagar.com

আমল করতে পারি। হুজুর এরশাদ করলেন, আল্লাহর যিকির দ্বারা তোমার জিহ্বা যেন সব সময় তরতাজা থাকে। অন্য হাদীসে হযরত মোয়াজ বলেন, বিদায় কালে আমি হুজুরের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম, হুজুর! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কি? তিনি উত্তর করলেন, ঐ অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে যেন আল্লাহর যিকিরে তোমার জিহ্বা তরতাজা থাকে।

টীকাঃ---বিদায়কালে অর্থ হুজুর (সঃ) হযরত মোয়াজকে ইয়ামেনে গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন, তখন হুজুর তাঁকে কিছু নছিহত করেছিলেন। তন্মধ্যে যিকিরের জন্য তাকিদও ছিল।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, চারটি জিনিস এমন আছে, যে ব্যক্তি ঐগুলি আয়ত্ত করলো, দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণই সে লাভ করলো: (১) যিকিরে লিপ্ত জবান, (২) শোকর গোজার অন্তর, (৩) কষ্ট-ক্লেশ সহ্যকারী শরীর, (৪) যে স্ত্রীলোক নিজের আত্মায় ও স্বামীর ধন-সম্পদে খেয়ানত না করে।

নিজের আত্মার খেয়ানত না করা অর্থ কোন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত না হওয়া। যিকিরে লিপ্ত জবান মানে বেশী বেশী করে যিকির করা, সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রশংসায় নিয়োজিত থাকা। হযরত আবু দারদা বলেন, যাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকিরের দ্বারা তরতাজা থাকবে তারা হাসতে হাসতে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

(৩১) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ - (احمد - ترمذى)

www.pathagar.com

অর্থ :— হযরত আবুদারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর পাক (সঃ) একবার সাহাবাদিগকে বললেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি আমলের কথা বলব না যা যাবতীয় আমল হতে উত্তম। এবং তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে বেশী পবিত্র এবং তোমাদিগকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাদানকারী এবং স্বর্ণ-রৌপ্য খোদার রাহে খরচ করার চেয়েও অধিক উত্তম? আর শত্রুর সাথে জেহাদ করার সময় পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম? সাহাবারা বললেন, হুজুর, অবশ্য বলুন। দয়াল নবী উত্তর করলেন, তা হচ্ছে আল্লাহর যিকির।

টীকা :—যিকিরের এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে। নতুবা সাময়িক প্রয়োজন হিসাবে অনেক সময় ছদকা, জেহাদ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠতর হয়ে দাঁড়ায়। অপর একটি হাদীসে নবীয়ে পাক বলেন, প্রত্যেক জিনিসকে পরিষ্কার করার বস্তু রয়েছে। অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার বস্তু হলো যিকির। এবং আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার জন্য যিকির অপেক্ষা অধিক কার্যকর আর কিছুই নেই। এই হাদীস দ্বারাও যিকিরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

(৩২) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهٗ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ - (بخارى و مسلم)

অর্থ :— আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবীয়ে করীম (সঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে এবং যে ব্যক্তি যিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের সমতুল্য অর্থাৎ যাকের জিন্দা ও গাফেল মুর্দা।

টীকা :—জীবন প্রত্যেকের নিকটই অতি প্রিয় এবং মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন, যে যিকির করে না সে জীবিত থেকেও মুর্দার সমতুল্য। কেননা তার জীবন বৃথা।

www.pathagar.com

কোন কোন আলেম এই হাদীসের এইরূপ অর্থ করেছেন যে, যিকির যে করে তার অন্তর জীবিত থাকে, আর যে যিকির করে না তার অন্তর মৃত অর্থাৎ তার আত্মিক মৃত্যু হয়ে যায়।

(৩৩) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَوْ اَنَّ رَجُلًا فِىْ حَجْرِهٖ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَاٰخَرُ يَذْكُرُ اللّٰهَ لَكَانَ الذَّاكِرُ اَفْضَلَ -

অর্থ :— হুজুরে আকরাম (সঃ) এরশাদ করেন, যদি কারও নিকট প্রচুর টাকা-পয়সা থাকে এবং সে উহা আল্লাহর রাস্তায় দান করে আর অপর এক ব্যক্তি শুধু আল্লাহর যিকিরই করতে থাকে, তবে যিকির করাই উত্তম।

টীকা :—আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা যত বড় সৎকাজই হোক, আল্লাহর যিকির করা তার চেয়েও উত্তম। তাই যে ধনী ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ দান করার সাথে সাথে আল্লাহর যিকির করার সৌভাগ্যও অর্জন করল, সে কতই না ভাগ্যবান। হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বান্দার উপর প্রতিদিন ছদকা হতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন যোগ্যতানুসারে ঐ দান গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি যিকিরের তওফীক লাভ করলো তার চেয়ে উত্তম দান আর কেউ পেল না। একটি হাদীসে আছে, জমীনের যে অংশে আল্লাহর যিকির করা হয়, সেই অংশের সাত তবক নীচের মাটি পর্যন্ত অন্যান্য অংশের উপর গর্ব করে থাকে।

(৩৪) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهَا -

www.pathagar.com

অর্থ :—হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেন, বেহেশতবাসীগণ কোন কিছুর জন্য বেহেশতের মধ্যে আফসোস করবে না, তবে দুনিয়াতে যে সময়টুকু আল্লাহর যিকির ব্যতীত গত হয়েছে, উহার জন্য আফসোস হবে।

টীকা :—জান্নাতে প্রবেশ করার পর কোন বান্দা আল্লাহর পবিত্র যিকিরের পরিবর্তে পর্বত পরিমাণ ছওয়াব যখন দেখতে পাবে, তখন দুনিয়ায় যে সময়টুকু বিনা-যিকিরে কাটিয়েছে, উহার জন্য নিদারুন আফসোস হবে। এই দুনিয়ায় এমন লোকও আছেন যাঁদের নিকট আল্লাহর যিকির ব্যতীত দুনিয়াটা তুচ্ছ মনে হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মায়াজ রাজী (রাঃ) আপন মুনাজাতে বলতেন :—

"হে খোদা! তোমার দরবারে মুনাজাত ব্যতীত রাত্রি ভাল লাগে না। তোমার ইবাদত ব্যতীত দিন ভাল লাগে না। তোমার যিকির ব্যতীত দুনিয়া ভাল লাগে না। তোমার মাগফেরাত ব্যতীত আখেরাত ভাল লাগবে না। এবং তোমার দীদার ব্যতীত বেহেশ্তও ভাল লাগবে না।"

হযরত সিররী (রঃ) বলেন, আমি হযরত জুরজানীকে ছাতু খেতে দেখে বললাম, আপনি শুধু শুকনো ছাতু খাচ্ছেন ? তিনি বললেন, আমি রুটি চিবানো ও ছাতু খাওয়ার মধ্যে হিসাব করে দেখেছি চিবানোর মধ্যে এত অধিক সময় নষ্ট হয় যে উহার মধ্যে সত্তর বার সোবহানাল্লাহ্ পড়া যায়। তাই আমি চল্লিশ বছর যাবৎ রুটির পরিবর্তে ছাতু খেয়ে দিনাতিপাত করছি।

মনসুর বিন মোতামেরের বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, তিনি চল্লিশ বছর যাবৎ এশার পর কারও সাথে কথা বলেননি, শুধু আল্লাহর যিকিরে নিয়োজিত থেকেছেন।

(৩৫) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض وَ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى

رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم اَنَّهٗ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ

www.pathagar.com

الْمَلٰئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ

وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ - (احمد ومسلم)

অর্থঃ—হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) দু'জনই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, যে জামাত আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হয়, ফেরেশতাগণ চতুর্দিক হতে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে ও আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে এবং তাদের উপর সকীনা অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহ পাক আপন মজলিসে গর্বের সাথে তাদের আলোচনা করে থাকেন।

হযরত আবুজর (রাঃ) বলেন, হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন যে, আমি তোমাকে পরহেজগারী এখতিয়ার করার জন্য নছিহত করছি, কেননা ইহা যাবতীয় বস্তুর মূল এবং কোরআন শরীফ তেলাওয়াত ও যিকিরের প্রতি যত্নবান হও, কারণ উহাদ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হবে এবং জমীনে তুমি নূর লাভ করবে। অধিকাংশ সময় চুপ থাকবে যেন ভাল ছাড়া অন্য কোন কথা তোমার মুখ থেকে বের না হয়। চুপ থাকা শয়তানকে দূর করে এবং দ্বীনের কাজে সহায়তা করে। বেশী হাসবে না, কারণ উহাতে অন্তর মরে যায়। সর্বদা জেহাদে অংশ গ্রহণ করবে, কারণ উহাই আমার উম্মতের ফকীরি। গরীব-মিসকিনদিগকে ভালবাসবে, তাদের সঙ্গে অধিকাংশ সময় উঠাবসা করবে। উপর-দরজার লোকদের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তোমার চেয়ে কম-দরজার লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কেননা উপর-দরজার লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিলে তোমার প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতের না-শোক্‌রী করা হবে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ভাল রাখার চেষ্টা করবে, যদিও তারা তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। হক কথা বলতে দ্বিধা করবে না, যদিও উহা কারও নিকট তিক্ত বোধ হয়। আল্লাহর ব্যাপারে কারও তিরস্কারের ভয় করবে না। স্বীয় দোষত্রুটি দর্শন যেন অন্যের দোষত্রুটি দর্শনের সুযোগ না দেয়। তোমার মধ্যে যে দোষ রয়েছে, সে দোষ অন্যের মধ্যে দেখে রাগান্বিত হবে না। হে আবুজর। নেক তদবীর হতে বড় বুদ্ধিমত্তার কাজ আর কিছুই নেই এবং

www.pathagar.com

নাজায়েজ কাজ হতে বেঁচে থাকাই সর্বোত্তম পরহেজগারী। এবং সচ্চরিত্র হওয়ার মত শরাফতী ও ভদ্রতা আর কিছুই নেই।

টীকা :—সকীনা শব্দের অর্থ শান্তি অথবা এক ধরনের রহমত। ইমাম নবভী বলেন, ইহা এমন একটি বিশেষ বস্তু যাহা শান্তি, রহমত সব কিছুকেই শামিল করে এবং উহা ফেরেশতারা বহন করে আনে।

আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সম্মুখে গর্ব করে থাকেন—ইহার দুইটি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ, এইজন্য যে, হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার সময় ফেরেশতারা বাধা দিয়ে বলেছিল যে, আদম সন্তান দুনিয়াতে গিয়ে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হবে। দ্বিতীয়তঃ, ফেরেশতারা আপাদমস্তক ইবাদতে লিপ্ত হলেও তাদের মধ্যে পাপ করার উপকরণ নেই। এবং মানুষের মধ্যে যেহেতু পাপ-পুণ্য উভয় প্রকার উপকরণই মওজুদ রয়েছে, বরং পাপ করার উপকরণই তার মধ্যে বেশী। কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসা মানুষের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। সুতরাং এই সমস্ত রিপুর মোকাবিলা ক'রে মানুষ আল্লাহর ইবাদত ক'রে থাকে, উহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

(৩৬) عَنْ مُعَاوِيَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ

اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ

عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا قَالَ اٰللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ

اِلَّا ذَالِكَ قَالُوْا اٰللّٰهِ مَا اَجْلَسْنَا اِلَّا ذَالِكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ

لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَّكُمْ وَلٰكِنْ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ

اَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلٰئِكَةَ - (مسلم - ترمذى)

www.pathagar.com

অর্থ :—হুজুর পাক (সঃ) একদিন সাহাবাদের একটি জামাতের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে কিজন্য একত্র হয়েছ? তাঁরা আরজ করলেন, আমরা আল্লাহর যিকির করছি এবং তিনি যে ইসলামের মত দৌলত দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সেইজন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করছি। হুজুর (সঃ) বললেন, খোদার কছম, তোমরা কি শুধু এইজন্য বসেছ? সাহাবারা আরজ করলেন, খোদার কছম, আমরা শুধু এইজন্য বসেছি। হুজুর (সঃ) এরশাদ করলেন, কোন খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি তোমাদেরকে কছম দেই নাই। বরং এইমাত্র জিব্রাইল (আঃ) আমার নিকট এসে খবর শুনিয়ে গেলো যে তোমাদের জন্য আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করছেন।

টীকা :—মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন, আল্লাহ পাক কর্তৃক গর্ব করার অর্থ এই যে, তিনি ফেরেশতাদের লক্ষ্য ক'রে বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখ, নফ্‌স এবং শয়তান তাদের উপর চেপে আছে। কামনা, বাসনা এবং দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজন তাদের পিছনে লেগে আছে। এতদসত্ত্বেও তারা আমার যিকিরে মশগুল হয়েছে। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তারা আমার যিকির হতে বিরত হয় না। আর ঐ ধরনের কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকার দরুন তোমাদের যিকির আমার বান্দাদের যিকিরের তুলনায় কিছুই নয়।

(৩৭) عَنْ أَنَسٍ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذَالِكَ اِلَّا وَجْهَهٗ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ - (احمد)

অর্থ :—হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেন, যারা আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্র হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

হয়, তখন আসমান হতে জনৈক ফেরেশতা ঘোষণা করে দেয় যে, তোমাদিগকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এবং পাপসমূহকে নেকের দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে মজলিসে আল্লাহর কোন যিকিরই হয় না, কিয়ামতের দিন ঐ মজলিস শুধু পরিতাপের বিষয় হবে।

কবর-আযাব থেকে নাজাত দানকারী

(৩৮) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَا عَمِلَ اٰدَمِيٌّ عَمَلًا اَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - (احمد)

অর্থ :—হুজুরে আকরাম (সঃ) এরশাদ করেন, মানুষকে কবর-আযাব হতে নাজাত দানকারী আল্লাহর যিকির থেকে বড় আর কোন আমল নেই।

টীকা :—কবর-আযাব কত বড় ভয়ংকর ব্যাপার তা একমাত্র ঐ সব লোক উপলব্ধি করেন যাঁরা এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ জানেন। হযরত ওছমান (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশ দিয়ে গমন করতেন, তখন এত বেশী ক'রে কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ জিজ্ঞেস করল, বেহেশত ও দোজখের আলোচনা হলেও আপনি এত বেশী ক্রন্দন করেন না, কবর দেখলে যত বেশী ক্রন্দন করেন। তিনি বলেন, আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর হলো পহেলা মঞ্জিল। যে কবরে নাজাত পাবে, পরবর্তী সমস্ত মঞ্জিল তার জন্য আছান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তির জন্য কবর কঠিন হবে, তার জন্য বাকী মঞ্জিল কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তিনি হুজুরের একটি হাদীস শুনালেন। হুজুর বলেছেন, কবর হতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আমি আর কিছুই দেখি নাই। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর প্রত্যেক নামাজের পর কবর-আযাব হতে পানাহ চাইতেন। হুজুর এরশাদ করেন, যদি আমার এই আশংকা না হতো যে, তোমরা ভীত হয়ে আপন মুর্দাদিগকে দাফন করা ছেড়ে

www.pathagar.com

দিবে নইলে আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতাম তিনি যেন তোমাদিগকে কবর-আযাব দেখিয়ে দেন। মানুষ এবং জিন ব্যতীত সমুদয় প্রাণী কবরের আযাব শুনতে পায়।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, এক সময় হুজুর (সঃ) সফরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ হুজুরের উটনী লাফাতে আরম্ভ করল। কেউ বলে উঠলো, এই উটনীর কি হয়েছে? হুজুর উত্তর করলেন, জনৈক ব্যক্তির কবরে আযাব হচ্ছে; সেই শব্দ শুনে উটনী লাফালাফি করছে।

এক সময় হুজুর (সঃ) মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, কয়েক-জন লোক খিলখিল ক'রে হাসছে। হুজুর বললেন, কবরকে বেশী ক'রে স্মরণ করলে তোমাদের এই অবস্থা হত না। কবর প্রতিদিনই এই ঘোষণা করতে থাকে যে, আমি নির্জনতার ঘর, কীট-পতঙ্গ ও জীব-জন্তুর ঘর। যখন কোন মোমেন বান্দাকে কবরে দাফন করা হয়, তখন কবর বলতে থাকে, তোমার আগমন শুভ হোক। তুমি এসে খুব ভালই করেছ। জমীনের উপর যত লোক চলাফেরা করত, তুমিই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলে। আজ তুমি আমাতে সোপর্দ হয়েছ, সুতরাং তুমি আমার সদ্ব্যবহার দেখতে পাবে। তারপর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত হয়ে যায় এবং উহার মধ্যে বেহেশতের একটি দরওয়াজা খুলে যায় যার দ্বারা বেহেশতের মনোরম হাওয়া ও সুঘ্রাণ সেখানে আসতে থাকে। পক্ষান্তরে যখন কোন কাফের ফাছেককে কবরে দাফন করা হয়, তখন কবর বলে যে, তোমার আগমন কতই না অশুভ, কেন তুমি এসেছ? যত লোক জমীনের উপর চলাফেরা করত, তাদের মধ্যে তুমি আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ছিলে। আজ তুমি আমাতে সোপর্দ হয়েছ, অতএব তুমিও আমার ব্যবহার দেখতে পাবে। অতঃপর কবর তাকে এত ভীষণ জোরে চাপ দিবে যে, তার এক পাঁজরের হাড়গুলি অন্য পাঁজরের ভিতর ঢুকে যাবে। তারপর নব্বই কিংবা নিরানব্বইটা সাপ তাকে দংশন করার জন্য নিয়োজিত হবে। উহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকবে। হুজুর (সঃ) বলেন, উহাদের একটি সাপও যদি জমীনের বুকে ছোবল মারে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত জমীনে কোন কিছু জন্মাবে না। এর পর নবীয়ে পাক বলেন যে, কবর হয়ত বেহেশতের একটা টুকরা, নচেৎ দোজখের একটা গর্ত।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হুজুর (সঃ) দুইটি কবরের পাশ দিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছিলেন। হুজুর বললেন, এদের আযাব হচ্ছে। একজনের চোগল-খুরীর অপরাধে, অপর জনের পেশাব হতে ভাল ক'রে পাক-ছাফ না হওয়ার দরুন। আজকাল অনেকেই এস্তেঞ্জাকে উপহাস করে থাকে, অথচ ওলামায়ে কেরাম পেশাব করে পরিষ্কার না হওয়াকে কবীরা গোনাহ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ইবনে হাজার মক্কী ছহী রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেছেন যে, অধিকাংশ কবর-আযাব পেশাবের কারণেই হয়ে থাকে।

মোট কথা, কবর-আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। যেমন কোন পাপের জন্য কবর-আযাব হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন ইবাদতে ঐ আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। যেমন বর্ণিত আছে যে, প্রতি রাত্রে সূরা তাবারাকাল্লাযী পড়লে কবর-আযাব হতে নাজাত পাওয়া যায়। এইভাবে আল্লাহর যিকিরের দ্বারাও পাওয়া যায়।

আল্লাহর যিকিরের পুরস্কার

(৩৯) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ اَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلٰى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لَيْسُوْا بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ قَالَ هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى وَبِلَادٍ شَتّٰى يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهٗ - (طبرانى)

অর্থ :—হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন এক প্রকার লোককে আল্লাহ পাক এইভাবে হাশরের ময়দানে হাজির করবেন যে, তাঁদের চেহারা নূরে ঝলমল করতে থাকবে এবং তাঁরা মতির মিম্বরে

www.pathagar.com

উপবিষ্ট থাকবেন, তাঁদের মর্যাদার উপর মানুষের ঈর্ষা হবে, অথচ তাঁরা নবীও নন, শহীদও নন। ইহা শুনে জনৈক বেদুঈন বললো, হুজুর, তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করুন যেন আমরা তাঁদেরকে চিনে নিতে পারি। হুজুর বললেন, তাঁরা ঐ সব লোক যাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায় হতে এবং বিভিন্ন স্থান হতে শুধু আল্লাহর মহব্বতে একত্রিত হয়ে তাঁর যিকিরে মশগুল হতো।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, বেহেশতের মধ্যে ইয়াকুতের খুঁটিযুক্ত জবরজদের বালাখানা হবে, চতুর্দিক হতে উহার দরওয়াজা খোলা হবে। ঐ সব বালাখানা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চকমকাতে থাকবে। সে সব বালাখানায় সে সমস্ত লোক থাকবে যারা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মহব্বত রাখতো এবং শুধু আল্লাহর রেজামন্দীর জন্যই কোথাও একত্রিত হতো ও আপোশে মেলামেশা করতো।

উক্ত হাদীসের দ্বারা যিকিরে খানকার ফজিলত প্রমাণিত হয়। একটি হাদীসে আছে, যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয়, সেই ঘর আসমানওয়ালাদের নিকট এমনভাবে চমকাতে থাকে যেমন দুনিয়াবাসীদের নিকট আকাশের তারকাসমূহ চমকাতে থাকে।

অপর এক হাদীসে আছে, যিকিরের মজলিসে সকীনা (খাছ রহমত বিশেষ) অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতাগণ উহাকে ঘিরে ফেলে এবং আল্লাহর রহমত উহাকে আচ্ছাদিত করে নেয়। আল্লাহ পাক আরশের উপর তাদের আলোচনা করেন। আবু রজীন সাহাবীকে একদিন হুজুর বলেন, দ্বীনকে শক্তিশালী করে এমন জিনিস তোমাকে শিক্ষা দিতেছি, তা এই যে, যাকেরীনদের মজলিসকে তুমি মজবুত করে ধর এবং যথাসম্ভব নির্জনে বসে আল্লাহর যিকির করতে থাক।

(৪০) عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالَ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حَلَقُ الذِّكْرِ - (ترمذى)

www.pathagar.com

অর্থ :—হুজুর আকরাম (সঃ) বলেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগিচায় যাতায়াত কর, তখন সেখানে খুব বিচরণ কর। একজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! জান্নাতের বাগিচা কি? হুজুর উত্তর করলেন, যিকিরের হাল্‌কা।

টীকা :—যদি কোন ভাগ্যবান এ ধরনের মজলিসে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে, তবে উহাকে গনিমত মনে করা উচিত, যেহেতু এ সব মজলিস দুনিয়াতেই জান্নাতের সমতুল্য। "খুব বিচরণ কর" এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, পশু কোন সবুজ ক্ষেতে বা বাগানে প্রবেশ করলে যেমন তাকে সহজে তাড়ানো যায় না, বরং মারধর খেয়েও সেখান থেকে মুখ ফিরাতে চায় না, তেমনি যিকিরকারীকেও আল্লাহর যিকির থেকে ফিরানো যায় না। "জান্নাতের বাগিচা" এইজন্য বলা হয়েছে যে, জান্নাতে যেমন কোন প্রকার বিপদাপদ নেই, তদ্রূপ যিকিরের মজলিসও যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত।

একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর যিকির অন্তরের শেফা স্বরূপ। অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে যতপ্রকার রোগ জন্মে, যেমন অহংকার, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি যাবতীয় রোগেরই ইহা ওষুধ স্বরূপ। ছাহেবুল ফাওয়ারেদ লিখেছেন, মানুষ সর্বদা যিকির করতে থাকলে যাবতীয় বিপদ হতে হেফাজতে থাকে।

একটি ছহী হাদীসে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক (সঃ) বলেন, আমি তোমাদিগকে বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকির করতে হুকুম করছি। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তির পিছনে শত্রু ধাওয়া করল, আর সে পালিয়ে কোন সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিল। তেমনি যাকের আল্লাহর মহব্বতের দুর্গে আশ্রয় লাভ করে আল্লাহর সহচরে পরিণত হয়। আল্লাহর সহচর হওয়ার চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? তদুপরি যিকিরের দ্বারা অন্তর খুলে যায় ও আলোকিত হয় এবং কঠোরতা দূর হয়ে যায়। এ ছাড়াও জাহেরী ও বাতেনী যিকিরের অনেক উপকারিতা আছে। ওলামায়ে কেরাম উহার একশত উপকার পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

হযরত আবু উমামার খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললো, হুজুর, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি যখন ঘরের ভিতর প্রবেশ

www.pathagar.com

করেন অথবা দাঁড়িয়ে থাকেন অথবা বসে থাকেন, তখন ফেরেশতারা আপনার জন্য দোয়া করতে থাকে। হযরত আবু উমামা বলেন, তুমি যদি চাও তবে ফেরেশতারা তোমার জন্যও দোয়া করতে পারে। তারপর এই আয়াত পাঠ করলেন—

(৪১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا -

অর্থাৎ—"হে মোমেনগণ! তোমরা বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকির কর....।" এই আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও ফেরেশতাদের দোয়ার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ যত বেশী তোমরা আল্লাহর যিকির করতে থাকবে, আল্লাহর রহমত এবং ফেরেশতাদের দোয়াও ততবেশী তোমাদের জন্য হতে থাকবে।

(৪২) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ - (بيهقى)

অর্থ :—রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাত্রে ইবাদত করতে অসমর্থ হয় এবং কৃপণতার দরুন টাকা-পয়সা খরচ করতে পারে না এবং কাপুরুষতার দরুন শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদও করতে ভয় পায়, তার উচিত সে যেন বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকির করে।

দুনিয়ার লোভ-লালসা, অন্যায় ও পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো আল্লাহর যিকিরে নিয়োজিত থাকা। আল্লাহর যিকির মানুষের অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করে। যিকিরের গুণে মানুষ নিষ্কাম ও নিষ্পাপ হয়ে উঠে। এভাবে আল্লাহর দীদারের জন্য যিকিরকারীর অন্তর পূত পবিত্র হয়ে ওঠে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যে-কোন ফরজ কাজের জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যে-কোন

www.pathagar.com

কারণে উহার ওজরও কবুল করেছেন, কিন্তু যিকিরের জন্য কোন সীমারেখা নেই এবং বিবেকবুদ্ধি থাকা পর্যন্ত উহার জন্য ওজর-আপত্তিও চলবে না। কেননা এরশাদ হয়েছে —

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا - (৪৩)

"খুব বেশী বেশী ক'রে আল্লাহর যিকির করতে থাক।" অর্থাৎ রাত্রে, দিনে, জঙ্গলে, সমুদ্রে, দেশে, বিদেশে, স্বচ্ছলতায়, গরীবী অবস্থায়, সুস্থতায়, অসুস্থতায়, নীরবে এবং জোরে সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতে থাক।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তবলীগের কাজের বিস্তৃতি

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ তবলীগ জামাতের কাজের বিস্তৃতির দরুন নামাজ, রোজা, যিকির ইত্যাদি অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় বিষয়গুলির প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি তবলীগের এ কাজকে অধিকতর জোরদার করে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে উপমহাদেশের দেশগুলিতে মুসলমানদের জীবন-যাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। বিগত কয়েক বৎসরে তবলীগের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের আগ্রহ যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তবলীগের কাজ যত বেশী জোরালো হবে এবং যত বেশী জায়গায় তা ছড়িয়ে দেয়া যাবে, ততই তা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হবে।

পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দীর্ঘকাল ধরে তবলীগের কাজ বন্ধ থাকায় ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা দানা বেঁধে ওঠে। বিজাতীয় ভাবধারা ও কুসংস্কার তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। ঈমানের জোর শিথিল হয়ে পড়ে এবং নামাজ, রোজা ইত্যাদি অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় বিধানের প্রতি আগ্রহ বহুল পরিমাণে শিথিল হয়ে শিরক, বেদআৎ ইত্যাদি ফেছক্ ফুজুরীর দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ে। এমনকি আর্য সমাজীদের প্ররোচনায় দুর্বল ঈমানের বহু মুসলমান হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। এইরূপ এক শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে হযরত মওলানা ইলিয়াস (রঃ) উপমহাদেশে তবলীগের কাজ শুরু করেন এবং তা-ই বর্তমানে উপমহাদেশের দেশগুলি ছাড়াও বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

হযরত মওলানা ইলিয়াস (রঃ) প্রায় পঞ্চাশ/ষাট বছর আগে তবলীগের কাজের যে সূচনা করেছিলেন, তা-ই বর্তমানে বিরাট মহীরূহের আকারে উপমহাদেশের বাইরে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলিতে বিস্তারিত হয়েছে। তবলীগ জামাতের কাজের অগ্রগতির একটা বিরাট উল্লেখযোগ্য অবদান এই যে, এদের প্রচারের গুণে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টানও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তবলীগের উদ্যোগেই ইংলণ্ডে শতাধিক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। খ্রীষ্টানদের পুরানো গীর্জা অচল হওয়ায় তবলীগ জামাত ঐ সব গীর্জা কিনে নিয়ে মসজিদ কায়েম করেছে।

ইংলণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স এবং মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে তবলীগের শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টান তবলীগ-এর কার্যকলাপ এবং এদের আখলাক দেখে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইসলাম গ্রহণের পর, তারা অনেকে আবার তবলীগ মিশনে যোগ দিয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকায় তবলীগের কাজ এত শক্তি সঞ্চয় করেছে যে, বহু কৃষ্ণকায় খ্রীষ্টান ও অন্যান্য বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেখানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের এমন প্রচণ্ড ঝোঁক দেখা গিয়েছে যে, ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীরা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত তবলীগের কাজ এভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্যন্ত তবলীগ বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এটা তবলীগ জামাতের অসামান্য সাফল্যেরই পরিচায়ক। আশা করা যায়, তবলীগের এ কাজে ভাটা না পড়ে যদি তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ওলামায়ে কেরাম যদি তবলীগ মিশনে বেশী বেশী ক'রে অংশ নেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তবলীগের মারফত ইসলাম দুনিয়ায় বিরাট শক্তির অধিকারী হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে তবলীগে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের কর্মসূচীরও পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

আল্লাহ কোরআন শরীফে মুসলমানদের উদ্দেশ ক'রে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে যারা সৎ কাজের আদেশ ও

www.pathagar.com

অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আল্লাহর এই নির্দেশ মুসলমানের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে অবশ্যই মানতে হবে। অধিকন্তু এই নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন ছাড়া একজন মুসলমান সত্যিকারভাবে মুসলমান ব'লে পরিচয় দিতে পারে কিনা এটাও একটা গুরুতর প্রশ্ন ; শুধু প্রশ্নই নয়, আমার মতে, উহার প্রতিপালন ব্যতীত কেউ নিজেকে খাঁটি মুসলমান ব'লে পরিচয় দিতে পারে না। কেননা "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশের মত এ নির্দেশটিরও প্রতিপালন ছাড়া কোন লোক কি ক'রে নিজেকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে পারে ?

পরে রসূলুল্লাহ উক্ত নির্দেশের ব্যাখ্যা দান ক'রে বলেছেন যে, অসৎকাজে নিষেধ মানে প্রতিটি অন্যায় কাজ হাত দিয়ে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে) বাধা দিতে হবে। যার সেই সংগ্রামের শক্তি সামর্থ্য নেই, সে মুখে প্রতিবাদ ক'রে বাধা দিবে। আর সে সৎসাহসটুকুও যার নেই, সে অন্যায়কারীকে অন্তরে ঘৃণা করবে। কিন্তু এই শেষোক্তটি হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর বান্দা ও রসূলের উম্মতবৃন্দের মধ্যে কে সত্যিকার ঈমানদার তা প্রমাণের মাপকাঠি হচ্ছে "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ" সম্পর্কে কে কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। যে ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে পারে না এবং শুধু অসৎ কাজকে বা অন্যায়কারীকে ঘৃণা ক'রেই ক্ষান্ত থাকছে, সে তো অত্যন্ত দুর্বল ঈমানের অধিকারী। আর দুর্বল ঈমানের অধিকারী কোন মুসলমানকে কখনই খাঁটি মুসলমান ব'লে গণ্য করা যায় না---তা তিনি যতবড় এলেমের অধিকারী হোন না কেন। কারণ উহাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের সরল সোজা অর্থ। এই অর্থের ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদানের কোনই সুযোগ নেই। কারণ এ বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলুল্লাহর ব্যাখ্যা অতি পরিষ্কার।

তবলীগ জামাতের ভবিষ্যৎ

মুসলমান জনসাধারণকে প্রকৃত ইসলামী জিন্দেগীর অনুসারী ক'রে গড়ে তোলাই হচ্ছে তবলীগ জামাতের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা তাঁদের কর্মসূচীতে নিম্নোক্ত ছয়টি মূলনীতি বেছে নিয়েছেন :—

www.pathagar.com

(১) কালেমা (অর্থাৎ ঈমান)

(২) নামাজ

(৩) ইল্‌ম ও যিকির

(৪) ইকরামুল মুসলেমীন (সদাচরণের দ্বারা বিধর্মীদের আকৃষ্ট করা : নিজের প্রয়োজন মুলতবী রেখে অন্যের প্রয়োজন আগে মিটানো।)

(৫) ছহি-নিয়ত (সর্ব বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করে নিয়ত করা। অর্থাৎ সকল বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করা।)

(৬) উপরোক্ত পাচঁটি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামী জিন্দেগী আয়ত্ত করা। (আর উহা আয়ত্তে আসে তবলীগের দ্বারা।)

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমান জনসাধারণকে ইসলামী জিন্দেগীতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তবলীগ জামাত উপরোক্ত যে ছয়টি মূলনীতি বেছে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তা যথার্থ হয়েছে। এ জন্য উপরোক্ত ছয়টি নীতির অনুশীলন করা অত্যন্ত অপরিহার্য। কালেমা, নামাজ, ইল্‌ম ও যিকিরের মাধ্যমে ইসলামী ঈমানের ভিত্তিমূলকে মজবুত করা এবং ইকরামুল মুসলেমীন ও তাসিনিয়েতের দ্বারা তাকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলে প্রকৃত ইসলামী জিন্দেগী হাছিলের মধ্যেই মুসলমানের জীবনের সত্যিকার সার্থকতা নিহিত রয়েছে। তাই তবলীগের কর্মসূচীর উপরোক্ত ছয়টি মূলনীতির অনুশীলনে প্রতিটি মুসলমানের যত্নশীল হওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি।

এতদসত্ত্বেও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তবলীগের মূল কর্মসূচীতে আল্লাহর নির্দেশিত "সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ"-ও অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কেননা "সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ" তথা অন্যায়-অবিচারের উৎসাদনের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামের শক্তির মূল উৎস। যতদিন এই উৎস থেকে মুসলমানরা প্রাণরস সংগ্রহ করেছে, ততদিন ইসলাম দুনিয়ার বুকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে খাড়া ছিল। কিন্তু ঐ উৎস থেকে প্রাণরস সংগ্রহের আগ্রহে ভাটা পড়ার পর থেকেই মুসলমানদের অধঃপতন শুরু হয়। মুলমানরা যে আগেকার তুলনায় অনেক দুর্বল ও অধঃপতিত হয়ে পড়েছে, তার মূলেও রয়েছে "সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ" সংক্রান্ত আল্লাহর

www.pathagar.com

নির্দেশের প্রতি অনীহা। আর এই অনীহা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণেরই সামিল। কোরআন পাক স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে :—

"আল্লাহ্ পাক যাহা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই প্রত্যাখ্যানকারী।" (সূরা মায়দা ; আয়াতাংশ ৪৪) অর্থাৎ যারা নামে মুসলমান অথচ কার্যকলাপে ইসলামের বিধিনিষেধ পালন করে না এবং যারা কাফের বা অবিশ্বাসী তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সুতরাং তবলীগ জামাত যখন পথভ্রান্ত ও অধঃপতিত মুসলমান জনসাধারণকে ইসলামী জিন্দেগীর অনুসারী করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তখন "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ"—আল্লাহর এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাও মুসলমান জনগণকে বুঝাবার দায়িত্ব তবলীগকে গ্রহণ করতে হবে। আর এ বিষয়ে কতটা গুরুত্ব আরোপ করা হলো বা না হলো তার উপরই তবলীগ জামাতের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল বলেই আমরা মনে করি। কারণ বর্তমান দুনিয়ায় ধর্মবিশ্বাস ছাড়াও বহু শক্তিশালী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদ লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। মুসলমানদের বিরাট অংশও ঐ সব মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ" সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ পালনে মুসলমানরা গাফেল থাকার দরুনই ঐ সব প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কেননা ঐ সব প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ যে সামাজিক আদর্শের কথা বলে তার মূল কথাই হচ্ছে অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন ক'রে সামাজিক ন্যায়-বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। স্বভাবতঃই শোষিত নির্যাতিত মানুষ ঐ সব মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কেননা সবলের অত্যাচার ও শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তি লাভের জন্য মানুষের চিরন্তন আকাংক্ষা আজও বাস্তবে প্রতিফলিত হয়নি। তাই মানুষ যখন কারো মুখ থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির উপায়ের কথা শোনে, তখন তার প্রতি মানুষের মনে আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক বা সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সঃ) যে সমস্ত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, আলেম সমাজ তার উপর সঠিক ও যুগোপযোগী গুরুত্ব আরোপ না করায় ইসলামের ন্যায়বিচার ও সাম্য নীতির খবর জানার সুযোগ দুনিয়াবাসী পাচ্ছে না। তাই তবলীগ

www.pathagar.com

জামাতেরই উচিত এই নীতির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে ইসলামের মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে সজাগ ক'রে তোলা।

মুষ্টিমেয় দু' চারজন ছাড়া আজকের দুনিয়ায় প্রায় লোকেই জানে না যে, মানুষের উপর মানুষের শোষণ এবং দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের মূলোৎপাটনই হচ্ছে ইসলামের প্রধান লৌকিক নীতি। খুব কম লোকেই এ খবর রাখে যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত ক'রে রাখার বিরুদ্ধে ইসলামের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। অধিকাংশ লোককে উপবাসী বা বঞ্চিত রেখে মুষ্টিমেয় লোক ধন-সম্পদ ভোগদখল করবে, এটা ইসলামের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কোরআন পাক ঘোষণা করেছে :—

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।" (সূরা তওবা : আয়াতাংশ ৩৪)

কোরআন পাকে আরও বলা হয়েছে :—

"আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন উহার সম্পদশালী ব্যক্তিগণকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু উহারা পক্ষান্তরে অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।" (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১৬) কোরআনের এই সমস্ত আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি এই নয় যে, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য ?

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন : "যে ব্যক্তি অন্যায়ের সম্মুখীন হয়, তার উচিত তা প্রতিহত করা।" আল্লাহর রসূল আরও বলেছেন : অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম জেহাদ।"

ইসলামের মহত্ব এখানেই। অনাচার-অবিচার ও শোষণ-পীড়নের অভিশাপ থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্যই ইসলাম জেহাদের উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্তমানকালে এ নীতি আরও বেশী গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে; কারণ অন্যায়-অবিচার ও শোষণ-পীড়নের যাঁতাকলে সাধারণ মানুষের অবস্থা আজ এত শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে, ইতিপূর্বে আর কখনও তেমনটি দেখা যায়নি। তাই যেখানে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার

www.pathagar.com

মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেখানেই আপোশহীন প্রতিরোধ গড়ে তোলার দায়িত্ব মুসলমানদের নিতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশও তাই। আর এ নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তবলীগ জামাত কোন বলিষ্ঠ কর্মনীতি গ্রহণ করে কি না তার উপরই তবলীগের ভবিষ্যৎ সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করছে।

আজ একথা স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা করার সময় এসেছে যে, মানুষের সৃষ্ট অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ না করলে আল্লাহ কোনক্রমেই ক্ষমা করবেন না। আবার এই জেহাদের পুরস্কারও আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন পাক কোনআনে আল্লাহ বলেন :—

"এবং কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করলে সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক তাকে মহা পুরস্কার দান করব। (সূরা নিসা ; আয়াতাংশ : ৭৪)

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রধান লৌকিক শিক্ষাই হচ্ছে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদের শিক্ষা। যারা অন্যায়-অত্যাচার মেনে নেয়, তারা ইসলামের শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে বলে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

মুসলমানদের জীবনের উদ্দেশ্য

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা যাতে ইসলামী জিন্দেগীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, তার জন্য তবলীগ জামাতের ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো উচিত বলে আমরা মনে করি। পবিত্র কোরআনে মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত রয়েছে, তার সঠিক ও যথার্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা এই প্রচার অভিযানকে স্বার্থক করে তোলা যেতে পারে। আমরা এখানে কতিপয় আয়াতাংশের বঙ্গানুবাদ পেশ করছি :—

(১) "তোমাদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জাতি করে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দান কর ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।"

(২) "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল তৈরী হওয়া চাই যারা কেবল কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে।"

www.pathagar.com

(৩) "তোমরা প্রতিপালকের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাও কুশলতা ও সদুপদেশ সহকারে।"

(৪) "কোরআনের সাহায্যে সেই ব্যক্তিকে উদ্দীপিত করুন যে আমার হুঁশিয়ারীতে ভীত হয়।"

(৫) "আপনি উদ্দীপিত করুন। উদ্দীপিত করা ছাড়া আপনার আর কোন দায়িত্ব নেই।"

(৬) "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" "নিজের ইচ্ছা মতই তিনি সিদ্ধান্ত করেন।" "তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তিনি কারও জাতও নন।" "তিনি চিরঞ্জীব, নিদ্রা-তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।"

(৭) "তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব একমাত্র আমার? বস্তুতঃ তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত আর কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।"

(৮) "পূর্ণ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁর উপাসনা কর।"

(৯) "যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ভাল কাজ করবে, সে তার প্রতিদান পাবে, আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও খারাপ কাজ করবে, সে তার প্রতিফল পাবে।"

(১০) "নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন আর অশ্লীলতা, অন্যায় ও ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকতে বলেন।"

উপসংহার

সবশেষে আমি ইসলামকে আবার সজীব ও সক্রিয় করে তোলার জন্য তবলীগের প্রয়োজনীয়তার উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করছি। একই সাথে বলতে চাই যে, এ কাজে সাফল্য হাসিল করতে হলে তবলীগের কর্মধারা ও প্রচার-কৌশলকে গতিশীল করে তোলা প্রয়োজন। তবলীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ বিষয়টার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দান করলে মুসলমানদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

www.pathagar.com

তবলীগের গুরুত্ব যে কত বেশী, তা বিশ্লেষণ করেও শেষ করা যায় না। এ সম্বন্ধে উপমহাদেশের জনৈক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদের একটি রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি পেশ করে আলোচনা শেষ করছি।

"ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রণাঙ্গণেও দাওয়াত ও প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহর বান্দাগণকে তাঁর বন্দেগীর দিকে দাওয়াত দেওয়ার কাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন অবস্থাতেই কোন মুসলমানের পক্ষে সে কাজ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। দাওয়াতের একাজ মুসলমানের জীবন ও তার ব্যক্তিসত্বার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাস্তব জীবনের কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়েও যখন আমরা এ দাওয়াত রাখতে পারব, তখনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং লক্ষ্য অর্জিত হবে। আমাদের মধ্যে এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে, তারা একদল পেশাদার ধর্মপ্রচারক, কিন্তু মুসলমানদের প্রচার চলে কর্মব্যস্ত জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে। এ প্রচার কোথাও আলাদাভাবে বসে শুধু ওয়ায়েজ হিসেবে করা হয় না। বরং মুসলমান যদি কোন বাজারে কার্যরত থাকে, তা হলে একদিকে সে নিজের কায়কারবার চালায়, অপরদিকে আল্লাহর দ্বীনের দিকেও মানুষকে আহ্বান জানায়। সে যেখানেই থাকুক এবং যে কাজই করুক—সব অবস্থাতেই সে প্রথমে আল্লাহর দ্বীনের আহ্বায়ক, তৎপর অন্য কিছু।"

আমীন ! ছুম্মা আমীন !!

ঃ সমাপ্ত ঃ

www.pathagar.com

www.pathagar.com